ঠাট্টা

মঈনুল আহসান সাবের

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঠাট্টা

মঈনুল আহসান সাবের

প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৯

ঠাট্টা
মঈনুল আহসান সাবের

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য ১০০ টাকা

Thatta by Moinul Ahsan Saber Published by Dibyaprakash, Dhaka. First Published : January 1999. Cover design : Dhrubo Esh. Price Tk. 100

ISBN 978 984 8830 64 2

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।'

—ঋগ্বেদসংহিতা

এখনও কি তা নয়?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

প্রিয়বরেষু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রিয় সু,

তুমি মাঝে-মাঝেই বলতে, জীবন এরকমই। এটা তোমার খুব প্রিয় কথা ছিল— জীবন এরকমই। তুমি কী এই এখনই একটা ব্যাপার খেয়াল করলে? আমি বললাম, 'তোমার প্রিয় কথা ছিল'। 'ছিল' বলা আমার নিশ্চয় উচিত হলো না। এখনও নিশ্চয় কথাটা তোমার প্রিয়। এমন তো নয় বহুদিন আগে তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে। মাঝখানে দেখা না-হওয়া মাত্র কয়েকটা দিন। এ কদিনে মানুষ বদলে যায় না। কিংবা যায়। তবে তখন পরিবর্তন হয় বড় ধরনের। ছোটখাটো পরিবর্তন অল্প কদিনের মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটে না। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি তুমি এখনও বলো— জীবন এরকমই। সু, জীবন আসলে কী রকম?

একটা ঘটনা ঘটত, আমাদের জীবনে এবং আশপাশে রোজ কত ঘটনাই-না ঘটে, সে-ঘটনা হয়তো কিছুটা অন্যরকম, রোজকার জীবনে যে-ঘটনায় আমরা হয়তো অভ্যস্ত না, কিন্তু আমরা জানি এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে, তবু তুমি অবাক গলায় বলে উঠতে— জীবন এরকমই। তারপর সেদিনও হয়তো আরেকটা ঘটনা ঘটল, সে ঘটনাও কিছুটা অবাক করা, তুমি আবার বলে উঠল— জীবন এ রকমই। তুমি খুব অবাক হতে। কিছু-কিছু মেয়ের মধ্যে এ ব্যাপারটা আছে— অবাক হওয়া। তারা লোকজনের সামনে জোর করেই অবাক হয়, অবাক হওয়ার ভান করে। তোমার ব্যাপারটা সেরকম নয়। তুমি সত্যিসত্যিই অবাক হতে, তোমার মধ্যে অদ্ভুত এক সারল্য আছে, যাদের মধ্যে সারল্য বেশি তাদের বিস্ময়ও বেশি। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে— তুমি মানুষটা সরল ধরনের; আর, যেহেতু আমরা সবাই একবাক্যে সরল মানুষের ভালো বলে রায় দেই, সেহেতু— তুমিও ভালো। তুমি যে ভালো, এ তো আমি জানিই সু। আমার চেয়ে ভালো আর সেটা কে জানে? তা, তুমি অবাক হতে, যে কথা বলছিলাম, কত ঘটনাই আমাদের জীবনে ঘটে, একটু হয়তো অন্যরকম ঘটনা কিংবা বেশ অন্য রকম, সেসব ঘটনা একেকজন একেকভাবে নেয়, একেকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, তুমি তোমার

প্রতিক্রিয়া জানাতে তোমার ওই চরম সত্যটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে— জীবন এরকমই।

তোমার এই কথাটা যে একদিক দিয়ে ভুল— তুমি কি তা কখনও ভেবে দেখছে? তুমি নিশ্চয় অবাক হয়ে গেলে। তোমার ভ্রু কুঁচকে গেল, তোমার এই ধরনটা আমি জানি, তুমি ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছ— কেন কথাটা ভুল! কথাটা যে ভুল, চট করে সেটা বোঝা সম্ভব না। কেন ওই কথাটা ভুল, সেটা বলার আগে কিছু ভণিতা করে নেই। বিনু আর ইলিয়াসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বিনু আর ইলিয়াস— দুজন আমাদের কাছে বন্ধু। আমরা হাসি-ঠাট্টায়, তরল আড্ডায়, আবার কখনও জীবনের কঠিন সমস্যায় একসঙ্গে কত সময়ই-না কাটিয়েছি। কী অসম্ভব প্রাণবন্তই-না ছিল ওরা দুজন। আর, কী মনকাড়া গানই-না ওরা গাইত, গলা ছেড়ে, প্রাণ খুলে, দুজন মিলে একসঙ্গে। আমরা বলতাম, সে বলার মধ্যে একটু বোধহয় ঈর্ষাও ছিল, আমরা বলতাম— গানে-গানেই কেটে যাবে ওদের জীবন। সেই বিনু আর ইলিয়াসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমরা অবাক হলাম, নানা কথা বললাম, কী এর পেছনে কারণ— তা খুঁজে বের করার জন্য এদিক-ওদিক হাতড়াতে আরম্ভ করলাম। আর তুমি, খবরটা যখন তোমার কাছে পৌঁছাল, তুমি বজ্রাহতের মতো কতক্ষণ বসে থাকলে, তারপর গম্ভীর গলায় বললে তোমার ওই চরম কথাটি— বেশি ভালবাসা আসলে টেকে না।... জীবন এরকমই। আবার আমাদের আরেক বন্ধু জামালের কথা তুমি মনে করে দেখো। আমাদের বন্ধু জামাল, মেসে থাকতে-থাকতে সে ওখানকার এক কাজের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। জামালের প্রিয় বিষয় ছিল (এখনও কি আছে?) নন্দনতত্ত্ব। নন্দনতত্ত্বের ওপর ও রাজ্যের বই পড়েছে, মোটা মোটা বই,ভারী-ভারী বই। শুধু যে নন্দনতত্ত্ব প্রিয় বিষয়, তা নয়; মানুষটাও ছিল টিপটপ গোছানো ধরনের। আমাদের রোজকার জীবনযাপনের কত অসঙ্গতি সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। এলোমেলো জীবন ছিল তার অপছন্দ, কথা বলত সুন্দর করে গুছিয়ে, আমাদের উচ্চারণে এবং কথা বলার ধরনে ভুল ধরত ও, আমাদের মধ্যে অবিন্যস্ত কাউকে দেখলে ক্ষেপে যেত। এর মধ্যে কিছুটা অবশ্যই কৃত্রিমতা ছিল, তবে এ-ও ঠিক— জামাল ওরকমই ছিল। তুমি নন্দনতত্ত্ব তেমন না-বুঝলেও, জামাল যে একটু আলাদা, ভারিক্কি টাইপের এবং পরিশীলিত—এটা বুঝতে। সেই জামাল বিয়ে করল শ্রী-ছাদহীন, অশিক্ষিত ওই মেসের কাজের মেয়েকে! বিস্ময়ের পালা চুকলে, কেমন হবে ওদের সংসার— এই নিয়ে আমরা হাসাহাসি আরম্ভ করে দিলাম আর তুমি বললে— কে যে কখন কী করবে তার কিছু বলা যায়! জীবন আসলে এরকমই! তারপর আরেকবার, অফিসের ক্যাশ সরিয়ে ধরা পড়ল বিনয়। বিনয় ছিল ওর নামের মতোই। সেই বিনয় অমন একটা কাণ্ড করবে কে জানত! তুমি শুনে অবাক গলায় বলে উঠলে— বিনয়, বিনয় এই কাজ করেছে! আমি অবাক হচ্ছি, খুব অবাক হচ্ছি। ...না, অবাক হওয়ার কী হলো, অবাক হওয়ার কিছু

BanglaBook.org

নেই— জীবন এরকমই। আরেকবার ইমতিয়াজ ও দীনার প্রগাঢ় ভালোবাসা (কেউ কেউ বলত পাগলামো) দেখে তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে। বিস্মিত তুমি বলেছিলে— মানুষ একে অন্যকে এত ভালোবাসতে পারে। ভাবা যায় না— এত ভালবাসা এত ভালবাসা।... কিন্তু এরকমই হওয়া উচিত— জীবন এরকমই। তোমাদের এলাকায় মধ্যবয়স্কা এক নারী বিধবা হওয়ার ৬/৭ দিনের মধ্যে যখন এক তরুণের সঙ্গে মাখোমাখো সম্পর্ক গড়ে তুলল, তুমি খুব হতাশ গলায় বললে— জীবন আসলে এরকমই।

তা হলে সু, কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, জীবন তা হলে কতরকম? তুমি এখন নিজেই ভেবে দেখো, তোমার কথাটা ভুল কি না। তুমি বিভিন্ন ঘটনায় বারবার বলছ— জীবন এরকমই। যেহেতু তুমি বিভিন্ন ঘটনায় বারবার বলছ— জীবন এরকমই, সেহেতু জীবন এরকমই নয়। কারণ জীবন কতবার 'এরকমই' হবে! বরং তোমার কথা অনুযায়ী জীবন দাঁড়াচ্ছে— অনেক রকম। অনেক রকম যা বিভিন্নরকম, একরকম নয়। তুমি দীনা আর ইমতিয়াজের ভালবাসার তীব্রতা দেখে অবাক হয়ে বলবে— জীবন এরকমই— এ তো হতে পারে না। তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে সু? আমরা আসলে বুঝতে পারছি না জীবন কীরকম। নাকি সু, আমরা বলতে পারি— 'জীবন কোনোরকমই নয়'? সু, জীবন কি কোনোরকমই নয়?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেও জানি না। তুমি জানো, এরকমও আমার মনে হয় না। তা হলে এই প্রশ্ন কেন আমি তোমাকে করলাম? আচ্ছা, ধরে নাও ওটা কোনো প্রশ্ন না, ওটা একটা কথার কথা, ওটার কোনো উত্তর দিতে হবে না।

খুব তো বলে দিলাম— উত্তর দিতে হবে না। কিছু-কিছু প্রশ্ন আছে, কেউ উত্তর চায় না বটে, কিন্তু সেটা নিজের কাছেই একটু একটি করে এমন বড় হয়ে ওঠে যে— নিজেকেই তখন উত্তরটার জন্য এদিক-ওদিক হাতড়াতে আরম্ভ করতে হয়। আমিও কি তাই করব? কিংবা আরেকটু পরিষ্কার করে যদি বলি— আমিও কি তাই করেছি?

আমি বরং সেই দিনটার কথা একটু বলি। সু, দিনটা ছিল মেঘলা, চেপে বসা। অমন একটা দিন দেখে কারও-কারও মনে হতে পারে— এমন দিনে তারে বলা যায়। আমার সেরকম কিছু মনে হয়নি। অবশ্য মানুষের 'মনে হওয়া'টা নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার ওপরে। যেমন 'এমন দিনে তারে বলা যায়'— এই কথাটাই ধরো। এমন দিনে তারে বলা যায়— এটা, অর্থাৎ বলা যে যায়, কে বুঝবে? এটা সেই বুঝবে যার বলার মতো কেউ আছে, আর, যার বলার ইচ্ছা আছে। যার বলার মতো কেউ নেই, যার বলার ইচ্ছাও নেই, সে কী করে বুঝবে বলার জন্য ওরকম একটা দিনের তাৎপর্য? মানুষ তো তার নিজ-নিজ অবস্থান থেকেই সবকিছু ভেবে নেয়। আমিও যে কিছু ভাবি, ভেবে নেই— তা-ও আমার নিজস্ব অবস্থান থেকেই। তা, সকালের পর থেকে দিনটা ছিল মেঘলা। চারপাশ ভারী হয়ে চেপে বসেছিল। আমার কাছে সেটা ছিল অনুজ্জ্বল, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে

BanglaBook.org

একটা দিন। কী করব কী করব ভাবতে-ভাবতে আমি এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'থ্রি কমরেডস' বইটা খুলে বসেছিলাম। তুমি জানো, রেমার্ক আমার খুব প্রিয় লেখক। আমার 'লম্বা নাক' বন্ধুরা অবশ্য রেমার্ককে ঠিক পছন্দ করে না। রেমার্ক কী রকম লেখক এই প্রসঙ্গে তারা বলে— 'আছে'। আমি জানি কেন তাদের রেমার্ক পছন্দ নয়। আর আমার কেন রেমার্ককে পছন্দ তা-ও আমি জানি। সব লেখককেই দার্শনিক সুলভ হতে হবে, এভাবে বিষয়টা নির্ধারণ করে দেয়া যায় না। কাহিনীসর্বস্ব লেখকের লেখায়ও অসাধারণ আলোর ছটা থাকতে পারে। আমার 'লম্বা নাক' বন্ধুরা নানা লেখকের কথা বলে। হ্যাঁ, তারা যে বড় লেখক, সে আমি জানি। তবে 'বড়' আর 'প্রিয়'র মধ্যে অধিকাংশ সময়ই পার্থক্য থাকে। রেমার্ক অনেকের চোখে 'বড়' না-ই হতে পারে, কিন্তু সে আমার 'প্রিয়'। আমার মতো আর যারা রেমার্ককে পছন্দ করে, তারা প্রায় সবাই প্রথমেই বলে 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইটার কথা। ওটা খুব ভালো একটা বই, সন্দেহ নেই; তবে আমার বেশি পছন্দ 'থ্রি কমরেডস'। আমার মনে খারাপ হয়ে গেলে, কোনো কারণে আমি বিষণ্ন হয়ে পড়লে যে দুটো বই খুলে বসি তার একটা 'থ্রি কমরেড'।

রেমার্ক কেন আমার প্রিয় লেখক এটা নিয়ে আমি মাঝে-মাঝে ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে— এর পেছনে তার আশ্চর্য সুন্দর লেখা যেমন কাজ করেছে, তেমনি তার জীবন ও জীবনযাপনও কাজ করেছে। কিছু-কিছু জীবন আর জীবনযাপন আছে, তোমাকে টানবেই। আমার ক্ষেত্রে রেমার্কের জীবন আর জীবনযাপন সে রকম। তুমি কি রেমার্কের জীবন সম্পর্কে কিছু জানো? মাত্র ১৮ বছর বয়সে পেছনে সবকিছু ফেলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ এমন একটা ব্যাপার, যোগ দিলে পেছনে সবকিছু ফেলেই যোগ দিতে হয়। রেমার্কও ওভাবেই গিয়েছিলেন। আবার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিলেন একা। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বন্ধু হয়েছিল তার, যুদ্ধ তাদের কাউকে ক্ষমা করেনি। অর্থাৎ যুদ্ধে যেমন গিয়েছিলেন পেছনে সবকিছু ফেলে, তেমনি আবার যুদ্ধ থেকে ফিরেও এসেছিলেন পেছনে সবকিছু ফেলে। যুদ্ধে যাওয়াও খালি হাতে, ফেরাও, কোথাও কোনো প্রাপ্তি নেই। ফিরে এসে রেমার্ক দেখেছিলেন তার ফেলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে এ সময়ের দুস্তর ব্যবধান। কিছুই আর চেনা যায় না, কিছুই আর বোঝা যায় না, কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়ানো যায় না। কোথাও যাওয়ার নেই তার, কোথাও থাকাও হয় না, কী এক ব্যবধান থেকেই যায়। রেমার্কের এই জীবনটার সঙ্গে আমি কি আমার জীবনের কোনো মিল খুঁজে পেয়েছিলাম? তুমি হয়তো হাসছ, ভাবছ, আমি তো যুদ্ধেই যাইনি, সুতরাং ফিরেও আসিনি যুদ্ধ থেকে, রেমার্কের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের তা হলে মিল হবে কী করে! তুমি ঠিকই ভাবছ, কিন্তু আমিও ভুল কিছু বলিনি। যুদ্ধে যাইনি বটে, আবার যুদ্ধে তো গেছিও। কিংবা এভাবে কী বলতে পারি না— যুদ্ধে যাই না যাই, এক যুদ্ধের মধ্যেই আছি। রেমার্ক যে ব্যবধান দেখেছিল, যে-বিচ্ছিন্নতায় আহত হয়েছিল— সেই একই অভিজ্ঞতা কি

BanglaBook.org

এখন আমাদেরও নয়? আচ্ছা, আপাতত ওসব কথা থাক। রেমার্কের জীবনের সঙ্গে আমি আমার জীবনের কোনো মিল খুঁজে পেয়েছিলাম কি না— এটা নিয়েও তোমাকে ভাবতে হবে না। ধরে নাও, এটাও একটা কথার কথা।

রেমার্কের শেষ জীবনটা কিন্তু খুব আকর্ষণীয়। তবে কথা একটা এখানেও, আকর্ষণীয় কিংবা আকর্ষণীয় নয়— এটা নির্ভর করছে কে কীভাবে দেখছে, তার ওপর। আমার কাছে কোনো কিছু আকর্ষণীয়, আরেকজনের কাছে সেটা আকর্ষণীয় নয়— এটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। মাঝে-মাঝে অনেক পয়সা খরচ করে কেউ-কেউ অদ্ভুত বাড়ি বানায়। এমন অদ্ভুত ডিজাইন সে-বাড়ির, এমন বিদঘুটে তার রঙ— দেখলে হাসিও পায় না, দুঃখ হয়— যে লোকের রুচি এত বাজে, তার হাতে এত কেন পয়সা? ওরকম একটা বাড়িতে ধরো, বিনে পয়সায় থাকতে দিল আমাদের— না, আমরা, আমি-তুমি অনেকেই ওরকম একটা বাড়িতে বিনা পয়সায়ও থাকব না। কারণ ওরকম একটা বাড়িতে থাকতে আমাদের লজ্জা লাগবে। কিন্তু তুমি ওই লোকটার কথা ভেবে দেখো, যে ওই বাড়িটা বানিয়েছে। সে কিন্তু তার সব সৌন্দর্যবোধ ওখানে প্রয়োগ করেছে। তার কাছে ওই বাড়িটা এক অসাধারণ সৃষ্টি। তোমার কাছে যেটা হাস্যকর, সেটা তার কাছে প্রায় তাজমহলের মতো কোনো সৌন্দর্য। সে নিশ্চয় মাঝে-মাঝে এরকম ভেবে বিভোর হয় যে, এরকম একটা সুন্দর বাড়ি সে বানিয়েছে, আর, এরকম একটা সুন্দর বাড়িতে সে থাকছে। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা বুঝতে তোমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পৃথিবীর প্রায় সবকিছুই একেকজনের কাছে একেকরকম। রেমার্কের শেষ জীবন আমার কাছে আকর্ষণীয়, কারও কাছে সেটাই ক্লান্তিকর মনে হবে। সে যাই হোক, আমি এখন আমার কথাই বলতে বসেছি। রেমার্কের শেষ জীবন স্বদেশ জার্মানিতে কাটেনি, কেটেছে আমেরিকায়। এটা ব্যাপার নয়, শেষ জীবন অন্য একটা দেশে কাটতেই পারে, ব্যাপার হচ্ছে— কোথাও তিনি শিকড় গজাতে দেননি। নিঃসঙ্গ জীবন তিনি পার করেছেন এক হোটেল থেকে আরেক হোটেলে। তোমার, কিংবা আরও অনেকের এরকম মনেই হতে পারে—এটা আর এমন কী ব্যাপার। কিন্তু আমি যতবারই ভাবি, একটু কেমন এলোমেলো হয়ে যাই ভেতরে-ভেতরে। কোথাও শিকড় ছিল না, কোনো বন্ধন ছিল না, কয়েক পা এগোলেই সোনালি শেকলের টান ছিল না— আহা, অমৃত্যু কী যেন জীবন! সু, এ পর্যন্ত পড়ে তোমার এরকম মনে হতে পারে যে আমি ওরকমই এক জীবন চেয়েছি। তোমার কি সেরকমই মনে হচ্ছে? চেয়েছি কী চাইনি— আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না।

দিনটা ছিল মেঘলা, থমথমে। আমি এরিক মারিয়া রেমার্কের 'থ্রি কমরেডস' খুলে বসেছিলাম। 'থ্রি কমরেডস'— তিন বন্ধুর গল্প। অবক্ষয়, মানসিক মাড়ি ও মরক, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, হতাশা ও গ্লানি এবং নির্জন, নিকষ অন্ধকার ঘরে প্রদীপের আলোর মতো কেঁপে ওঠা একটু আশা, সর্বোপরি একটা প্রেম, বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি—সে এক অদ্ভুত সময়ের গল্প,

BanglaBook.org

সে এক অসাধারণ বন্ধুত্বের গল্প। যতবার আমি 'থ্রি কমরেডস' পড়ি, ততবারই আমার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করে। সু, এর মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে আমার মাঝে-মাঝে মরে যেতে ইচ্ছা করে? নইলে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছার কথা আসবে কেন? কিংবা এমন হতে পারে— এ সময়ের এই জীবনে আমরা একটু-একটু করে মরে যাই, নিজেরা টের পাই না, কিন্তু আমরা একটু-একটু করে মরে যাই। তারপর হঠাৎ টের পাই এই মৃত্যুটা, কোনো ঘটনার মধ্যে, আমি যেমন থ্রি কমরেডস পড়ে টের পাই, তখন বেঁচে উঠতে ইচ্ছা করে। এমন কি হতে পারে? সু, আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না।... জীবনে কত কী যে আছে— বুঝতে পারি না। আর কী আশ্চর্য, বুঝতে পারি না, অথচ সে-জীবনই আমরা যাপন করে যাই, যাপন করে যাই!

আমি রেমার্কের তিন বন্ধুর গল্প পড়েছিলাম, সে-সময় আমার বন্ধুরা এল। ওদিকে রেমার্কের বব, কোস্টার, লেনতেস। এদিকে আমি এবং জনা চার-পাঁচ। না, তুলনা চলে না। সে সময়ের বন্ধুত্বের সঙ্গে এ সময়ের বন্ধুত্বের তুলনা চলে না। একেক সময়ে বন্ধুত্ব অবশ্য একেক রকম হবে, এটাই স্বাভাবিক। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সময় এবং ক্ষেত্র একটা বড় ব্যাপার। যুদ্ধক্ষেত্রের বা বিপর্যস্ত— সময়ের বন্ধুর একরকম, আবার সাধারণ সময়ের বন্ধুত্ব আরেকরকম। অনেকে হয়তো, 'সাধারণ সময়'— আমার এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করবে। কিন্তু আমি এরকমই মনে করি— সাধারণ, আমরা এক সাধারণ সময় অতিবাহিত করছি। এ সময়ে মিথ্যাচার আছে, প্রতারণা আছে, বিশ্বাসঘাতকতা আছে, এ সময়ে হুমকি আছে, দ্বিধা আছে, লজ্জাহীনতা আছে, তীব্র লোভ ও লালসা আছে, আশা ও আশাভঙ্গ আছে— এ সবকিছু মিলেও এ সময় সাধারণ সময়। সাধারণ সময়ের মানুষ আমরা, আমাদের বন্ধুত্বও তাই খুব সাধারণ।

তবে আমি যদি বলি 'আমাদের বন্ধুত্ব সাধারণ' তবে সেটা তুলনা করে বলা হবে। রেমার্কের তিন বন্ধুর বন্ধুত্বের তুলনায় আমাদের বন্ধুত্ব সাধারণ। কিন্তু এ-ও ঠিক, সাধারণ সময়ের বন্ধুত্ব এরকমই হবে, এ নিয়ে গ্লানিবোধের করার কিছুই নেই। সুতরাং এক অর্থে আমিও গ্লানিবোধ করি না। কিন্তু অন্য অর্থে? আচ্ছা, সে-কথায় পরো আসছি। আমার বন্ধুরা এ সময়ের বন্ধু হিসেবে ভালো। শিক্ষিত, সময়ের বিচারে সৎই বলা যায় তাদের, তাদের কারও কারও জীবনবোধও বেশ উচ্চ পর্যায়ের। তবে তাদের যে জীবনবোধের কথা আমি বলছি, আমার প্রায়শই মনে হয় সেটা মেকি, বই পড়ে পাওয়া, বানানো। কারণ সাধারণ সময়ে ওরকম কোনো গভীর জীবনবোধ তৈরি হওয়ার কথা না। সাধারণ সময়ে, আমার ধারণা, দিন যাপনের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই তৈরি হয় না। এমন হতে পারে— গ্লানিবোধ তৈরি হয়, আমাদের জীবন ও গ্লানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তাই কি?

সু, আমার কথা কি খুব বেশি নৈরাশ্যবাদীর মতো শোনাচ্ছে? দেখো, বন্ধুদের আমি শিক্ষিত বললাম, সময়ের হিসেবে সৎ বললাম, জীবনবোধ (মেকি হলেও) সম্পন্ন বললাম। এগুলো নিশ্চয় আমার ইতিবাচক উপলব্ধি। এরপর কি কিছু

BanglaBook.org

নেতিবাচক কথা বলা যেতে পারে না? তবে ওই নেতি আমি যদি পুরোটাই বন্ধুদের ওপর চাপিয়ে দেই, অন্যায় হবে। কারণ এ সময়ের অংশবিশেষ হিসেবে ওই নেতির কিছুটা আমি নিজেও। সুতরাং সব দায় আমি বন্ধুদের ওপর চাপাচ্ছি না, আমি নিজেও কিছুটা নিচ্ছি আমার নিজের কাঁধে। এটাও একটা ইতিবাচক উপলব্ধি, তাই না? যদি তা-ই হয়, আমাকে কেউ নৈরাশ্যবাদী বলতে পারবে না। আমি নিজেও তা কখনও বলি না।

আমি নিজেকে অবশ্য আশাবাদী মনে করি না। যদি বলতাম, কিংবা বিশ্বাস করতাম— খুব গোছানো জীবন হতো আমার। আমার চেহারায় থাকত পরিতৃপ্তির ছাপ, শরীরে কিছু মেদ, আমার চোখ চকচক করত, আমার মুখমণ্ডলে কিছু জ্যোতির আভাস পাওয়া যেত। আমি তখন প্রাণখুলে হা-হা করে হাসতাম। সেই হাসি শুনে সবাই বুঝত, পৃথিবীর কোথাও কোনো সমস্যা নেই। না, ঠিক এতটা হয়তো না— আমার ওই হাসি শুনে মনে হতো— কিছু সমস্যা যদি থেকেও থাকে এদিক-ওদিক, তা অবশ্যই কেটে যাবে। এবং এ-ও তারা ভাবত আমার মতো সুখী ও পরিতৃপ্ত মানুষ খুব কম আছে। কিন্তু এ কারও-কারও ভাবনাই হতে পারে শুধু, এ কখনও সত্য নয়। আমার গোছানো জীবন নয়, আমার চেহারায় পরিতৃপ্তির এবং শরীরে মেদের ছাপ নেই, আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারি না। আমি নিজেই নিজেকে কখনও জিজ্ঞেস করি— ও ভাই, তুমি কি পরাজিত মানুষ? প্রাণখুলে হাসতে পারো না যে!

সু, এক অর্থে আমি পরাজিত মানুষই। আমি তাই নিজেকে উত্তর দেই— হ্যাঁ ভাই, তা তুমি বলতে পারো বটে। আমি পরাজিত মানুষই, জীবনের কোথাও-না-কোথাও পরাজিত। এখানে না হলে ওখানে, ওখানে না হলে এখানে। তারপর নিজের সঙ্গে আমার দীর্ঘ কথোপকথন চলে।

আমি নিজেকে বলি— তুমি যে বলছ জীবনের কোথাও-না-কোথাও তুমি পরাজিত, এ আর নতুন কী! সব মানুষই কোথাও-না-কোথাও পরাজিত। জীবনের কোনো অংশেই পরাজিত নয়, এমন কে আছে, বলো?

আমি নিজেই উত্তর দেই— আমার ব্যাপারটা বোধহয় একদম গতানুগতিক অর্থে বিচার করা উচিত না।

একটু তা হলে খুলেই বলো।

পরাজয় অনেক রকম, তাই না? যেমন ধরো, কেউ বিত্তের কাছে পরাজিত, কেউ মোহের কাছে পরাজিত, কেউ বিপরীত লিঙ্গের কাছে পরাজিত, কেউ...।

তুমি?

আমি কিসের কাছে পরাজিত, জানি না। কিন্তু আমি যে পরাজিত, এটা জানি।

এ কথার কি কোনো অর্থ দাঁড়াল? পরাজিত তুমি, নিজেকে বলছ, কিন্তু তুমি জানো না কোথায় তোমার পরাজয়?

জানি না। আমার পরাজয় ঘটে গেছে আমার অলক্ষ্যে। কোথায় ঘটে গেছে তাই বুঝতে পারি না।

BanglaBook.org

শুধু পরাজয়টা টের পাও, তাই না?

শুধু পরাজয়টা টের পাই।

এ বড় কঠিন ব্যাপার।

গোপনে যা-ঘটে তা সব সময়ই কঠিন। প্রস্তুতি থাকে না কোনো।

হুঁ। বুঝতে পারছি।

গোপন পরাজয়টা টের পেলে মানুষ বড় ভেঙে পড়ে। 'মরিবার হল তার সাধ/বধূ শুয়ে ছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো/প্রেম ছিলো, আশা ছিলো— জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল/কোন্ ভূত/ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?/ অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।'

মন খারাপ হয়ে যায়।

একটা ব্যাপার কি জানো? তুমি আমাকে বুদ্ধিমান মানুষ বলতে পারো।

কেন?

একমাত্র বুদ্ধিমান মানুষই তার পরাজয়টা টের পায়।

পরাজয়টা টের পেলে তাদের ঘুম ভেঙে যায়?

ঘুম কিংবা ঘোর। ঘুম ভাঙে কিংবা ঘোর, অর্থাৎ যার মধ্যে সে থাকে।

তারপর?

জানি না। কিংবা এমনও হতে পারে ঘুম কিংবা ঘোর ভাঙে না তার, বরং তখন সে অনন্ত ঘুমের ভেতর যায় কিংবা আরও ঘোরের ভেতর।

তুমি কী করবে?

কী করব?...জানলে কোনো সমস্যাই থাকত না।

তুমি তা হলে অনেক কিছুই জানো না।

'জানি—তবু জানি/নারী হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি/অর্থ কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়/ আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে;/আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;'।

সু, তোমাকে আগেই করেছি, বলেছি মানে তুমি এ কথা জানোই—আমি নিজে নিজে কথা বলি। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। আমার মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষই কোনো-না কোনো সময় নিজের সঙ্গে কথা বলে। আর, তুমি নিজেই ভেবে দেখো, বিশেষ করে যে মানুষ নিঃসঙ্গ এবং আবার অস্থিরও, সে-মানুষ নিজের সঙ্গে কথা না-বলে যাবেই-বা কোথায়! তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো, মানুষ কেন নিজের সঙ্গে কথা বলে! আমার মনে হয়, এটা হচ্ছে মানুষের কোথাও পৌঁছানোর চেষ্টা। হ্যাঁ, এই চেষ্টাটাই আমি করি, নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি, অনর্গল; কিন্তু আমি কোথাও পৌঁছাতে পারি না। আমার সবই অমীমাংসিত থেকে যায়। আমার বিস্ময় আরও বিপন্ন হয়, আমি ক্লান্ত হই, ...ক্লান্ত হই।

একটু আগে নিজেকে আমি নিঃসঙ্গ মানুষ বলেছি। এটা কি ঠিক কথা? আর কেনই বা আমি নিঃসঙ্গ—আমার বিস্ময় বিপন্ন বলেই কি আমি নিঃসঙ্গ? নাকি

BanglaBook.org

আমি নিঃসঙ্গ বলেই বিপন্ন? জীবনানন্দের ওই চরিত্র তো নিঃসঙ্গ ছিল না, তা হলে? তা হলে কেন এক বিপন্ন বিস্ময় তার অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করল? তা হলে কী ও কথাই ঠিক 'নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি/অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা—'।

সু, তুমি জানো—নারীর হৃদয়, প্রেম, গৃহ, শিশু কিছুই আমার নেই। অর্থাৎ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা আরও দূরের কথা। এসব থাকলে অবশ্য বিস্ময় আরও বিপন্ন হতে পারে, আবার ওসব না থাকলেও পারে। একজন মানুষ সংসারে নিঃসঙ্গ হতে পারে, একজন মানুষ নিজের কাছে একা হতে পারে। আমি দ্বিতীয়টি তো বটেই, প্রথমটাও কিছুটা। কারণ আর সংসার না-থাক, বিশাল এক পরিচিত মহল ছিল।

আচ্ছা, আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি? তোমাকে লিখতে-লিখতে আমার হঠাৎ মনে হলো— ব্যাপারটা বোধ হয় সেরকমই হয়ে যাচ্ছে। ধান ভানতে আমি বোধহয় শিবের শীতই গাইছি। এর চিন্তাটা আমার স্থায়ী হয়নি, লিখতে-লিখতে আমার আবার এরকমও মনে হয়েছে শিবের গীত গেয়ে আমি যদি ধান ভানতে পারি, তা হলে অসুবিধা কী, ধান ভানা—এটাই মূল কথা, তাই না? তা ছাড়া— ধানের সঙ্গে শিবের কোথাও-না-কোথাও সম্পর্ক আছে। পৃথিবীর সবকিছুই কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং ধান ভানতে আমি যদি অন্য গীতও গাই, খুব যে সমস্যা হবে, তা নয়। তোমার শুধু কষ্ট করে বুঝে নিতে হবে কেন আমিও ওই গীত গাইছি। তুমি এটাকে ইনট্রোডাকশন বলতে পারো, ভূমিকা কিংবা ভণিতা।.. লেখার পর দেখছি 'ভণিতা' শব্দটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

সু, আমার বন্ধুরা এল। ওদের সঙ্গে হুইস্কির একটা বড় বোতল। একজন বলল—আজ আমরা মাতাল হব। আরেকজন বলল—'আজ' বলছিস কেন, আমরা তো রোজই মাতাল হই।' এইভাবে কথা আরম্ভ হয়ে গেল এবং আমিও তাতে যোগ দিলাম।

রোজ মাতাল হই মানে! একজন বলল। এটা কি ঠিক কথা?

না, ঠিক কথা না। আরেকজন বলল। আমরা রোজ মাতাল হই না। তবে আমরা রোজ মাতাল হয়ে থাকি।

রোজ মাতাল হই না, কিন্তু রোজ মাতাল হয়ে থাকি। এই তো?

হ্যাঁ। মদ খাই না—খাই, আমরা মাতাল হয়ে যাই।

এ জীবন মাতালের।

অসুবিধা কী! মাতালের চোখে পৃথিবী দেখা ভালো।

আমি একবার এক বারের বাথরুমের দেয়ালে লেখা দেখেছিলাম—'হুইস্কি-ভেজা-চোখে দেখা যাক পৃথিবী এবার'।

ও লেখাটা আমিও দেখেছি, ও লেখাটার নিচে আরও এক লাইন লেখা ছিল, অন্য একজনের—'তারপর পরদিন সকালে সবকিছু সেই আগের মতন'।

এটাই সমস্যা—সবকিছু সেই আগের মতোন।

BanglaBook.org

আমরা সব পুরনোর ওপর শুধু প্রলেপ দিয়ে চলেছি।

হুঁ। প্রলেপের ওপর প্রলেপ। প্রলেপের ওপর প্রলেপ।

কী যে এক জীবন প্রায় পার করে দিলাম!

অর্থহীন, অর্থহীন এক জীবন। অথচ আমরা কতরকম প্রতিযোগিতায় যে ব্যস্ত ! র‍্যাট রেস।

সু, হুইস্কি বোতলের ছিপি খোলার আগে এমন সব কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে গেল—আমরা আজ যেন জীবনকে ছেনে-ছেনে দেখব। কিন্তু কী হলো, জানো? হুইস্কি আমাদের আসল চেহারা বের করে আনল। আমাদের নিজেদের মধ্যেই এক সময় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। নিজেকে জাহির করার এবং অন্যকে ছোট করার প্রতিযোগিতা। এই নিয়ে এক পর্যায়ে আমরা যেন মরিয়া হয়েও উঠলাম। আমার কথা তোমার কাছে হয়তো একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। এই তো একটু আগেই তোমাকে আমার বন্ধুদের সম্পর্কে বলেছি—শিক্ষিত, আন্তরিক এবং এক অর্থে সৎ। তা হলে এখন আমি তাদের দুর্নাম শুরু কতে যাচ্ছি কেন! তুমি যদি ওরকম একটা প্রশ্ন করো আমাকে, আমি উত্তর দিতে পারব না। কী উত্তর দেব, মানুষ যে একই সঙ্গে অনেকরকম। কতরকম তার মুখোশ! কোনোটি সততার, কোনটি মিথ্যাচারের, কোনোটি প্রগাঢ় ভালবাসার, কোনোটি বিশ্বাসঘাতকতার, কোনোটি আন্তরিকতার, কোনোটি নির্মমতার কোনোটি ভালমানুষীর, কোনোটি প্রতারণার। তুমি কোন মানুষকে চিনবে, সু? যে-মানুষ আজ আমার কাছে নির্জনতার মুখোশ পরে এসেছিল, সে হয়তো গতকাল তোমার কাছে উজ্জ্বলতার মুখোশ পরে গিয়েছিল। যে-মানুষ তোমার কাছে থাকার সময় আন্তরিকতার মুখোশ পরে থাকে, সে হয়তো আমার কাছে নির্মতার মুখোশ পরে আসে। মানুষকে বোঝার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সমস্যা— মানুষ একই মুখোশ দু'জায়গায় প্রায় পরেই না। একেক জায়গায় সে একেক মুখোশ পরে। অর্থাৎ একেক মানুষের ভেতরে আসলে অনেক মানুষের বাস। এটুকু হলেও হয়তো চলত, কিন্তু আরও সমস্যা সু, মানুষ অনেক সময়ই একই অবস্থানে থেকে অনেকগুলো মুখোশ ব্যবহার করে। তুমি হলে নিশ্চয় বলতে— জীবন এরকমই।

হুইস্কি খেতে-খেতে শহীদ ওঠে গেল বাথরুমে। জামান মোটা ও গম্ভীর গলায় বলল, ও সবসময় এত লম্বা-লম্বা কথা বলে কেন! ওর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু আছে বলে তো আমার হয় না।

উপস্থিত সবাই খিক-খিক করে হেসে উঠে সায় দিলাম জামানকে। যেন ও লাখ কথার এক কথা বলেছে।

ইলিয়াস বলল, ওর ভাব দেখে মনে হয় পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারে বুঝে বসে আছে। ঠিকই আছে। ভাবটা ঠিকই নিয়েছে ও। বুঝেছে— ভাব ছাড়া কিছুই হবে না।

তাই নাকি! কিন্তু আমার তো মনে হয় ভাব ছেড়ে স্বাভাবিক থাকলেই ওকে কিছুটা বুদ্ধিমান মনে হবে।

BanglaBook.org

সু, এই হচ্ছে আরম্ভ। আড্ডায় আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য কী যে অসাধারণ, যেন আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত নিকটে অনুভব করি, যেন আমরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করি, যেন আমরা বন্ধু গর্বে গর্বিত, যেন আমরা এমনই আন্তরিক পরস্পরের প্রতি যে আমৃত্যু আমরা বিচ্ছিন্ন হব না।

কিন্তু সু, বাথরুমে সবাইকেই যেতে হয়, কোনো-না-কোনো সময়। একজন বাথরুমে যায়, আমরা তার সম্পর্কে বলি। সে ফিরে আসে, আরেকজন যায়, আমরা তার সম্পর্কে বলি। মানুষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই নির্বোধ। যেমন—আমি যখন বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর আরেকজন বাথরুমে গেলেই তার নিন্দা, তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে যাচ্ছে, এবং আমিও তাতে যোগ দিচ্ছি। অথচ আমার বোঝা উচিত, এই একটু আগে আমিও যখন ছিলাম না এখানে, তখন আমাকে নিয়েও এই ব্যাপারগুলো ঘটেছে। কিন্তু আমি সেটা বুঝি না, আমরা সেটা বুঝি না। আমরা তো আসলে অনেক কিছুই বুঝি না। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, না-বোঝারই অপর নাম হচ্ছে মানুষ।

থাক এসব, যে-কথা বলছিলাম। একজন বাথরুমে যায় আর আমরা মুহূর্তের মধ্যে নিন্দা আর হাসাহাসির ঝড় বইয়ে দেই। যেন আমরা তৈরিই ছিলাম, ওই কথাগুলো যেন আমাদের ভেতর সবসময়ই আছে। আর, কতরকম যে মন্তব্য আমাদের—

ছাগলের মুখে দর্শন শুনতে কেমন লাগে বল তো?

ভালোই লাগে। ওটা হচ্ছে 'ব্যা ব্যা' দর্শন।

ওটাকে আমরা 'কাঁঠালপাতা' দর্শনও বলতে পারি।

ওর কী ধারণা, বুঝতে পেরেছিস? কালজয়ী কিছু যেন করে ফেলেছে।

কিংবা—

নিজেকে লেডিকিলার ভাবে বুঝেছিস। লেডিদের চাকর হওয়ার যোগ্যতাও যদি থাকত।

ও ভেতরে-ভেতরে লেডিদের চাকর হওয়ার জন্যও উন্মুখ হয়ে আছে।

কিংবা—

ও কি বোঝে না এত বড়-বড় কথা ওর মুখে একটুও মানায় না।

ও নিজে তো আপাদমস্তক— অসৎ। অন্যের অসততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কেন?

আর কেন, নিজের অসততাটুকু লুকানোর জন্য।

কিংবা—

একটা না দুটো কবিতা ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, আর ও নিজেকে কী ভাবতে শুরু করে দিয়েছে!

তা ছাপা হয়েছে না-হয় ডজন কয়েকই, তাতে কী এমন এসে যায়! ওসব তো যে-কেউ লিখতে পারে।

কবি গুরু ভাবছে নিজেকে। এখনই গলা বেজে নিয়ে কথা বলে।

BanglaBook.org

গোরু গোরু।

সু, আরও আছে। হয়তো নকীব আমাকে নিয়ে এল বারান্দায়— শোনো, তুমি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমিও আমাকে সম্ভবত সে-রকমই মনে করো। তোমাকে একটা কথা বলি।

এই বলে নকীব যা-বলে তা আমি শুনতে চাইনি। নকীব চলে যায়, আরেকজন আসে, সে চলে যায়, তারপর আরেকজন, আবার কখনও আমরা সম্মিলিত আড্ডায় অন্য চেহারায় বেরিয়ে আসি। আমাদের যে-বন্ধুটি মেয়েদের কলেজের মাস্টার, সে তার রগরগে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়। আমাদের চোখ চকচক করে ওঠে। আমরা বলি—

কতজন, কতজনকে পেরেছিস তুই?

সত্যি করে বল দোস্ত— চাপা ছাড়ছিস না তো?

আহারে তোর কপাল, আমি হিংসায় মরে যাই।

আমিও। আছি মরুভূমির মধ্যে।

আমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারিস না দোস্ত?

ধর, আমরা সবাই মিলেমিশে...।

সবচেয়ে ভালো মাল যেটা ছিল, সেটার বিবরণ দে ভাই। সবকিছু বলবি কিন্তু, সবকিছু বলবি। বানাবি না।

বন্ধু বিবরণ দেয়, আমরা বুঝি না সে বানায় কি বানায় না, আমরা অতি উৎসাহের সঙ্গে তার কথা শুনি। ছাত্রী সঙ্গমে লালায়িত আমাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। সু, নারী নিয়ে আমার ভেতর বাড়তি কোনো ধারণা নেই। এই কথা শুনে কেউ-কেউ আমাকে নপুংসক ভেবে বসতে পারে। কিন্তু কেউ নারী কেউ পুরুষ— এই তো আসল ব্যাপার। শূন্য অবস্থান থেকে যদি দেখি, তবে—পুরুষ-নারী মিলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আমি কী বলছি তা একটু খেয়াল করো। আমি কিন্তু বলছি না— স্বামী-স্ত্রী মিলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক; আমি বলছি— নারী-পুরুষ মিলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। নারী পুরুষের মিলন যখন আমার চোখে স্বাভাবিক, তখন আমার শিক্ষক বন্ধু ও তার ছাত্রীর মিলনে আমার কোনো কথা থাকতে পারে না। তা ছাড়া, কোন ছাত্রী তার শিক্ষকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তা কি আমার মাথা ঘামানোর বিষয়? তা হলে কেন আমি এটাকে বিষয় করছি। কারণ তার ছাত্রীদের সঙ্গে এই মিলনগুলো আমার শিক্ষক বন্ধুর দিক থেকে প্রায় প্রতারণা। সে তার ছাত্রীদের লোভ দেখিয়ে, মিথ্যা বলে, কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিলিত হতে বাধ্য করে। লোভে পড়ে কোনো ছাত্রী যদি রাজি হয়, তবে এক অর্থে সেটাও বাধ্য হওয়া। আমার শিক্ষক বন্ধু এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে যে তার শিকারের 'না' বলার সুযোগ বা ক্ষমতা থাকে না। আর এই যে সে ফাঁদে ফেলে তার ছাত্রীদের, বুদ্ধি খাটিয়ে পরিস্থিতি তৈরি করে, এসব আমার শিক্ষক বন্ধু দাঁত কেলিয়ে জানায়ও আমাদের। আহা, যেন কী যোগ্যতার পরিচয়ই না সে

BanglaBook.org

রাখছে! তা সে রাখছে, এবং তা হলে দাঁড়াচ্ছে— আমরা এটা বলতে পারি না যে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যাপারটা ঘটছে। বেশ, তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, ধর্ষণ? কেউ যদি ওটাকে ধর্ষণ না-ও বলতে চায়, আমার শিক্ষক বন্ধুর বর্ণনাকে নিশ্চয় ধর্ষণ বলবে। কী যে জান্তব ওই বর্ণনা সু! ওই সময়ে ছাত্রীর বিশদ বিবরণ দিতেও সে ভোলে না, এমন কী কার কেমন আচরণ ও শিৎকার—তা-ও সবিস্তারে জানায় সে। আরেকটু এগিয়ে কয়েকজন ছাত্রীর নাম-ঠিকানাও সে জানিয়ে দেয়, তৃপ্তি ও গর্বে তার মুখ সে-সময় চকচক করে।

আর আমার সাংবাদিক বন্ধু সু, সে বলে পত্রিকায় নিউজ করে কাউকে কতভাবে ব্ল্যাকমেইল করার কতরকম কৌশল তার জানা আছে। সে কিন্তু বলে না সে ব্ল্যাকমেইল করে, সে বরং বলে ওই চর্চা সে কোনোদিন করেনি, কোনোদিন করবেও না, তবে ব্ল্যাকমেইল করার হরেক কৌশল তার জানা আছে। ঠিক আছে, ধরে নিলাম তার কথাই ঠিক, সে শুধু কৌশল জানে—কৌশল প্রয়োগ করে না। তার এই কথায় কী হলো জানো? দেখা গেল—মানুষকে ঠকানোর, ফাঁকি দেয়ার, প্রতারিত করার কিছু-না-কিছু কৌশল সবারই জানা আছে। এ কেমন কথা বলো? এসব মানুষের জানার কী দরকার? তবে কি ভেতরে-ভেতরে লোক-ঠকানোর একটা চর্চা সবারই আছে? সবাই কি কিছু কৌশল রেখে দেয় ভেতরে, প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বলে? কিংবা, প্রয়োজন থাকুক না-থাকুক, তাও।

সাংবাদিক বন্ধু কিছু কৌশলের কথা জানালে অন্য বন্ধুরাও তাদের মুখের লাগাম (যেহেতু তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের অভিজ্ঞতার ঝুড়ি নেই, সুতরাং মুখের লাগাম) খুলে বসে। একেকজন তাদের বুদ্ধি ও কৌশল অনুযায়ী কত সহজে অন্যকে বোকা বানাতে পারে, ঠকাতে পারে, বিভ্রান্ত করতে পারে, তার বর্ণনা দেয়। তখন সু, কী যে উৎসাহ সবার ভেতরে। যেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজতম এবং জরুরিতম কাজ। আমরা উজ্জ্বল চোখে বলি—

আসলে যে-যা বলুক না কেন, মানুষকে বোকা বানানোর মধ্যে একটা আলাদা চার্ম আছে।

অবশ্যই। কেউ তো বোকা বনতে চায় না, সুতরাং কাউকে বোকা বানাতে পারলে ওটা হয় থ্রিলিং।

একটা কথা বলি—আমি একটা হিসাব করে দেখেছি—আমি যদি স্রেফ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বড়লোক হতে চাই আমার সময় লাগবে বড়জোর এক বছর। মানুষ হচ্ছে ভোদাই। ফাঁদে ফেলার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি খাটানোর দরকার নেই। আমি যদি একটা বই লিখি 'হাউ টু ব্ল্যাকমেইল', ওটা হবে বেস্ট সেলিং।

কাদের বিভ্রান্ত করা সবচেয়ে সহজ, জানো? প্রিয়জনের। কারণ তারা তোমাকে বিশ্বাস করে।

হ্যাঁ, একবার বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারলেই বিভ্রান্ত করাটা সহজ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

সু, ধরা যাক, তুমি আর আমি দুজনই ছিলাম ওই আড্ডায়। আড্ডা ভাঙার পর আমরা দুজন যদি ওইসব নিয়ে আলাপ করতাম (এই যেমন—মানুষকে বাইরে থেকে দেখে কখনও বোঝা সম্ভব না ভেতরে কতরকম কৌশল তার এবং লোক ঠকানোর কিছু-না-কিছু কায়দা-কানুন সবারই জানা আছে, অর্থাৎ ওসব নিয়ে ভাবে সে), তুমি নিশ্চয় একসময় বলতে—জীবন এরকমই!

জীবন যে কী রকম সু, কে জানে!

জানতে ইচ্ছা করে বই কী। খুবই ইচ্ছা করে জানি ও বুঝি—জীবন কী রকম। কিন্তু জানার উপায় না আমি জানি, না জানো তুমি।

মজার ব্যাপার দেখো, মানুষকে বোকা বানানোর কায়দা-কানুনের কথা আমরা যখন বলছি—আমার সাংবাদিক বন্ধু সিগারেট কিনতে বাইরে গেল, আমরা তখন বলাবলি করলাম— শালা বলে কী—ব্ল্যাকমেইল করেনি! হা, আমরা যেন জানি না, রোজ কত কী ছেপে কতজনের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে।

সু, বন্ধুদের আরও অনেক কথা আমি তোমাকে বলতে পারি। সেদিনের আড্ডার কিংবা আগের। কত কথা, কত যে কথা। তবে একেবারে অত কথা বলারই বা কী দরকার! সেটুকু বলার, যেটুকু বারকয়েক বলেছি তোমাকে। আবারও না হয় বলি। দিনটা ছিল মেঘলা, চেপে বসা। আমার মন ভালো ছিল না। মেঘলা, থমথমে, চেপে বসা এই দিনগুলো আমাকে কেমন অস্থির করে তোলে! আমি মন ভালো করার জন্য রেমার্কের 'থ্রি কমরেডস', নিয়ে বসেছিলাম। তিন জনের আশ্চর্য সুন্দর এই বন্ধুত্বের কথা পড়লে আমার মন ভালো হয়ে যায়। আমি 'থ্রি কমরেডস' পড়ছিলাম, তখন আমার বন্ধুরা এল। আমার বন্ধুরা এল, যারা আন্তরিক ও অবিশ্বাসী, এক অর্থে সৎ ও প্রতারক, শিক্ষিত ও গাড়োল, উদার ও ধান্ধাবাজ, প্রাণখোলা ও মিথ্যুক, উদাসীন ও লোভী, যারা বিশ্বাসী ও ভণ্ড, আড্ডাবাজ ও নির্মম, হাসিখুশি ও অসহিষ্ণু এবং এরকম আরও অনেককিছু।

বন্ধুরা এল, আমরা হই-হই ও ফিসফিস করে আড্ডা দিলাম। তারপর এক সময় বন্ধুরা চলেও গেল। তা, যাবে তো বটেই, একসময়-না-একসময় যেতে তো হয়ই। যাওয়ার আগেই সচরাচর যা হয়, সবাই একটু আর্দ্র, আন্তরিক হয়ে ওঠে। আমরা সবাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি এবং গভীর গলায় বলি—হলো না, এ জীবনে কিছুই হলো না।

আচ্ছা, কেউ যদি প্রশ্ন করে, জানতে চায়—কী হওয়ার ছিল জীবনে—তা হলে কী উত্তর দেব?

ওই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারব না, কারণ আমরা জানি না—জীবন কি কিছু হওয়ার জন্য?

নাকি জীবন শুধুই যাপনের জন্য?

যাপন করে ফুরিয়ে ফেলার জন্য?

ফুরিয়ে ফেলার আগে গ্লানিতে-গ্লানিতে পূর্ণ হওয়ার জন্য?

BanglaBook.org

আমরা প্রবল হতাশায় মাথা নাড়লাম—কী আশ্চর্য, কিছুই জানব না, কিছুই জানা হবে না, একদিন টুপ করে মারা যাব।

আমরা 'আমাদের জীবন' পর্ব শেষ করে 'জীবন' নিয়ে গাঢ় গলায় অনেকক্ষণ কথা বললাম। এর রেশ থেকে গেল আমার ভেতর। বন্ধুর বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ নিজেকে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হলো। যেন বন্ধুরা চলে যাওয়ায় এমনটি ঘটল। কিন্তু তার আসলে কোনো কারণ নেই। একা থাকতে, একা সময় পার করতেই আমি বরং বেশি পছন্দ করি। আর, ওই রাতে বন্ধুদের আচরণ আমাকে চাপের মুখেও ফেলেছিল খুব। বন্ধুদের ওই আচরণ নতুন নয়, তবে ওই রাতটা, তোমাকে কি আগে বলেছি, অন্যরকম ছিল। আর, যা বলছিলাম, যদিও ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল নিজেকে, রেশ থেকে গেল শেষ দিককার আলোচনার। আমার একসময় মনে হলো— আচ্ছা, আমরা কি সুখী মানুষ?

মানুষের মনে সবসময় নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোয় না। আমরা 'জীবন'-এর কথা ভেবে নিরাশায় ডুবে যাচ্ছিলাম, তার পরপরই আমরা কি সুখী মানুষ—এই চিন্তা মাথার ভেতর আসার কথা নয়। কিন্তু এল, এবং এক্ষেত্রে ওরকম চিন্তা মাথায় আসার অবশ্য যুক্তিযুক্ত কারণও আছে।

আমার মনে ওই ভাবনাটা এল, তারপর আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম—বলো তো, আমরা কি সুখী মানুষ?

আমি নিজেই আবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম—কেন তোমার এরকম মনে হচ্ছে?

কারণ আমার মনে হচ্ছে ওসব সুখী মানুষের উচ্চারণ।

সুখী মানুষের উচ্চারণ!

হ্যাঁ, পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর ওগুলো।

কারণ?

দুঃখী মানুষের এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করারই অবকাশ নেই।

আমাদের আছে, আমরা আলোচনা করছি, তাই আমরা সুখী মানুষ?

সুখী মানুষ তোমরা, 'দুঃখ' নিয়ে যারা আলাপ করতে পারে তারা সুখী মানুষই।

তাতে কি সমস্যার সমাধান হচ্ছে? আমরা 'জীবন' সম্পর্কে জেনে যাচ্ছি সবকিছু? যে-সমস্যার সমাধান তোমার হাতে নেই, সেটি সম্পর্কে ভাবতে যাওয়াই বিলাসিতা। এটা যদি তেমন সমস্যাই হতো তবে সবাই এটার কথা ভাবছে না কেন? তোমরা ভাবছ, তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অঢেল সময় করে দিয়েছে এসব ভেবে সারা হওয়ার জন্য।

মন্দ বলোনি, এক অর্থে মন্দ বলোনি তুমি।

আবার 'এক অর্থে' কেন?

কারণ ওটাই একমাত্র সত্য কি না , তা আমি এখনও জানি না।

সে যাই হোক, আমার একটাই কথা—দুঃখ বিলাসের পর্যাপ্ত সময় একমাত্র সুখী মানুষেরাই থাকে।

BanglaBook.org

বেশ। তা হলে আর কী—নিজেকে এখন সুখী মানুষে ভাবতে আরম্ভ করে দাও। হাসি-হাসি করে রাখো মুখ।

সু, তাই যদি হতো। যদি আমি হাসি-হাসি করে রাখতে পারতাম মুখ। আমি যে একদম নিরস একটা লোক, তা তো নই। প্রচুর হাসতে পারি আমি, হাসাতেও। ভালো কৌতুক (কিছুটা অশ্লীল হলেও আপত্তি নেই), মানুষের রসবোধ পছন্দ করি। সমস্যা হচ্ছে—আমাকে দেখে কেউ সেটা বুঝতে পারে না। আমাকে দেখে সবাই ভাবে—আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত। সেদিন একজনের রেফারেন্সে এক অফিসে গেছি। ওখানে এক লোক বলল—ভাই, আপনাকে খুব সমস্যাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। অথচ ওই অফিসের কাজটা হয়ে যাওয়ায় আমি ভেতর-ভেতরে তখন বেশ উৎফুল্ল। উৎফুল্ল আমাকে দেখে কেউ সমস্যাগ্রস্ত ভাববে, এর কোনো মানে হয়, বলো?

বন্ধুরা চলে গেল। আমি খেয়ে নিয়ে আবার 'থ্রি কমরেডস' খুলে বসলাম। কিন্তু পড়ায় মন বসল না আমার, আমার মন তখন অন্যরকম খারাপ। আমার ভেতর তখন 'আমরা কি সুখী মানুষ, আমরা কি তবে সুখী মানুষ'—এই প্রশ্নটির গুঞ্জন চলছে। এইভাবে একটু রাতই হয়ে গেল। আমার ঘুম এল না। আমি বেরিয়ে এলাম ছাদে। তুমি তো আমার দুকামরার বাসাটার কথা জানোই। নিচে অফিস একটা, দোতলায় দুটো ঘর এবং অনেক বড় খোলা ছাদ। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা ছাদে এসে বসলাম।

অনেক-অনেক রাত আমি ছাদে বসে নির্ঘুম পার করে দিয়েছি। আমরা ঘুম না-হওয়ার অসুখ আছে, ইনসোমনিয়া। এই অসুখ আরও অনেকের আছে। তারা অনেকে যন্ত্রণায় ছটফট করে, আমি করি না। ঘুম না-আসা একেকটা রাত আমার ভালোই লাগে। আমি চুপচাপ ছাদে বসে জেগে থাকি। জেগে আছি—এই বোধটা অবশ্য কষ্টের, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ প্রায় সবসময়ই ঘুমিয়ে আছে।

'আমরা কি সুখী মানুষ, আমরা কি তবে সুখী মানুষ'—এরকম ভাবতে-ভাবতে আমি ছাদে বসে থাকলাম। রাত একটু একটু করে বেড়ে গেল। এক সময় এমন হলো—চারপাশে কোথাও মানুষের কোনো নিজস্ব শব্দ থাকল না। তখন চারপাশে শুধুই প্রকৃতি। তুমি হয়তো অবাক হচ্ছে—এই ইট-সুরকির শহরে চারপাশে শুধুই প্রকৃতি! কিন্তু আমি মিথ্যা বলছি না। তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারো। রাত যতই গভীর হয়, প্রকৃতি কিন্তু এই শহরকেও একটু একটু করে গ্রাস করে নেয়। আমার সে-দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আছে। সে-রাতেও আমার এই অভিজ্ঞতা হলো।

একটু-একটু করে প্রকৃতি নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করল। একটু-একটু করে বেড়ে গেল বাতাস এবং বাতাসের শব্দ, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল চাঁদের আলো। মনে হলো বাতাস ও চাঁদের আলো তাদের নিজস্ব কোনো খেলায় মত্ত। সে-খেলার মধ্যে গোপনে এক প্রতিযোগিতাও আছে, পরস্পরকে দেখে নেয়ার

BanglaBook.org

প্রতিযোগিতা। সম্ভবত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য আকাশও একটু-একটু বড় হতে লাগল। একটু-একটু করে আকাশ বড় হচ্ছে—এ কথাটাও কি তোমার কাছে অন্যরকম মনে হচ্ছে? সু, এ রকমই ঘটে। গভীর রাতে আকাশ আকাশের মতো বড় হয়ে যায়।

আমি আকাশে দেখলাম অসংখ্য তারা। হয়তো তারাও আজ কোনো প্রতিযোগিতায় আছে। কিংবা শরীরে অসংখ্য নক্ষত্র খচিত না-থাকলে আকাশও সম্ভবত আকাশের মতো হয় না। এইসব দেখতে-দেখতে আমার মাথা নুয়ে এল। না, ক্লান্তি নয়, 'আমরা কি তবে সুখী মানুষ'—এই ভাবনা আসলে আমাকে অস্থির করে তুলছিল। দেখো, এরকম এক ভাবনায় অস্থির হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তবু বারবার ওই কথা মনে হচ্ছিল আমার, মনে হচ্ছিল—ওসব তা হলে দুঃখবিলাস, ওসব তা হলে তৃপ্তির ঢেঁকুর। এরকম ভাবতে-ভাবতে এক সময় আমি নিচু মুখ উপরে তুললাম। তখন, যেন আচমকা এক বিশাল পরিবর্তন আমি টের পেলাম।

আমার মনে হলো চারপাশে আমাদের পরিচিত শহরের কিছুই নেই। প্রকৃতি তার জাদুর শক্তির বলে পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। হু হু করে ছুটে আসছে অনন্তের বাতাস, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদের অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবদিকে। উপরে আকাশ, বিশাল সেই আকাশের গায়ে অজস্র নক্ষত্র ফুটে আছে। আমাদের পরিচিত সব শব্দ মুছে প্রকৃতির নিজস্ব শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ওই সমগ্র দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে আমার বাড়তি মনে হলো। আমি উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করলাম। বোকাবোকা চোখে তাকালাম চারদিকে। তারপর আমার হাসি পেল। আমি হেসে উঠলাম না, কিন্তু আমার হাসি পেল। আমার মনে হলো—আমি সুখ-দুঃখের কথা ভাবছি! হা, সুখ-দুঃখের কথা যে আমি ভাবছি, সে আমিটা কে! হ্যাঁ, কে আমি? আর, আমার চারপাশে কেনই-বা এত আয়োজন! সু, আমার মনে হলো—বিশালের মাঝে এই-যে আমাদের জীবন এবং জীবন নিয়ে এত আয়োজন, এটা কেন? এই 'কেন' আমাকে অস্থির করে তুলল। নিজের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ হলো আমার—কেন আমি জেগে আছি! তারচেয়ে এ রকম যদি হতো— 'কোনো দিন জাগিবে না আর/জাগিবার গাঢ় বেদনার/অবিরাম-অবিরাম ভার/ সহিবে না আর—'।

এই একটু আগে নিজের সঙ্গে সুখী ও দুঃখী মানুষ নিয়ে কথা বলেছি আমি। বলেছি—সুখী মানুষেরই আছে জীবন নিয়ে দুঃখবিলাসের পর্যাপ্ত সময়। এখন আমি নিশ্চিত হলাম, ওই কথা পুরো ঠিক না। কারণ, শুধু যে সুখী মানুষের মনে ওসব প্রশ্ন আসে, তা নয়; যারা জেগে থাকে তাদেরও নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এই জেগে থাকাটা, সেই রাতে সু আমি নতুন করে বুঝেছিলাম, খুব কষ্টের। সু, সে আসলেও এক অদ্ভুত রাত। আমি আমার অবস্থান শনাক্ত করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না আমি কে এবং কেন! আর, আমি কে এবং কেন—

BanglaBook.org

এটাই যদি না-বুঝতে পারি, এত সব আয়োজনের এত সব প্রস্তুতির এতসব পরিকল্পনার কী দরকার! ভাবতে-ভাবতে আবার আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। সু, মানুষ কি বুঝতে পারে সে কে, সে কেন এবং সে কোথায়!

তুমি কি নিয়ে তর্ক করবে আমার সঙ্গে?

ধরা যাক, তুমি বললে— হ্যাঁ, কেন নয়, বুঝতে পারে মানুষ।

আমি বললাম (ধরে নাও)— তা হলে বলো, তুমি কে?

এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে এক মুহূর্তও ভাবতে হবে না, তুমি বলবে—আমি সু! হ্যাঁ, তুমি 'সু' তো বটেই। কিন্তু তুমি 'সু' আমাদের কাছে। তোমার কাছে তুমি কে?

তুমি সম্ভবত এ প্রশ্নে চুপ করে থাকবে। ধরে নেই—তুমি উত্তরটা খুঁজছ।

আমি বলব—এবার বলো তুমি কেন?

সু, আমার ধারণা, তুমি এই প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে না। কারণ আমি যতদূর জানি, এ রকম প্রশ্নের মুখোমুখি তুমি কোনো দিন হওনি। তবে ইচ্ছা করলে ওই প্রশ্নের উত্তরে তুমিও যে দুচারটে কথা বলতে পারো না, এমন নয়। এ রকম বলতে পার তুমি—'আমি কেন?... আমি দিন যাপনের জন্য'। সু, তুমি কি এ রকম বলবে? আচ্ছা, ধরে নিলাম তুমি বললে এ রকম, এরপর আমি যখন জিজ্ঞেস করব—তুমি কোথায়—তখন এর উত্তরে তুমি কী বলবে? আমতা-আমতা করবে? আমতা-আমতা করেই আসলে আমাদের জীবন ফুরিয়ে ফেলি।

যে-কথা বলছিলাম, সু, তুমি যদি ওই রাতটা দেখতে, তুমি বুঝতে—তুমি আসলে কোথাও নেই। তুমি জানো না—তুমি কেন! জানার কথাও নয়, কারণ তুমি এর আগের প্রশ্ন— তুমি কে— এর উত্তর জানো না। তুমি কে— এটা জানলে তবেই না— তুমি কেন— সেটা জানা যায়।

আমার কথাবার্তা কী খুব অসংলগ্ন মনে হচ্ছে? অর্থহীন? আমি কিন্তু শুধু সেই রাতটার কথাই বলছি। এরপর আরও অনেক কিছু বলার আছে আমার। পরে বলব। বলব বলেই আরম্ভ করেছি। তবে আপাতত তুমি ওই রাতটাকেই নির্ধারণ ভেবে বসে থেকো না। আমি জানি, এখন জানি, তখন, ওই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি, ওই রাতটার জন্য আমার দীর্ঘদিনের এক গোপন প্রস্তুতি ছিল। সবকিছুই একটা প্রস্তুতি থাকে। সে-রাতে আমার প্রস্তুতি সম্ভবত পূর্ণ হয়েছিল। আমার ভেতর যা-ছিল ভ্রূণ আকারে, তা হঠাৎ ডালপালা মেলে দিয়েছিল, আমি এক চিরকালের ডাকে উতলা হয়েছিলাম।

চিরকালের ডাকে মানুষ সেই প্রথম থেকেই উতলা হয়ে আসছে। এক গভীর অতৃপ্তি মানুষের সর্বকালের সঙ্গী। তবে যে-মানুষ যখন উতলা হয়, তখন সে ভাবে সমস্যা তার মতো আর কারও নয়। আমারও সে রকমই মনে হলো। তারপর?

সু, তোমার নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে—তারপর, তারপর কী হলো?

সু, তোমাকে বলব সে কথা। তোমাকে বলার জন্যই-না এত আয়োজন।

BanglaBook.org

তুমি কেমন আছ? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে। খুব তো বেশিদিন হয়নি, তবু কেন যেন মনে হয় সেই কতদিন হলো আমি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার বন্ধুদের কথাও খুব মনে হয়। এ রকম কেন হবে, বলো? কেন আমি সবকিছু থেকে চলে আসার পরও সবকিছুর কথা মনে হবে? আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করি, আবার নিজেই উত্তর দেই—এরকমই হবে।

কেন? আমি নিজেই আবার জানতে চাই।

কেন?

হ্যাঁ, বলো—কেন?

কারণ তুমি এখনও যথেষ্ট দূরে যেতে পারোনি।

হ্যাঁ, সু, এটা স্বীকার করি আমি—এখনও যথেষ্ট দূরে যাওয়া হয়নি আমার। তাই ফেলে আসা সবকিছুর কথাই মনে পড়ে যায়। তা হলে সু, আপাতত এই চেষ্টাটাই আমি করে দেখি—দূরে যাওয়ার।

তুমি ভালো থাকবে। আমি আবার লিখব তোমাকে। তুমি আমাকে লিখতে পারবে না। আমাকে কোথায় পাবে, কোন ঠিকানায়, এটা আমি তোমাকে জানাতে পারছি না। কারণ আমি নিজেও জানি না।

BanglaBook.org

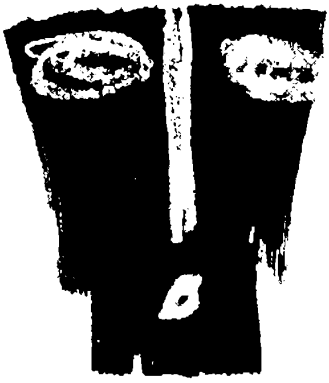

প্রিয় সু,

না, এ কথা কখনও ঠিক নয় যে ওই রাত আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, ওই রাতের একটা বিশাল ভূমিকা ছিল বই কী, আমাকে গৃহত্যাগী করার পেছনে, তবে সে-ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। সে-বিষয়ে বিস্তারিত বলার আগে আমি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। এই একটু আগেই আমি নিজেকে বললাম গৃহত্যাগী। এটা বলা, অর্থাৎ লেখার সময় কোনো খটকা লাগেনি আমার। কিন্তু লেখার পর থেকেই খটকা লাগছে আমার। এই যে আমি নিজেকে গৃহত্যাগী বললাম, এটা কি ঠিক বললাম? ঠিক বললাম না ভুল, তার উত্তর সম্ভবত এক শব্দে অর্থাৎ শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে দেয়া সম্ভব না। ধরা যাক নিজেকে গৃহত্যাগী না-বলে 'গৃহী' বললাম আমি। কিংবা নিজেকে গৃহত্যাগীই বললাম। যাই বলি না কেন, গৃহী বা গৃহত্যাগী, তখন কী এই প্রশ্ন কেউ আমাকে করবে না, কিংবা কেউ না করুক, আমি কি নিজের কাছে জানতে চাইব না—তা, গৃহ বলতে কী বোঝো তুমি?

সু, সত্যিই তো, গৃহ বলতে কী বুঝি আমরা? গৃহ কি শুধুই থাকার একট জায়গা? আমি এখন যেখানে আছি সেটাও তো থাকার জায়গা। তা হলে গৃহ কি নিছকই থাকার জায়গা শুধু নয়, সেটা এমন একটা জায়গা যেখানে মিলেমিশে থাকার পাশাপাশি প্রেম-ভালোবাসা, পারস্পরিক জানাশোনা এবং সমঝোতা আছে? যদি তাই হয় তা হলে কোনো কোনো গৃহ আবার নরক হয়ে ওঠে কেন! মানুষের তা হলে নতুন গৃহই বা কেন হয়! আজ যেটা একজনের গৃহ, কাল সেটা কেন তার গৃহ নয়?

কিংবা ধরো, এক ধাপ এগিয়ে এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা যদি হই—গৃহ বলে সত্যিই কি কিছু আছে? মানুষ একা কিংবা মিলেমিশে কোথাও কোথাও থাকে। থাকে বলেই কি সে ধরে নেয়—এটা তার গৃহ? কেউ কি আসলে নিশ্চিত হলে বলতে পারে এটা তারই গৃহ? এ তো তুমি জানো সু, এ কথা আমরা বহুবার আলোচনা করেছি—মানুষের না-জানার পরিমাণ সীমাহীন। এ কথা ঠিক যে মানুষ কত কী জানে, তাই বলে এ কথা মিথ্যা নয় যে মানুষ অনেক কিছু জানেও না।

BanglaBook.org

যে-মানুষ অনেক কিছু জানে না সে-মানুষ কী করে নিজের গৃহ শনাক্ত করবে! সে যা করে, শুধু ধরে নেয় বা ভেবে নেয়—এই হচ্ছে তার গৃহ। হ্যাঁ, এরকমই মনে হচ্ছে আমার—মানুষ জানে না তার গৃহ কোথায় এবং কোনটি। জীবনভর এই গৃহই খোঁজে সে। মানুষের এটা অবশ্য এমনিতেই একটা মূল কাজ—খোঁজায়ও বিরাম নেই। আমিও হয়তো তেমনি আমার গৃহের খোঁজে বেরিয়ে এসেছি। সুতরাং আমি নিজেকে গৃহত্যাগী বলব না, বলব—আমি বেরিয়ে এসেছি।

যা বলছিলাম—হ্যাঁ, ওই রাতের একটা বিশাল ভূমিকা ছিল, সেটি যদিও যথেষ্ট নয়। আমার বেরিয়ে আসার পেছনে অন্যান্য কী কারণ, সে তোমাকে বলা হয়নি। গত চিঠির শেষদিকে আমি প্রস্তুতির কথা বলেছি, আমার গোপন প্রস্তুতির কথা। ওই রাত যা-করেছিল, তা হলো—আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। আমি পরে নিজেকে প্রশ্ন করেছি—আমি কি তবে এরকম একটা রাতের অপেক্ষায় ছিলাম? আমি কি অপেক্ষায় ছিলাম, কবে এরকম একটা রাত আসবে এবং আমাকে হাত ধরে বের করে নিয়ে যাবে?

এই প্রশ্ন উত্তর দু'ভাবেই হতে পারে। অর্থাৎ 'হ্যাঁ'ও বলতে পারি আমি কিংবা 'না'। এ সময় আমি নিজেই নিজের ওপর ক্ষেপে গেছি—তুমি বড়ো কথা প্যাঁচাও।

কী করব বলো। নিজেকে উত্তর দিয়েছি আমি। আমাদের সবকিছুই যে প্যাঁচানো, একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত বা নির্ভরশীল।

ঠিক আছে। ধরা যাক তুমি 'হ্যাঁ' বললে। বললে— ওরকম অপেক্ষা ছিল তোমার। যদি 'হ্যাঁ' বলি তবে আমার পরবর্তী বক্তব্য হবে এরকম। ধরা যাক, ভেতরে-ভেতরে আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। আমার দরকার ছিল একটা ধাক্কা। যে ধাক্কা সব বন্ধন (খুব যে বন্ধনের কথা বলছি, আমার তেমন বন্ধন আদৌ আছে কি?) মুক্ত করে আমাকে ঠেলে দেবে সামনে। আমি বেরিয়ে পড়তে পারব। আর যদি 'না' বলো তুমি?

অমন একটা রাতের অপেক্ষায় ছিলাম, এটা কী করে বলি, বলো? আমি যে বেরুব একদিন—এটা যে নির্ধারিত হয়েই ছিল। ওই রাতে না বেরিয়ে আমি অন্য রাতে বেরুতে পারতাম, কিংবা কোনো দুপুরে, কোনো সকালে। তবে ওই রাতটাকে যদি একটা ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা আমাকে ঠেলে দিল সামনে, তবে অন্য কথা।

সু, এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আমি যে বের হব—এটা কি আমি জানতাম? নির্দিষ্ট করে গুছিয়ে ব্যাপারটা আমি জানতাম না। কিন্তু অবস্থা যখন এ রকম যে—বের হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই—তখন নিশ্চয় বলা যায়—আমি জানতাম। ভেতরে ভেতরে আমার প্রস্তুতি এত তীব্র ছিল, ক্রমশ এমন তীব্রতর হয়ে উঠেছিল—এই তীব্র হয়ে ওঠাই ছিল আমার জানার শামিল।

তারপর সু, আরও একটি প্রশ্ন আসে। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারো—কীসের প্রস্তুতি আমার ভেতর সম্পন্ন হয়েছিল?

BanglaBook.org

এ প্রশ্নের উত্তর আমি নানাভাবে দিতে পারি। ইচ্ছা করলে হেয়ালি করতে পারি, ইচ্ছা করলে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারি।

ওই চেষ্টায় আমি যাব না সু। আমি সরাসরিই বলি তোমাকে—রহস্যভেদের প্রস্তুতি আমার ভেতরে তীব্র হয়ে উঠেছিল।

বুঝলে তুমি? নাকি আমার এই সরাসরি বলাও তোমার কাছে আরেক রহস্য হয়ে উঠল? উঠতে পারে। কিসের রহস্য, তাই না? তুদি যদি জানতে চাও 'কিসের রহস্য', আমি কিন্তু গুছিয়ে তোমাকে উত্তর দিতে পারব না। প্রকৃতির ভেতর কিছু রহস্য আছে। আমাদের জন্ম এক রহস্য, আমাদের মৃত্যু এক রহস্য। অবশ্য তুমি যদি মানুষকে নিছকই এক উদ্ভিদ হিসেবে বিবেচনা করো, তা হলে মানুষের মৃত্যু-রহস্য আর থাকে না। তবে জন্ম রহস্য সম্ভবত থেকেই যায়। বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন— এই পৃথিবী কী করে হলো, প্রথম অবস্থায় কী রকম ছিল এটা। তারপর ক্রমশ কী রূপ নিল, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। তারপর পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পরিবেশ তৈরি হলো, প্রাণ এল পৃথিবীতে এবং এক সময় মানুষও। ব্যাস, কেচ্ছা কি ফুরিয়ে গেল?

এই সমগ্র পৃথিবী কী অদ্ভুত এক শৃঙ্খলে বাঁধা, তা কি তুমি কখনও খেয়াল করেছ? প্রকৃতির একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার কী নিবিড় সম্পর্ক, তা কি তোমার নজরে পড়েছে? প্রকৃতির চেয়ে বড় রহস্য এবং একই সঙ্গে বড় বিজ্ঞানী আর কি কেউ বা কিছু আছে! প্রকৃতিই আসলেই এক অপার রহস্য। আমরা অবশ্য আর একটু পিছিয়ে শুরু করতে পারি। পৃথিবী কী করে সৃষ্টি হলো তা আমরা আমাদের মতো করে জেনেছি "আমাদের মতো করে জানা'— এই অংশে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীলতার গন্ধ খুঁজে পেতে পারে। বলতে পারে—ওভাবে বললে একটা বিদ্রূপের সুর লক্ষ করা যায়, কারণ এসব তো আমরা আমাদের বিজ্ঞানের মাধ্যমে জেনেছি। হ্যাঁ, এটাই কথা—আমাদের বিজ্ঞানের মাধ্যমে জেনেছি, অর্থাৎ আমাদের মতো করে জেনেছি। আমরা জেনেছি আমাদের পৃথিবীর জন্মের কথা। কিন্তু এর আগে? এবং এই যে এত গ্রহ, এত নক্ষত্র, এত নীহারিকা—কত শত-শত কোটি মাইল দূরে এ গুলোর একটি থেকে আরেকটি অবস্থান—এসবে সৃষ্টি হলো কীভাবে? মহাশূন্য নাকি কেবলই বিস্তৃত হচ্ছে, কেন? কোথায় গিয়ে এই বিস্তৃতি থামবে? আচ্ছা, বিস্তৃতির কথা না-হয় পরে আসুক, আগে আসুক উৎসের কথা। আমি কি উৎসের সন্ধান কোনোদিনও পাব সু? মানুষ কি তার উৎস সন্ধান করার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে?

এসব প্রশ্ন সেই শৈশবে ভিড় করেছিল, আজও তা আমাকে ছেড়ে যায়নি। ওসব কথা ভাবতে গেলে, এই বিশ্ব চরাচরের বিশালত্বের কথা যখন মনে হয় এবং আমাদের অপরিমেয় অজ্ঞানতার কথা—আমি বিহ্বল এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। এই মহাবিশ্ব কত বিশাল তা আমরা আমাদের ধারণায় আনতে পারি না, এবং তার উৎস বা আদি কোথায় তার আমরা কিছুই জানি না। তুমি একবার ভেবে

BanglaBook.org

দেখো—একটা আরম্ভ তো থাকতে হবে, নাকি? কিন্তু সেই আরম্ভের আগে কী ছিল? শূন্যতা? মেনে নিলাম—শূন্যতাই ছিল। সেই শূন্যতা তৈরি হয়েছিল কীভাবে? একি কারও মাধ্যমে তৈরি? নাকি প্রকৃতি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ! নিজের ভেতরে নিজেই তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে? সমস্যা কী জানো সু, যত যা-ই বলি না কেন, সমাধান কিন্তু পাওয়া যায় না। সু, তুমি দেখো, মানুষের উৎস-যাত্রা আসলে অন্তহীন। মানুষ সম্ভবত কখনো সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং কিছু কিছু উপদেশ, নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের জন্য উৎসকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেসব মানুষ বড় শান্তিতে আছে।

তুমি জানো সু, তোমার সঙ্গে আমার আগেও কথা হয়েছে—বিশ্ব চরাচরের এই রহস্য আমাকে সবসময়ই টেনেছে। পাশাপাশি আমি এ-ও বলি— এই কৌতূহল হচ্ছে স্কুল স্ট্যান্ডার্ড কৌতূহল। স্কুলের পর এই কৌতূহল আর থাকা উচিত নয়। কেন বলি, জানো? বলি, কারণ ওই কৌতূহল মানুষকে কোথাও পৌঁছিয়ে দেবে না। ওটা হচ্ছে চিরকালের অমীমাংসিত এক রহস্য। সুতরাং ওই রহস্য নিয়ে স্কুল পর্যন্তই মাতামাতি করা যায়, তারপর তো ক্লান্তি আসে, তাই না?

এরকম বলছি বটে— কৌতূহল কিন্তু ফুরোয় না। কৌতূহল এখনো আমার ঢের আছে। তবে, ওই কথা, আমি এ রকম একটা সিদ্ধান্ত বহু আগেই পৌঁছেছি যে—ওই রহস্য আমাদের বোধের অগম্য। যদি এ-কথা আমি অস্বীকারই করি, তুমি ধরেই নিতে পারো ওই রহস্য ভেদ করার জন্য আমি বাড়ি থেকে বের হইনি। তা হলে কোন রহস্যের কথা আমি বলছি?

এই যে, আমাদের পৃথিবী কেন্দ্রিক প্রকৃতি, রহস্য কিন্তু এখানেও অনেক। সে-কথা কিছু আগে বলেছি তোমাকে। অদ্ভুত এক শৃঙ্খলা আছে এই প্রকৃতির ভেতর। একটি সূর্য এখানে অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। খাদ্য-শৃঙ্খলার কথাই ভেবে দেখো। আমরা একে অন্যকে খেয়ে বেঁচে আছি। এই কাজটি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে বসবে। আবার প্রকৃতির শৃঙ্খলা যদি তুমি বিচার করো, সেখানেও কিন্তু একই কথা। নদ-নদী, সমুদ্র, সমুদ্রস্রোত, পর্বত, গাছপালা- এর একটায় সমস্যা দেখা দিলে আমাদের আবহাওয়া এবং জীবনযাপনই অন্যরকম হয়ে পড়বে। আমরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করি না, কিন্তু এই প্রকৃতির অদৃশ্য এক সুতোয় বাঁধা।

কিন্তু সু, এই রহস্যও আমাকে ঘরছাড়া করেনি। জীবনে রহস্য কি কম? সে যে কে, মানুষ তো একটাই বুঝতে পারে না। বুঝতে না-পেরেও কী নির্বিকার সে তার জীবন পার করে দেয়। সে কেন, এটাও কি মানুষ বুঝতে পারে? পারে না- সে কেন- এই উত্তর তার জানা নেই। তারপরও মানুষ যদি জানতে চায়— সে কোথায়! ধরা যাক, একজন জানতে চাইলে আরেকজনের কাছে, দ্বিতীয়জন তখন ক্লান্ত গলায় বলল— I am in the middle of no where, এটা কি যথাযথ উত্তর হবে? কিংবা এর আগে, তুমি কে- এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি বলে থাকে— I and

BanglaBook.org

my circumstances— I am তবে কি সেটাকে আমরা গ্রহণ করব? এই যে দুই উত্তর, এর দুটো হচ্ছে মানুষের সামাজিক অবস্থানের উত্তর। কিন্তু তার প্রাকৃতিক অবস্থানগত উত্তর আমরা কোথায় পাই?

সত্যি কথা বলতে কি সু, এই প্রশ্নগুলোর প্রাকৃতিক অবস্থানগত উত্তর তেমন একটা জরুরি নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে চিরন্তন প্রশ্ন। মানুষ এসব প্রশ্নের মুখোমুখি মাঝে-মাঝেই হবে, আমি যেমন সে-রাতে হয়েছিলাম। মানুষ উত্তর খুঁজবে, একজন কোনো একটা উত্তর বেছে নেবে, আরেকজন সন্তুষ্ট হবে না বলে নেবে না, একজনের উত্তর আরেকজনের পছন্দ না— এভাবেই চলবে। এভাবেই অনাদিকাল থেকে চলে এসেছে চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর না-পেলে মানুষের জীবন থেমে যায় না। থমকে যায় মাঝে-মাঝে, তুমি তো বুঝতেই পারছে— এই আমরা ধরেই নিয়েছি ওসব আমাদের বোধের অগম্য।

এ গেল এক অংশ। কিন্তু এই একই প্রশ্ন যখন সামাজিক প্রেক্ষাপটে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন কী তার উত্তরে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে? কিংবা আমাদের রোজকার জীবনে যে-রহস্য, তা কী আমাদের বোধের গম্য?

তুমি তো মাহমুদকে চেনো। মাহমুদের একটা গল্প বলি। শর্ত হচ্ছে এরপর তুমি ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিতে পারবে না। মাহমুদের শারীরিক সম্পর্ক ছিল ওর খালার সঙ্গে। ওর আপন খালার সঙ্গে, ওর চেয়ে বয়সে দু'বছরের বড়। ওই খালার বিয়ে হলো মাহমুদদের বাসা থেকে। মাহমুদ আমাকে বলেছে যে-রাতে ওর খালার গায়ে হলুদ হলো, সে রাতে ওরা দু'বার মিলিত হয়েছে। তারপর পরদিন খালার বিয়ে হয়ে গেল। এখন ওই মহিলার চমৎকার সম্পর্ক স্বামীর সঙ্গে। মাহমুদের সঙ্গেও ওর খালুর খুব ভাব। একে অন্যকে খুবই পছন্দ করে। আমরা যদি মাহমুদ আর ওর খালাকে সামাজিক সব বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারি, তবে ওদের দুজনের মিলন নিয়ে আমাদের কিছু বলার থাকতে পারে না। খালা তো একটা সামাজিক পরিচিতি, তাই না? এটা না থাকলে ওরা কেবল নারী আর পুরুষ। আমি আগের চিঠিতে বলেছি, শূন্য অবস্থান থেকে বিচার করলে এই নারী আর পুরুষ মিলিত হতেই পারে। এমন হতে পারে, আমার এই বক্তব্য অনেকের কাছে যথেষ্ট আধুনিক মনে হলো না, বরং মনে হলো পিউরিটান। ঠিক আছে, তা হলে ধরে নিলাম গোপনে খালার সঙ্গে ওই সম্পর্ক হতেই পারে। আমার সমস্যাও কিন্তু এখন এখানে নয়।

মাহমুদের সঙ্গে ওর খালার সম্পর্ক ছিল, এটা সত্য। মাহমুদের খালা এখন তার স্বামীর সঙ্গে দিব্যি আছে, এটা সত্য। মাহমুদের খালু তার স্ত্রীর সঙ্গে মাহমুদের সম্পর্ক কিছুই আঁচ করতে পারেনি, এটাও সত্য। সব সত্যের পেছনে হয়তো আছে একটা করে মিথ্যা। মাহমুদ ও ওর খালা দুজনের কাছে কিংবা অন্তত একজনের কাছে পুরনো সম্পর্কটা এখন মিথ্যা হয়ে গেছে। এমন হতে পারে- মাহমুদের খালু কিছুই আঁচ করতে পারেননি, এটাও মিথ্যা। তিনি হয়তো

BanglaBook.org

আঁচ করেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিয়ে না-জানার ভান করে চলেছেন। আবার মাহমুদের খালা-খালুর সম্পর্ক দারুণ, এটাও হয়তো মিথ্যা। অর্থাৎ এখানে সত্য-মিথ্যা এমন মিলেমিশে আছে, আমরা একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করতে পারছি না।

যে মহিলা তার গায়ে হলুদের রাতে তার বোনের ছেলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, বিয়ের পর সে-মহিলার সংসার হয়ে উঠতে পারে আনন্দ-উজ্জ্বল— তুমি ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখো। এখানে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা— তুমি চিহ্নিত করবে কী করে! আমাদের জীবনের অনেক মিথ্যাই সত্যর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, আবার অনেক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় মিথ্যার ওপর। কিন্তু আমাকে যদি ওই ঘটনার ভেতর থেকে সত্যকে বের করতে বলা হয়, একক সত্য হিসেবে আমি কোনটিকে বের করব? তুমি কোনটিকে করবে?

শরীর নিয়ে, শরীরের সম্পর্ক নিয়ে আমার তেমন কোনো সংস্কার নেই। বরং আমি এরকমই বলি যে যৌনতার ক্ষেত্রে প্রায় সবকিছুই সম্ভব। কিংবা 'প্রায় সবকিছু' না বলে, 'সবকিছুই সম্ভব'ও বলা যায়। অথচ এই যৌনতার ক্ষেত্রেই আমি এতসব ঘটনার কথা জানি, আমাদের হিসাব-নিকাশ তখন অন্যরকম মনে হয়। শুধু যে যৌনতা, যৌন সম্পর্কে রকমফের আমার হিসাব উল্টে দেয়, তা কিন্তু নয়; বরং ওই সম্পর্কের সঙ্গে মিলেমিশে অন্যান্য যে ব্যাপার থাকে, তা আমাকে বিচলিত করে। ধরা যাক একটি খুবই অসম, অগ্রহণযোগ্য যৌন সম্পর্ক— কেউই তা জানে না। কিন্তু যে দুজন জড়িত, তারা জানে। অথচ তারা নিজ নিজ পরিবেশে অন্যান্যের সঙ্গে কী স্বাভাবিক জীবনই-না যাপন করছে। আমি বলতে চাচ্ছি সু— আমাদের জীবন-যাপনের মধ্যে সত্যি-মিথ্যা কত সহজেই-না একাকার হয়ে যাচ্ছে।

শুধু যৌনতা-যৌনতা করলে তোমার মনে হতে পারে ওটাই বুঝি মাথা খেয়েছে আমার। আমি বরং আমার চাচা লিয়াকত হোসেনের কথা বলি। তুমি তাকে চেনো। অতি অমায়িক একজন ভদ্রলোক, এক অক্ত নামাজ কাজা করেন না, কাউকে ধমকের সুরে কথা বলেন না, হজে যাওয়ার জন্য টাকা জমাচ্ছেন। একটা অফিসে তিনি মাঝারি মানের চাকরি করতেন। সে অফিসে তিনি তহবিল তসরুফ জাতীয় ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন। অফিসের ক্যাশ থেকে টাকা সরিয়েছিল আমাদের বন্ধু বিনয়, তুমি তার কথা জানো, আমার চাচার কথা জানো না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে অফিস চাচাকে সাসপেন্ড করল, মামলা হলো। চাচার পরিবারের লোকজন অবশ্য চাচাকে অপরাধী মনে করল না। আমি দেখেছি, চাচা চোখ মুছতে-মুছতে ছেলে-মেয়েদের বলতেন, বাবারা, তোমরা কি আমাকে চোর মনে করো? ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বলে উঠত, না আব্বা, না। তুমি ও ধরনের কাজ কখনো করতে পারো না। চাচি আমাকে বলতেন, তুমি দেখো বাবা, সততার এই কী পুরস্কার! ফেরেশতার মতো একটা লোক...।

BanglaBook.org

আমার চাচা এক দুর্বল মুহূর্তে আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন— ঘটনার দায়-দায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়। তার বলার ধরন দেখে আমি বুঝে নিয়েছিলাম— তিনি সরাসরি ওই ঘটনায় জড়িত। তার অফিসের অন্যান্য বিভাগের কর্মী এবং তার পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে আমি দেখেছিলাম দ্বিধা। তাদের বক্তব্য কিছুটা এ রকম— 'তিনিই তো ওই ডিপার্টমেন্টের প্রধান... সব সময়তো মুখ দেখে মানুষ বোঝা যায় না'; আবার 'তার মতো একজন পরহেজগার লোক, না ভাই, বিশ্বাস হয় না।'

সু, এখানেও কিন্তু সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ। চাচার পরিবারের ব্যাপারটা দেখো। তারা একটা মিথ্যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে আছে। একই ঘটনায় তাদের কাছে সত্য একরকম, আমাদের কাছে আরেকরকম। তুমি নিশ্চয় বলবে, থাক, চাচার ছেলেমেয়েদের সত্য ঘটনা জানানোর দরকার নেই। ওদের সুখ নষ্ট হয়ে যাবে, ওরা কষ্ট পাবে। ঠিক আছে, জানালাম না আমরা। না-জানালে কী হচ্ছে? চাচার পরিবারের লোকজনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে— একটা চরম মিথ্যাকে পরম সত্য বলে ধারণ করে আছে।

এ রকম কত ঘটনাই-না আমাদের সমাজে, আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অহরহ ঘটছে। আমরা সেসব মেনে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জীবনযাপন করে যাচ্ছি। সে অনুযায়ী আমি যদি বলি— সত্য নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর তা হলে কি ভুল বলা হবে? আমি নিজের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি। আমি নিজের কাছে জানতে চেয়েছি, সত্য কি তবে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ণিত হয়?

আমি নিজেই আবার বলেছি, ব্যাপারটা তো সেরকমই মনে হচ্ছে।

তুমি চাচার পরিবারের লোকজনের কথাই ভাবো।

ভেবেছি

পরিস্থিতি অনুযায়ী মিথ্যাটাই ওদের কাছে সত্য।

আবার পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সত্য আমাদের কাছে অন্য একটা।

হ্যাঁ, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সত্য একেকরকম হয়ে যাচ্ছে।

কিংবা এভাবেও বলা যায়— একেকজন তার অবস্থান থেকে সত্যকে চিহ্নিত করছে।

এটাও হতে পারে।

আমি এখানে দাঁড়ালে সত্য একরকম, ওখানে দাঁড়ালে সত্য আরেকরকম। আমি জেনেশুনে দেখলে সত্য একরকম, না-জেনেশুনে দেখলে সত্য আরেকরকম। আমি এখানে থাকলে সত্য একরকম, ওখানে সত্য আরেকরকম। তাই কি?

হ্যাঁ, হতেই পারে।

সত্যর তা হলে নিজস্ব কোনো চেহারা নেই।

বুঝতে পারছি। কিন্তু বড় নির্মম কথা। মেনে নিতে কষ্ট হয়।

BanglaBook.org

তুমি চাচার পরিবারের লোকজনের কথা ভাবো, ওদের কাছে মিথ্যাটাই সত্য।

হুঁ।

তুমি মাহমুদের খালুর কথা ভেবে দেখো। তিনি মাঝে-মাঝে বলেন, খালা তার জীবনটা আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন।

এটা কিন্তু সত্য হতেই পারে।

খালা আরেকজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন...।

তাতে কি খালার জন্য খালুর জীবনটা আনন্দে ভরিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা হয়?

আচ্ছা, তা হয় না, ধরে নিলাম। কিন্তু খালু তার এত আনন্দের মাঝে আরেকটা সত্য সম্পর্কে কিছুই জানছেন না- এটা তো ঠিক।

ঠিক। জানলে ওই কথা তিনি নিশ্চয়ই বলতেন না।

বলতেন না। একটু আগেই বলা হয়েছে— জানলে সত্য একরকম,না-জানলে আরেক রকম।

হুঁ, এটা তো মেনেই নিয়েছি আমি। সত্যটা আসলে যে-যার অবস্থান থেকে ধরে নেয়। তুমি চাচার কথা যদি ধরো— একমাত্র সত্য কিন্তু এই যে তিনি অফিসের টাকা সরিয়েছেন।

এটা যদি একমাত্র সত্য হয় তবে চাচার পরিবারের লোকজন যে-সত্যটা ধরে আছে, সেটা কোন সত্য?

ওটা হচ্ছে ধরে নেয়া সত্য।

এই সত্য যে কোনো সময় মিথ্যা হয়ে যেতে পারে?

পারে। সত্য সম্পর্কে আমাদের কিছু পূর্ব নির্ধারিত ধারণা থাকে। সেগুলো যদি বদলে যায়, কিংবা পরিস্থিতি যদি বদলে যায়—তবে সত্যও বদলে যায়।

আবার এমনও হয় যে অনেক সত্য আমরা প্রকাশ করি না।

যেমন চাচা আসল সত্যটা তার পরিবারের কাছে প্রকাশ করছে না?

হ্যাঁ। এ রকম কিছু কিছু সত্য, যেসব সত্য প্রকাশ করলে সামাজিক হিসাব মতো আমাদের ধারণা—অশান্তি আরম্ভ হবে। অমুক প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। তমুকের সংসারটা ভেঙে যাবে। তখন আমরা কী করি—সত্যটা চেপে যাই।

এরকম অহরহই করছি আমরা।

অর্থাৎ সত্য লুকোচ্ছি কিংবা মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিচ্ছি।

সু, 'মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিচ্ছি' এই কথাটার পর তুমি কী বলতে, তা আমি জানি। তুমি বলতে—জীবন এরকমই। জীবন এরকমই—এ কথাটার বিস্ময় আছে। কিন্তু বিস্ময়ের চেয়ে বেশি কী আছে তা কি তুমি কখনো ভেবে দেখেছ? এখানে ঢের বেশি আছে সবকিছু মেনে নেয়ার ইঙ্গিত। আমরা আসলে মেনেই নেই। প্রতিমূহূর্তেই সবকিছু মেনে নেয়ার ইঙ্গিত। আমরা আসলে মেনেই নেই। প্রতিমুহূর্তেই সবকিছু মেনে নেই আমরা এবং সে-জন্যই ওই কথা—জীবন এ

BanglaBook.org

রকমই। তুমি আবার ভেবে বোসো না একদম তোমাকে উল্লেখ করে আমি এই কথাগুলো বলছি। এ কথা সব মানুষের জন্য। আমার নিজের জন্যও। আমার এমন ক্ষমতা নেই প্রবল পরাক্রমে সবকিছু অস্বীকার করব। আমারও এই মেনে নেয়া আর মানিয়ে নেয়ার জীবন। এই জীবনে আমার না-পারার অংশটুকুই বেশি, যেটুকু আমি পারি সেটুকু হচ্ছে— নীরবে অস্বীকার করা। সরবে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই, সুতরাং নীরবে অস্বীকার করা। এই যেমন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম আমি।

বেরিয়ে এসেছি, এটা আমি বলছি বটে, আমার আবার এ রকমও মনে হচ্ছে- আমি কি সত্যিই বেরিয়ে এসেছি। সু, এই ব্যাপারটা নিয়েও আমি নিজের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি নিজেকে বলেছি— আচ্ছা, আমি বেরিয়ে পড়েছি, এটা কি ঠিক?

কেন ঠিক নয়?

আমি ভাবছি আমি বেড়িয়েছি। ব্যাপারটা কি সত্যিসত্যিই ঘটেছে?

তুমি শুধু যে ভাবছ— বেরিয়েছ, তা নয়। এ শুধু তোমার ভাবনায় সীমাবদ্ধ নয়, তুমি সত্যিসত্যিই বেরিয়েছে।

বের হওয়া কি এতই সহজ?

তা অবশ্য নয়।

কারণ তুমি একা-একা বের হতে পার না। তোমার হয়তো মনে হবে তুমি একাই বেরিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়।

হ্যাঁ, বেরিয়ে কোথাও যেতে নিলে তোমার সঙ্গে তোমার এতদিনকার সংস্কারও যাবে।

ঠিক। তোমার এতদিনকার বিশ্বাস তোমার সঙ্গী হবে।

তোমার মূল্যবোধ তোমার পিছু নেবে।

তুমি একসময় টের পাবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিও তুমি ফেলে আসতে পারোনি।

তা হলে?

তা হলে সেটা আর একা বেরিয়ে আসা হলো না। তোমার এতদিনকার পরিপার্শ্ব তোমার সঙ্গেই আছে।

আছে। বোঝা।

অর্থাৎ তুমি বোঝা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছ।

ওই বোঝায় আছে তোমার এতদিনকার সবকিছুর মিশেল। যা তোমাকে কখনও শুধু 'তুমি' হতে দিচ্ছে না।

সু, সুতরাং আমি যদি বলি আমার বের হওয়া হয়নি, খুব একটা ভুল হবে না। এখন আমার যা করতে হবে তা হলো—এসব একটু-একটু করে ঝেড়ে ফেলতে হবে। কতটুকু পারব, সে আমি এখনো জানি না। এটুকু জানি—ঝেড়ে ফেলতে না-পারলে আমার এই বেরিয়ে আসা অর্থহীন ঘটনায় পর্যবসিত হবে।

BanglaBook.org

আমি সেটা চাই না। আমি দূরে যেতে-যেতে সবকিছু ঝেড়ে ফেলব, এতটাই দূরে যাব—যেখান থেকে আমি তোমাদের আর স্পর্শ করতেও পারব না। অতটা দূরে যেতে পারলে আমার মনে হবে, হ্যাঁ, বেরিয়েছি আমি, আর পৌঁছিয়েছি।

না, পৌঁছিয়েছি—এটা হয়তো আমার মনে হবে না। পৌঁছানোর কথা ভিন্ন। পৌঁছানোর কথা আরও পরে। তার আগে প্রয়োজন দূরে, আরও দূরে যাওয়া। সু, তোমার হয়তো মনে হবে কেন আমি অতদূরে যেতে চাই। হ্যাঁ, এ কথাও আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি—হ্যাঁ, কেন তুমি অত দূরে যেতে চাও?

আমি নিজেই বলেছি—আমি ওই বোঝাটা আমার ঘাড় থেকে নামাতে চাই।

কোন বোঝা, যেটা তুমি বের হওয়ার সময় নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছ?

হ্যাঁ, ওটা সঙ্গে যদি থেকেই যায়, তবে আমার বের হাওয়াটা হবে অর্থহীন।

বোঝা নামানোর জন্য দূরে যেতে চাও তুমি?

আমি দূরে যেতে চাই বিযুক্ত হওয়ার জন্য, বিযুক্ত হতে পারলেই বোঝা আর থাকবে না।

বোঝা থাকবে না মানে এতদিনকার বিভিন্ন বন্ধনের কোনোটাই থাকবে না আর?

হ্যাঁ, নিজেকে সবকটা বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনাটা জরুরি।

তা জানি, বন্ধন কোথাও পৌঁছাতে দেয় না।

কিন্তু কোথাও তুমি পৌঁছাতে চাও?

হলফ করে যদি বলি— আমি এখনো ঠিক-ঠিক জানি না।

তা হলে?

ওই-যে কথা, দূরে যেতে-যেতে এক সময় পৌঁছে যাব আমি।

কোথায় পৌঁছাতে চাও, সেটা না-জেনেই পৌঁছে যাবে?

দূরে যেতে-যেতে ততদিনে জেনে যাব আমি।

বেশ।

আসলে মানুষকে কোথাও না-কোথাও তো পৌঁছাতেই হয়।

পৌঁছাতেই হয়?

হ্যাঁ, পৌঁছানো বা পৌঁছানোর চেষ্টাই হচ্ছে মানুষর অপর নাম।

সু, সত্যি কথা বলতে কী, আমি জানি আমি কোথায় পৌঁছাতে চাই। যদি এমন হতো, এখন তুমি আমার সামনে, তুমি নিশ্চয় অবাক গলায় বলতে- তুমি জানো তুমি কোথায় পৌঁছাতে চাও?

আমি বলতাম—জানি।

তা হলে যে এতক্ষণ নিজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলছিলে— তুমি জানো না, দূরে যেতে-যেতে জানবে?

ওসব আসলে কথার কথা। আমি জানি, আমি কোথায় পৌঁছাতে চাই, পথটা দূরের এটাও জানি।

BanglaBook.org

সব জেনে বসে আছো?

উহুঁ, এতটা কিন্তু ঠিক না। সব জেনে কেউ বসে থাকে না। আর যে বসে থাকে তার জানাও হয় না। জানার জন্যই কিন্তু বের হওয়া। পৌঁছাতে না পারলে কোনো দিনই জানা হবে না।

পারবে পৌঁছাতে?

মানুষের একটা মৌলিক প্রবণতা—সে কখনই হাল ছেড়ে দেয় না।

তা অবশ্য ঠিক। এতটা পথ আসার পেছনে তার এই মৌলিক প্রবণতা বহুলাংশে কাজ করেছে।... তা, বলবে আমাকে তুমি কোথায় পৌঁছাতে চাও?

বলব সু, তোমাকে বলব বলেই না লেখা। তবে এখন না, পরে বলব। এখন অন্য কথা। যদি বলি— আমি আর ফিরে যাব না, তুমি কি খুব অবাক হবে? আমি যে বেরিয়ে এসেছি, আমার ধারণা এতেই তুমি যথেষ্ট অবাক হয়েছ। তুমি আমাকে ঘরকুনো বলেই জানতে। সেই আমি বেরিয়ে তো এলামই, আবার বলছি—ফিরে যাব না! তোমার অবাক হওয়ারই কথা। একবার আমি তোমাকে টেনিসনের ইউলিসিস থেকে কয়েকটা লাইন শুনিয়েছিলাম :

Come, my friends,
This is not to late to seek a newer world.
Push off, and sitting well in order smite
The sounding furrows; for my purpose holds
To sail beyond the sunset, and the baths
of all the western stars, until I die.

আমি তোমাকে বলেছিলাম অভিযাত্রী রোয়াল্ড আমুণ্ডসেনের কথা। আমার হতাশা ছিল, তুমি নিশ্চয় টের পেয়েছিলে। আমি ক্লান্ত গলায় বলেছিলাম, তীব্রভাবে ফুরিয়ে ফেলার মতো, পুড়িয়ে ফেলার মতো একটা অসাধারণ জীবন আমাদের কেন হলো না!

সু, আমার কথা শুনে তুমি হেসেছিলে, আমার খেয়াল আছে তুমি বলেছিলে, তোমার ওরকম জীবন পছন্দ?

আমি বলেছিলাম, কেন নয়! তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন?

সু, তুমি আবার হেসেছিলে, বলেছিল, তুমি যে ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে দশবার ভাবো। হাই তোলো।

তবু, ওই জীবন আমাকে টানে। আমি মাঝে-মাঝে যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখি—যাচ্ছি... যাচ্ছি।

তুমি বলেছিলে, আমার কোথাও যাওয়া হবে না। শেষ পর্যন্ত আমার কি কোথাও যাওয়া হলো? না, এখনো আমার যাওয়া হয়নি, আমি এখনো যাত্রাপথে। তবে ঠিকই বেরিয়েছি আমি। কেউ আমাকে আমুণ্ডসেন্ড, স্কট, শ্যাকলটন বা লিভিংস্টোন বলবে না। আমি নিজেও সে রকম মনে করি না। কিন্তু আমার ব্যাপারটাও এক ধরনের অভিযাত্রাই বই কী। তাঁরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষে, হাজারটা ঝামেলা পার হয়ে প্রচণ্ড কষ্ট সয়ে, পৌঁছেছিলেন।

BanglaBook.org

কোলরিজের রাইম অব অ্যানসিয়েন্ট মেরিনারের কথা মনে করো :

And now there came both mist and snow
And it grew wondrous cold:
And ice, mast high, came floating by
As green as emerald.
...The ice was here, the ice was there
The ice was all around.
It cracked and growled and roared and howled
Like noises is a swound.

কিংবা ওয়াল্ট হুইটম্যান মনে করো :

All the past we leave behind,
We debouch upon a newer, mightier world, varied world;
Fresh and stomg the world we seize, world of labour and the march.
Pioneers! O Pioneers!
We detachments steady throwing, Down the edges, Through
the Passes, up the mountain steep.
Conquring, holding, daring venturing, as we go, the unknown ways.

আমার ব্যাপার এরকম নয় সু। আবার খুব যে একটা অন্যরকম, তা-ও নয়। যারা ওপরের ও দুটো লেখার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত, তারা যাত্রা করে পৌঁছেছিলেন। আমি যাত্রা করেছি, জানি না পৌঁছাব কি না।

পৌঁছাব কি না জানি না, ফিরে যে যাব না— এটা মোটামুটি নিশ্চিত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একজন মানুষ যদি না-ফেরে কোথাও কিছুই এসে যাবে না। এটা কোনো অভিমানের কথা নয়, এটা সত্যি কথা। মানুষকে যে ফিরে আসতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফিরলাম না আমি, বিনিময়ে আমি যা পাব, তার মূল্য আমাদের পরিচিত কোনো মূল্যে কেনা যাবে না। অবশ্য এমন যে হবেই তা আমি হলফ করে বলতে পারি না। হয় তো কিছুই পাব না আমি। এরকম ভাবতে অবশ্য মন চায় না। কিছুই পাব না, তাই কী হয়! কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই পৌঁছাব আমি, সুতরাং কিছু-না-কিছু পাব। ওই পাওয়াটুকু হয়তো আমার সব কষ্ট লাঘব করে দেবে। হয়তো চিরকালের এক রহস্য ধরতে পেরে আমি আলোকিত হব। হয়তো এমন কিছুর দর্শন আমি পাব যা আমাকে থিতু করবে। সন্ধান পেলে কে না থিতু হয় বলো। আর, যা আমি দেখতে চাই, তা নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও আছে।

সু, বুঝতেই পারছ, ফেরার ইচ্ছা নেই আমার, ফেরার কথা আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি পৌঁছানোর কথা। যদি এমন হতো—আমি তোমার মুখোমুখি বসে এই কথাগুলো বলছি, তুমি নিশ্চয় তর্ক জুড়ে দিতে আমার সঙ্গে— কেন, কেন, তুমি ফিরবে না?

BanglaBook.org

সু, এই প্রশ্নের হাজারটা উত্তর হয়। বরং তুমিই বলো, কোথায় আমি ফিরব?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরে আসব, যেখানে সত্য ও মিথ্যা ভিন্ন নয়?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে পরিস্থিতি নির্ধারণ করে দেবে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে এমন কি প্রকৃত সত্যও আমাকে বিভ্রান্ত করবে?

আমি কি এই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার এবং মিথ্যার সঙ্গে সত্যের একটা অমীমাংসিত মিশেল থেকেই যাবে?

আমি কি এই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে?

সু, আমি কোথায় ফিরবে, বলো?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরব যেখানে বেশ কয়েকটি মুখোশ আমার সংগ্রহে থাকতে হবে?

আমি কি সেই পরিবেশ ফিরব যেখানে বিবিধ মুখোশের বিবিধ ব্যবহার আমাকে জানতে হবে?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরব যেখানে আমাকে ধরেই নিতে হবে আমার পরিচিতজন সবাই কোনো-না-কোনো মুখোশ পরে আছে?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরব যেখানে আমার ভেতর ও বাহির অবশ্যই ভিন্ন হতে হবে?

সু, আমি কোথায় ফিরব, বলো?

আমি কি এই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে আমাকে অবশ্য প্রতারণার কয়েকটি কৌশল জানতে হবে?

আমি কি এই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে ওই কৌশলগুলো নিয়ে আমাকে পরোক্ষ চর্চা চালিয়ে যেতে হবে?

আমি কি এই পরিবেশে ফিরে আসব যেখানে শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য থাকবে না?

যেখানে পরিস্থিতি অনুযায়ী সবার আচরণ, তাই শত্রুও মুহূর্তে বন্ধু, আবার বন্ধুও মুহূর্তে শত্রু; এখানে ফিরব?

সু, আমি কোথায় ফিরব, বলো?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরব যেখানে আমার ও আমার প্রেমিকার সম্পর্ক শুধুই পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল নয়?

আমি কি সেই পরিবেশে ফিরব যেখানে আমার স্বজন আমাকে এবং আমি আমার স্বজনকে বিভ্রান্ত করব?

এবং যেখানে আমি প্রায় সবসময়ই কোনো-না-কোনোভাবে বিভ্রান্ত থেকে যাব? না সু, আমি কোনো ভুল পরিবেশে ফিরতে চাই না। আমার এ বক্তব্য নিয়ে

BanglaBook.org

অবশ্য কথা উঠতে পারে অনেক। অনেকেই হয়তো বলবে যে আমি কী এতই পণ্ডিত হয়ে গেছি যে সোজাসুজি বলে দিচ্ছি—ভুল পরিবেশ।

সু, এটা আসলে পাণ্ডিত্যের ব্যাপার না, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, এটা হচ্ছে উপলব্ধির ব্যাপার। এটা নিয়েও আমি নিজের সঙ্গে কথা বলেছি অনেক। নিজেকে বলেছি, পরিবেশ ভুল— এটা তুমি ঠিক জানো?

ঠিক জানি। জানি মানে আমি অনুভব করি।

এইভাবে, এত সহজে বলে দেয়া কি উচিত?

কেন নয়? ওখানে প্রতারণার নতুন কৌশল আবিষ্কারে মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত।

তবু।

ওখানে প্রকাশ্যে শত্রুতা নেই কোনো।

তবু।

ওখানে প্রকাশ্যে প্রেম নেই কোনো।

তবু।

ওখানে প্রকাশ্যে আলিঙ্গন এবং গোপন আঁতাত হাত ধরাধরি করে চলে।

তবু।

ওখানে ক্লান্তি ও গ্লানিতে পূর্ণ হয় জীবন।

সু, বেরিয়ে এসে আমি কি নিজেকে গ্লানিমুক্ত করতে চাচ্ছি? এখন কী সব ক্লান্তি আমার কেটে যাবে?

আমি আমার পরিবেশ ছেড়ে এসেছি খুব একটা বেশিদিন হয়নি, আবার একদম কম দিনও পার হয়নি। আমার কি এখন নিজের ভেতর কিছু পরিবর্তন বোধ করা উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব আমি। ...কী দেব উত্তর?... হ্যাঁ সু, গ্লানি অনেক কেটে গেছে আমার, এখন আমি অনেক কম গ্লানি বোধ করি। আর, নিজেকে আমার, হ্যাঁ, নিজেকে আমার আর হাস্যকর মনে হয় না।

এ কথা তোমাকে আগে বলা হয়নি। যে-পরিবেশ আমি ছেড়ে এসেছি, সে-পরিবেশে নিজেকে আমার কখনও-কখনও হাস্যকর মনে হতো। নিজেকে হাস্যকর মনে হতো আমার এবং আশপাশের সবকিছুকেও। আমি, তুমি, সে, অন্যদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক, আমাদের আচার-আচরণ, আমাদের সম্প্রীতি ও শত্রুতা, আমাদের বাসনা ও হতাশা, আমাদের অস্থিরতা এবং প্রতিযোগিতা, আমাদের জীবন ও জীবনযাপন— এই সবকিছুই হাস্যকর। পাশাপাশি, এখন আরো একটা ব্যাপার আমি জানি— কেউ-কেউ আমার এই বেরিয়ে আসাকেই হাস্যকর বলবে। একবার, স্পষ্ট মনে আছে আমার, আড্ডায় বসে প্রসঙ্গক্রমেই আমি বলেছিলাম, মানুষ আসলে কোথাও পৌঁছাতে চায়। আমার কথা শুনে ইলিয়াস বলেছিল, তা তুই কোথায় পৌঁছাতে চাস? ক'টায় তোর ট্রেন? টিকিট কেটেছিস? চল, তোকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

BanglaBook.org

এখন এ রকম কত কথা কতজন বলবে। কেউ আমাকে বলবে 'ভীরু', কেউ বলবে 'কাপুরুষ', কেউ বলবে— ব্যাটা পালিয়েছে। ধরা যাক, আমার অনুপস্থিতি অনেককেই অবাক ও নিয়মমাফিক চিন্তিত করেছে। তারা ভাবছে— আমি কোথায়, কী হয়েছে আমার। তারপর, ধরে নেই, তোমার মাধ্যমে সবাই জেনে গেল আমার কথা, তখন এসব কথাই বলবে সবাই। ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি নিয়ে, চোখ মৃদু বুজে কী-কী বলবে আমার বন্ধু, আমার আত্মীয় এবং আমার পরিচিতজন সে-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে আমার।

গৌতম বুদ্ধ। আপাতত উনি বোধিবৃক্ষের নিচে আছেন। 'জ্ঞান' প্রাপ্ত হলে তিন এক নতুন ধর্মের মহান বাণী নিয়ে আবার আমাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন।

লালন শাহের মতো গানও নিশ্চয় বাঁধবেন।

একটা আখড়া খুলে বসবেন। ভালো। আমরা সেখানে গিয়ে গাঁজা খাব।

পালিয়েছে ও। এসকেপিস্ট।

জীবন থেকে পালিয়ে কোথাও কি যাওয়া যায়, পৌঁছানো যায় কোথাও? ওর উচিত ছিল মুখোমুখি দাঁড়ানো। ফেস করা।

আরে না, ও কী ফেস করবে! ওর মনের জোর সবসময়ই কম। দেখতে না— তেমন সমস্যায় কচ্ছপ হয়ে যেত ও... খোলের মধ্যে...।

ও যা-যা বলছে এখন, ওসব আসলে কিছু না। ও আসলে নাটক করছে। একাংকিকা।

হয়তো এক সময় ও সত্যিই পৌঁছে যাবে— এ হেমায়েতপুর।

এখানে কি দেনা বেড়ে গেয়েছিল খুব?

যত সব বাকোয়াজি।

আসলে আমাদের অপমান করার খুব সূক্ষ্ম একটা কৌশল ও বেছে নিয়েছে।

আমি জানতাম। ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা কমপ্লেক্স কাজ করত।

তা, আমাদের বলে গেলে কী হতো? আমরা কি ওকে ধরে রাখতাম?

সু, আমার মতো যারা আসে, তারা কি কখনো বলে-কয়ে আসে? এ তো আর উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা নয় যে, সবাইকে বাড়ি গিয়ে-গিয়ে, ফোন করে-করে জানাও, শুভেচ্ছা আর দোওয়া নাও, এতেও না হলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছবি আর খবর ছাপো। আর কাকেই-বা আমি বলে আসব! আমি তোমাকেই বলে আসিনি। রাগ করলে তুমি অবশ্যই করতে পারো। তুমি কি রাগ করেছ সু? আমার মনে হয় তুমি রাগ করবে না, তুমি আমার ব্যাপারটা বুঝবে। তা ছাড়া কেউ আমাকে ধরে রাখতেও পারত না। যে বের হতে চায় তাকে কি কেউ ধরে রাখতে পারে! আমার বন্ধুরা যদি কখনো ওসব কথা বলে তোমার সামনে, ওরকম মন্তব্য করে, তুমি তাদের আমার হয়ে বলে দিও— এটা বলে যাওয়ার কিংবা ফিরে আসার ব্যাপার নয়। যখন ফিরে আসার ব্যাপার থাকে, তখন মানুষ বলে যায়। আমি তো ফিরেই আসব না।

BanglaBook.org

তুমি তো জানোই কী আমি করব। আমি যাব, যেতে-যেতে আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেকদূর চলে যাব। তোমাদের নৈকট্য আমাকে আর বিভ্রান্ত করতে পারবে না। এভাবে আমি একদিন-না-একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছে যাব। আর, আমি যখন পৌঁছে যাব সু, আমি পেয়ে যাব যা আমি খুঁজছি— সত্য।

পাদটীকা

মহাভারত থেকে একটা কথা বলি তোমাকে। বনপর্বে আরণেয় পর্বাধ্যায়ে বকের প্রশ্ন বার্তা কী? আশ্চর্য কী? পন্থা কী? সুখী কে? এই চার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। (১) এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণীসমূহকে পাক করছে। সূর্য তার অগ্নি, রাত্রিদিন তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার আলোড়নের হাত— এই হচ্ছে বার্তা। (২) প্রাণীসমূহ প্রতিদিনই যমালয়ে যাচ্ছে, অথচ যারা থেকে যাচ্ছে অবশিষ্ট তারা সবাই চিরজীবী হতে চাচ্ছে। এর চেয়ে 'আশ্চর্য' আর কিছু নেই। (৩) বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, যারা গুণী— তাদের মতও ভিন্ন। ধর্মে তত্ত্ব নিহিত আছে গুহায়। সুতরাং বহুজন যাতে গেছেন তাই পন্থা। (৪) যে লোক ঋণী বা প্রবাসী না হয়ে সন্ধ্যাবেলা শাক রান্না করে, সে-ই সুখী।

দেখো তো সু, তোমাদের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাও কি না।

BanglaBook.org

প্রিয় সু,

তোমাকে আমি কোনোদিন মেলভিলের 'মবি ডিক'-এর কথা বলেছি? কিংবা ক্যাপ্টেন আহাবের কথা? মবি ডিক একটা বিশাল তিমি, অতি বিশাল। আর ক্যাপ্টেন আহাব দিন নেই, রাত নেই জাহাজ নিয়ে ছুটে চলেছেন— ওই তিমিকে তিনি ধরবেন। মানুষ কিন্তু, যারা ধরতে চায়, এভাবেই ছুটে চলে। ক্যাপ্টেন আহাবের এক পা ছিল কাঠের (আমার ঠিক খেয়াল নেই, সম্ভবত মবি ডিককে ধরতে গিয়েই তিনি তার এক পা হারিয়েছিলেন), শরীর ছিল শীর্ণকায়, কিন্তু প্রচণ্ড তেজ ছিল তার, প্রচণ্ড জেদ (একবার বলেছিলেন- আই উইল স্ট্রাইক দ্য সান ইফ ইট ইনসাল্টস মি), আর ছিল প্রতিজ্ঞা— মবি ডিককে তিনি ধরবেনই। কিন্তু তিনি চান বলেই মবি ডিক ধরা দেবে, তা হয় না। মবি ডিকই-বা কেন ধরা দেবে! আহাব হয়তো দূরে দেখতে পান মবি ডিককে, জাহাজ নিয়ে তিনি দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হন। মবি ডিক আহারেবর চেয়ে দ্রুত সরে যায় অন্যদিকে। আহাব আবার সেদিকে যান, মবি ডিক আবারও অন্যদিকে সরে যায়। কিংবা ঘুরে এসে আহাবের জাহাজ আক্রমণ করে। তখন আহাব ও মবি ডিক দুজন দুজনকে দেখে নেয়ার জন্য মুখোমুখি হয়। সু এ এক শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনা।

ক্যাপ্টেন আহাব নাছোড়বান্দা, এক পর্যায়ে নাবিক ও সহকর্মীদের ভীতি ও প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি স্থির— তিনি ধরবেন মবি ডিককে, আর কেউই-না, তিনিই ধরবেন। ওদিকে মবি ডিকেরও পর্যুদস্ত ও উদ্ধত আচরণ— না, কখনো সে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসবে না। সু, মবি ডিকের আক্রমণে তার জাহাজ চূর্ণ হয়ে যেতে পারে, তিনি প্রাণ হারাতে পারেন— একথা খুব ভালো করে জেনেও কেন ক্যাপ্টেন আহাব মবি ডিকের পিছু ছাড়েন না? আর, ওই তিমিটিরও কী পরাক্রম দেখো। না, কিছুতেই সে ধরা দেবে না। তিমি শিকারীদের ছুড়ে দেয়া হার্পুন তাকে গাঁথতে পারবে না। একটি বা দুটি হার্পুন যদি তাকে স্পর্শও করে, করবে; তাকে থামাতে পারবে না। দড়ি ছিঁড়ে যাবে, তিমি শিকারিদের নৌকো উল্টো যাবে, মবি ডিক থামবে না। থামবে না মবি ডিক, তাতে থামানো যাবে না... যায়

BanglaBook.org

না। তাই বলে কি ক্যাপ্টেন আহাবের মবি ডিক অনুসন্ধান বন্ধ হয়ে যায়? না, তা যায় না। মবি ডিক যদি একরোখা হয়, আহাব তার চেয়ে কম কিছু নয়। মবি ডিককে ধরা ছাড়া আর কোনো লক্ষণও নেই।

কিন্তু ওই যে কথা, চোখের সামনে দেখা যায় বটে মবি ডিককে, ধরা যায় না। একজন ধরবে, আরেকজন ধরা দেবে না। একজন ধরবেই, আরেকজন ধরা দেবেই না। এই চলতে থাকে। তারপর একদিন কী হয়? বিশাল মবি ডিকের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্যাপ্টেন আহাবের জাহাজ উল্টে যায়, ভেঙে-চুরে যায়। নাবিকদের কেউ-কেউ অবশ্য প্রাণে বাঁচে। ক্যাপ্টেন আহাবের কী হয়? কোনো কোনো নাবিক তাকে অথই সাগরের জলে দেখেছিল বটে। ধরা যাক, সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। কূলে নিশ্চয় পৌঁছাবে সে। কূলে পৌঁছিয়ে ক্ষান্ত দেবে? নাকি আবার জাহাজ ও জাহাজী জোগাড় করে মবি ডিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে?

সু, মবি ডিক আর ক্যাপ্টেন আহাবের গল্প আমি তোমাকে কেন বললাম?

না, নিজেকে আমি কখনো ক্যাপ্টেন আহাব বলব না। তবে হতে ইচ্ছা করে, লোভ হয়, সাহস হয় না। ওই তেজ, ওই পরাক্রম, ওই জেদ, ওই একাগ্রতা, ওই ইচ্ছাশক্তি আমার ভেতর নেই। তাই, তীব্র ইচ্ছা থাকলেও আমার কোনোদিন ক্যাপ্টেন আহাব হওয়া হবে না। আমি যা-আছি, তাই থাকব। আমি মবি ডিককে খুঁজব আমার নিজের মতো করে।

হ্যাঁ, এ তো সত্যি কথা— আমি মবি ডিককে খুঁজতেই বেরিয়েছি। তুমি এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ মবি ডিক আসলে কী, নাকি প্রথম দিকেই তুমি বুঝে ফেলেছ? সে যাই হোক, আপাতত মবি ডিকের পেছনেই আমার ছুটে চলা। আমার ভেতর ক্যাপ্টেন আহাবের তেজ নেই, তাপ নেই, জেদ নেই, ক্রোধ নেই, কিন্তু আমি মডি ডিককে দেখতে চাই। শুধু দেখা পাওয়াটাই কি যথেষ্ট? না। কারণ আমি মবি ডিককে শুধু দেখতে চাই না, তাকে ছুঁতেও চাই। তবে ক্যাপ্টেন আহাবের কথা মনে আছে আমার। এ বড় কঠিন যাত্রা তা আমি জানি। আমি জানি, মবি ডিককে বহু চেষ্টার পর হার্পুনে যদি গাঁথাও যায়, থামিয়ে রাখা যায় না, গেঁথে তোলা তো আরো দূরের কথা। তাই বলে ইস্তফাও দিচ্ছি না আমি। আমি জানি মবি ডিক আছে, কোথাও-না-কোথাও সে আছে, নির্বিকার। হ্যাঁ, নির্বিকার। যদিও প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সে, তীব্র ও অস্থির, কিন্তু তার থাকাটা নির্বিকার, তার নিজের মতো। তা, ও আছে যখন, আমারও প্রতিজ্ঞা তাকে খুঁজে বের করার।

আমি কি তা পারব, সু, তোমার কী মনে হয়?

শোনো, আমার মবি ডিকের সন্ধান যদি পাই, যদি পারি তাকে আয়ত্তে আনতে, তবে এ-জীবনে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

আজ আর লিখব না। তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি। আমি সত্যিই ভালো আছি।

BanglaBook.org

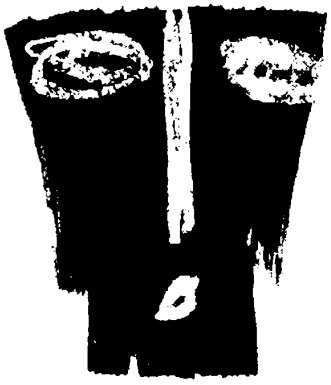

প্রিয় সু,

আমার এই দিনগুলো চমৎকার। গতকাল সারাটা দিন ছিলাম ছোট্ট এক রেলস্টেশনে। এখনো আছি। তোমাকে লেখা শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়ব। এই রেলস্টেশনটা খুবই ছোট। তুমি এত ছোট রেলস্টেশন কখনো দেখেছ বলে মনে হয় না। তবে এই ছোটর মধ্যে স্টেশন মাস্টারের কামরা আছে, প্লাটফর্মে আছে দুদুটো বেঞ্চ। আমি হাঁটতে হাঁটতে এই স্টেশনে এসে ওই বেঞ্চ দুটোর একটায় অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। তারপর একসময় স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। সবাই আমাকে কম-কথার, লাজুক স্বভাবের লোক বলে জানে। এখন কিন্তু আমার আর ওই স্বভাব নেই। এখন আমি খুব সহজেই লোকজনের সঙ্গে ভাব করে ফেলতে পারি। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে সে-ভাবেই ভাব করলাম। আরম্ভটা অবশ্য তার। আমাকে ঠায় বসে থাকতে দেখে তিনি একসময় জিজ্ঞেস করলেন, ইস্টির বাড়ি কই?

সু, তুমি কি ইস্টি মানে জানো? এটা হচ্ছে ইস্টি-কুটুমের ইস্টি।

তা, স্টেশন মাস্টার জানতে চাইলেন আমার বাড়ি কোথায়, আমি বললাম, বাড়ি তো ভাই সব জায়গায়।

তাইলে তো এইখানেও।

আমি বললাম, হ্যাঁ এইখানেও।

লোকটা হাসল— ভাই, যাইবেন কই?

আমি তার মতো করেই উত্তর দিলাম, এখনো ঠিক কইরা উঠতে পারি নাই।

লোকটা রসিক ধরনের, বললেন, তাইলে তো যেদিক ইচ্ছা যাওন যায়।

আমি হেসে বললাম, আমিও তাই করি, যেদিক ইচ্ছা যাই।

লোকটার সঙ্গে আমার জমে গেল। তার স্ত্রীর বৃত্তান্ত শুনলাম, তার ছেলেমেয়ের বৃত্তান্ত জানলাম। এমন কী সে আজ সকালে পান্তা খেয়ে কাজে এসেছে, এটাও কথায়-কথায় বলে ফেলল। তবে পান্তাটা একটু টকে গিয়েছিল। তার ঘুম-ঘুম পাচ্ছে, সম্ভবত ওই টক পান্তার কারণে। ঘুম তাড়ানোর জন্য সে

BanglaBook.org

চায়ের ব্যবস্থা করল। গ্রামের দিকে চা-খাওয়া বেশ একটা উৎসবের মতো ঘটনা। বেশ রসিয়ে-রসিয়ে, ফুঁ দিয়ে আর শব্দ করে চুমুক দিয়ে চা খাওয়া হয়। আমিও ঠিক সেভাবেই খেলাম। স্টেশন মাস্টার বলল, আপনার কথা শুইনা মনে হইতাছে আপনি হইতাছেন ভাবের পাগল।

এই কথাটা আমাকে আগেও বেশ কয়েকজন বলেছে। আজকাল খুব সহজেই নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। এ সবই ক্ষণিকের সম্পর্ক। পথ চলতে-চলতে তৈরি হয় এসব সম্পর্ক এবং ভেঙে যায়। তা, কথা বলি বিভিন্নজনের সঙ্গে। কে কী করে, কোথায় থাকে, কোথায় যাবে, এসব বলাবলি করতে-করতে আমার মুখ থেকে কিছু কথা বেরিয়ে যায়। ঠিক বেরিয়ে হয়তো যায় না, আমি প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য অনেকটা ইচ্ছা করেই নির্দিষ্ট ধরনের কিছু কথা বলি। তখন তারা আমাকে খুব বুঝদারের মতো বলে, আপনে হইতেছেন ভাবের পাগল। আমি এ ক'দিন দেখেছি, এ-কথাটা গ্রামের দিককার লোকজনের খুব পছন্দ। খুব গাম্ভীর্য নিয়ে, গুরুত্বের সঙ্গে তারা কথাটা বলে।

একজন অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য এক কথা বলে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। বছর পয়তাল্লিশের, খুবই সাদাসিধে চেহারার বোকা ধরনের একজন। তার সঙ্গে আমার আলাপ, ফেরিঘাটে ছাপড়া হোটেলে ভাত খেতে-খেতে। সে লোক হচ্ছে ঘরামি। এটা আমি জিজ্ঞেস করে জানলে সে-ও আমার কাছে জানতে চাইল, আপনে কী করেন?

আমি বললাম, করি না। কিছুই করি না।

বাপে অনেক রাইখা গেছে?

বাপে কিছুই রাইখা যায় নাই।

চলে কেমনে?

এদিকে-ওদিকে কইরা চইলা যায়।

কিছুই করেন না?

আমি একটু হেসে বললাম, ঘোরাঘুরি মইদ্যে আছিরে ভাই।

কই ঘুরেন?

এইদিক ঘুরি, ওইদিক ঘুরি। ঠিক নাই কামো। যেইদিক মন চায়।

লোকটা একটুক্ষণ থেমে থেকে সামান্য হাসল— বুঝছি।

আমি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

লোকটা বলল, বুঝছি।... বিচরান।

আমি অবাক হলাম— কেমনে বুঝলেন?

বুঝলাম। লোকটাও যেন একটু রহস্য করতে চাইল।

কন না? জানার জন্য আমার তখন কৌতূহল।

আমাগো গ্রামে ছিল রইসুদ্দিন। আপনার মতন বিচরাইতে বাইর হইছিল।

তারপর কী হইল?

BanglaBook.org

কইতে পারি না। বিচরাইতে-বিচরাইতে কই যে চইলা গেল। পাইল কী পাইল না— আর কুনো খবর পাইলাম না।

সু, খুঁজতে-খুঁজতে আমিও যে কোথায় চলে যাব। একটা কথা অবশ্য এই ফাঁকে বলে রাখি। খোঁজা বলতে যা-বোঝায় তা কিন্তু আমি করছি না। আমার মূল লক্ষ্য খুঁজে বের করা— এ ঠিকই আছে; কিন্তু তার জন্য আমাকে ইতি-উতি করতে হবে, এদিকে-ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে হবে, তা নয়। আমার ধারণা, এভাবে হাঁটতে-হাঁটতে আমি হয়তো আপনাতেই পৌঁছে যাব, কিংবা বুঝে ফেলব— সত্য কী; বুঝে ফেলব— সত্য হচ্ছে এটা। বলব— এই তো মবি ডিক।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমি ক্যাপ্টেন আহাব না। ক্যাপ্টেন আহাব হতে ইচ্ছা করে কিন্তু হওয়া যায় না। হওয়া যখন যায় না, তখন আহাবের মতো আচরণও আমার হবে না। আমার আচরণ হবে আমার মতো। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন আহাবের জানাই ছিল মডি ডিককে ধরতে পারলেই হবে, মবি ডিককে সমুদ্রের কোন-অংশে পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল। কারণ ওটা গল্প, গল্প ওভাবেই সাজাতে হয়। আমার কিন্তু জানা নেই মবি ডিক কোথায়, জানা নেই, আমি যা-খুঁজছি তা কোথায়; না, আমার এ সম্পর্কে ক্ষীণ ধারণাও নেই। সু, আমি পথ নির্দিষ্ট না-জেনেই হাঁটছি। যারা কাহিনীর নায়ক নয়, তাদের এভাবেই হাঁটতে হয়। তার পাথেয় এটুকু, তার আশা— সে একদিন-না-একদিন পৌঁছাবে।

অনেকদিন হয়ে গেল, সু, আমি তোমাদের সঙ্গে নেই। আমার কথা কি মনে হয় তোমার, তোমাদের? এই যে আমি প্রশ্নটা করলাম, এতে কী প্রমাণ হলো, জানো? প্রমাণ হলো— আমি এখনও যথেষ্ট দূরে যেতে পারিনি। দূরে যেতে পারিনি বলেই কে কেমন আছে, কে কার কথা মনে রেখেছে কি রাখেনি— এসব নিয়ে মাথাব্যথা। দূরে যেতে পারিনি সু, আমার ভেতর এতদিনকার আমি এখনো রয়ে গেছি। কিন্তু আমি তো দূরেই যেতে চাই। যে যত দূরে যাবে সে তত গন্তব্যের কাছে যাবে। আমি দূরে যেতে চাই সু। অতটা দূরে, যেখানে গেলে তোমাদের কথা আমার আর মনেই পড়বে না। এই কথা আমি যদি তোমার সামনে থাকা অবস্থায় বলতাম, তুমি নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাতে। এখন আমি তোমার সামনে নেই, তাতে তোমার অবাক হওয়া নিশ্চয় কমবে না।

সু, এই যে, আমি খুব সহজেই বলছি— ততটাই দূরে আমি যেতে চাই, যতটা দূরে গেলে তোমাদের কথা মনে পড়বে না— এতে কি আমাকে তোমার খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে? তোমার কি মনে হচ্ছে, তুমি কি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছ যে— এই আমি এতটাই বদলে গেছি! সু, আমাকে তুমি নিষ্ঠুর ভেবো না। তা ছাড়া, তোমাদের ভুলে যাওয়ার এই যে চেষ্টা আমার— নিষ্ঠুরতা এখানে নেই। কারণ মূল নিষ্ঠুরতার সূচনা তখনই হয়েছে, যখন আমি তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছি। আর, ছেড়েই যখন এসেছি, তখন ভুলে গেলে অসুবিধা কী! না, অসুবিধা নেই তাতে,

BanglaBook.org

ক্ষতিও নেই কোনো। তোমাদের কিংবা আমার। আমার বরং তাতে লাভ। আমি সবকিছু থেকে বিযুক্ত হতে চাই। তোমাদের ভুলে যাওয়া হবে বিযুক্ত হওয়ার পথে আমার এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। বিযুক্ত হতে পারলে কী হয়, জানো? একমাত্র বিযুক্ত হতে পারলেই, আমার ধারণা, পৌঁছানো যায়। নইলে কখনই নয়।

বেশ অনেকগুলো দিনই পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেক ধরনের মানুষ আমি দেখেছি। আমি ঘুরছি শহরের বাইরে-বাইরে। গ্রামের দিকেও ঠিক নয়, বরং যেখানে লোক বসতি কম, সেসব অঞ্চলের প্রতিই আমার পক্ষপাত। সম্ভবত আমি মানুষকে এড়িয়ে যেতে যাই। মানুষ আমার ভালো লাগে না। আমি মানুষের মধ্যে ভালোলাগার আর কিছু খুঁজে পাই না। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে— গ্রামের মানুষ খুব সহজ-সরল। একথাটা ঠিক নয়। গ্রামে অনেক সহজ-সরল মানুষ আছে বই কী, কিন্তু তাদের মধ্যে ভণ্ড, প্রতারক, অবিশ্বস্ত, সুযোগ-সন্ধানী মানুষও কম নয়। আমাকে কিছু নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এক জায়গায়, এমন কী, মারও খেলাম, খামাখাই অবশ্য। এর কী কারণ? আমার ধারণা এর পেছনে রয়েছে অর্থনীতি, নির্মম অর্থনীতি। অর্থনীতি যাকে অসহায় করে তাকে নির্মমও করে। তার ভেতরের সব কোমল অনুভূতি নির্বিকার-অর্থনীতি নষ্ট করে দেয়।

আমার নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। যখন বেরিয়ে এসেছিলাম, একদম পকেট শূন্য বের হওয়ার সাহস হয়নি আমার। বরং মোটামুটি ভালোই টাকা-পয়সা ছিল সঙ্গে। ওই হুশ ছিল টনটনে। এখন প্রায় নিঃস্ব আমি, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারই শেষ হয়ে যায়, আর, আমার ভাণ্ডার কোন ছাড়। আসলে প্রথমেই একটা ভুল করেছি আমি। আমার শূন্য-পকেটে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। তা হলে এতদিনে, এতদিনে মানে বেশ আগেই নিঃস্ব অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। এখন যখন নিঃস্ব হতে বসেছি, আমার ভয় লাগছে। এই ভয়টা আমি দূর করতে চাই। ভয় হচ্ছে তৈরি জিনিস, যা আমার সমাজ, আমার ধর্ম, আমার পরিবেশ আমার ভেতর তৈরি করেছে। এই ভয়টাকে আমি এড়িয়ে যাব। নিঃস্ব হতে যাচ্ছি তো কী হয়েছে, মানুষ মূলত নিঃস্বই।

তবে কিছু একটা করতে হবে বই কী। কোনো কাজ। কোথাও গিয়ে আমাকে বলতে হবে, ভাই একটা কাজ দেবেন? যাকে বলব তিন যদি হৃদয়বান হন, তবে হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, কাজ! কী কাজ?

সু, আমি তখন কোন কাজের কথা বলব?

পাদটীকা

এর্নস্ট্ হাইনরিখ্ হেকল (১৮৩৪-১৯১৯) ছিলেন নামকরা জার্মান জীববিজ্ঞান ও দার্শনিক। জার্মানিতে তিনি ডারউইনের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তবে তিনি

BanglaBook.org

মূলত 'লেমুরিয়া মতবাদ'-এর জন্য বিখ্যাত। এটা ১৮৬৮ সালের ঘটনা। এই মতবাদ অনুযায়ী ভারত মহাসাগরে লেমুরিয়া নামে একটি মহাদেশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছিল। এ ব্যাপারটা আমি দীপঙ্কর লাহিড়ীর 'বিলুপ্ত জনপদ প্রচলিত কাহিনী' বইয়ে লক্ষ্য করি। লাহিড়ী লিখেছেন, আধুনিক বহু গাছপালা ও প্রাণীর, বিশেষ করে লেমুরের সংস্থানের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এই প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবিত লেমুরিয়া সে-যুগের বিজ্ঞানীরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বেগেনার (১৮৮০-১৯৩০, ইনিও জার্মান। ভূ-বিদ, আবহাওয়াবিদ এবং মেরু অভিযানকারী। তিনি অনুমান করেছিলেন আজ থেকে ত্রিশ কোটি বছর আগে ভূ-গোলকের পৃষ্ঠে একটিই মাত্র মহাদেশ ছিল এবং তাকে ঘিরে ছিল একটিই মাত্র মহাসাগর। বেগেনোর মহাদেশটির নাম দেন পানজিয়া, মহাসাগরের নাম দেন পান্থালাসমা। পরে মেসোজয়িক যুগ থেকে এটা ভাঙতে আরম্ভ করে) মহীসঞ্চরণের প্রস্তাব দিলে লেমুরিয়া মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু লেমুরিয়া মতবাদের যেমন সমস্যা ছিল, তেমনি সমস্যা বেগেনার মতবাদেও ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে একদল রুশ বিজ্ঞানী লেমুরিয়া সম্পর্কে আবার উৎসাহী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রেশেটভ। এদের ধারণা, দ্বীপময় লেমুরিয়ার সমভূমিতে ছিল ঘন নিরক্ষীয় বনভূমি। তাই মেসোজয়িক যুগের শেষদিকে হিংস্র ডাইনোসরদের হাত এড়িয়ে অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল নব-আবির্ভূত স্তন্যপায়ী ও ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষবাসীদের প্রোগ্রেসিভ বিবর্তনের জন্য আদর্শ জায়গা। রেশেটভের অনুমান এই লেমুরিয়ার কোথাওই প্রাইমেট গোষ্ঠীর আদি প্রাণী লেমুরের আবির্ভাব ঘটে ছিল। আজ থেকে সাড়ে ৩ কোটি বছর আগে লেমুরিয়া বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করে। ফলে বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে লেমুরের বিবর্তন এগোতে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভাজন শুরু হয়। কতগুলি লেমুর দীর্ঘ আকার লাভ করে, গাছ থেকে নেমে আসে আহারের সন্ধানে। এ রকমই কোনো লেমুর বিবর্তনের ফলে পেছনের দুপায়ে চলতে আরম্ভ করে। মায়োসিন যুগে লেমুরিয়া বিপর্যস্ত হওয়ায় এদের আরও উন্নত বংশধররা এশিয়া ও আফ্রিকার ভূ-খণ্ডে এসে ওঠে। এটা ৪০-৫০ লক্ষ বছর আগে। এরা পুরোপুরি ভূ-চর, শিকারের উপযুক্ত হাতিয়ার জোগাড় করতেও শুরু করে দিয়েছে। রেশেটভের মতে এরাই আদিমতম মানব।

সু, আমার খুব প্রিয় বিষয় হলেও আমি তোমাকে ভূ-তত্ত্ব আর নৃ-তত্ত্ব বোঝাতে বসিনি। তুমি নিশ্চয় এরমধ্যে যথেষ্ট বিরক্তও হয়েছ। শোনো, লেমুরিয়ার ইতিহাস কি এখানেই শেষ হয়ে গেল? দীপঙ্কর লাহিড়ী বলছেন— পৃথিবীর প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষগুলিতে এমন কতগুলি সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান দেয়া যায় লেমুরিয়ার অস্তিত্ব মেনে নিলে। কিন্তু শুধু সেজন্যই লেমুরিয়ার অস্তিত্ব মেনে নেয়া যায় না।

BanglaBook.org

তা সু, মেনে নিক বা না নিক, আমার তাতে কী আসে যায় বলো? আমার কথা ভিন্ন। আমার কথা হচ্ছে এরকম- মহাদেশের মতো একটা বিশাল ব্যাপারের অস্তিত্বই কখনো থাকছে, কখনো থাকছে না। ভূ-বিদরা আমাদের প্রাচীন অতীতে মহাদেশ তৈরি করছেন এবং বাতিল করে দিচ্ছেন।

কিন্তু আমি যে-অস্তিত্বের খোঁজে বেরিয়েছি তা কি বাতিল করা যায়? আমি যে-অস্তিত্বের খোঁজে বেরিয়েছি তা তো আছেই কোথাও-না-কোথাও, তার চিরকালীন অখণ্ড সত্তা নিয়ে, তাই না সু?

BanglaBook.org

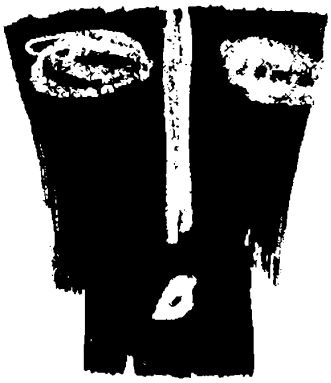

প্রিয় সু,

একরাতে এক বাংলোয় বসে আমার যে-অনুভূতি হলো, সে-অনুভূতির কথা আমি তোমাকে বলি। আমার পুরনো সভ্যতার মানুষজনের কথা মনে হলো। আমি আগেও মাঝে-মাঝে এরকম ভেবে অবাক হতাম যে মানুষ আসলে কোথায় চলে গেছে। খুব বেশিদিন হয়নি মানুষ যাত্রা শুরু করেছে। দুশ কোটি বছরের প্রাণের বিবর্তনের ফলে একদিন চতুষ্পদ প্রাণী দুপায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়। আর সে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে বর্তমান প্রজাতির মানুষের পরিণত হয়েছে। এখন সে মানুষ কোথায় চলে গেছে দেখো। কিন্তু একবার বর্ণমালা আবিষ্কারের মতো। বর্ণামালা তৈরি করতেই অনেক সময় যায়। কিন্তু একবার বর্ণমালা তৈরি হয়ে গেলে, যে কোনো বানানই আমরা লিখে ফেলতে পারি। সভ্যতার ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম। সভ্যতার, কিংবা এভাবেও বলা যায়— প্রযুক্তি; প্রযুক্তির বর্ণমালা মানুষ আবিষ্কার করেছে। ফলে প্রযুক্তির মাধ্যমে একের পর-এক ঘটনা সে ঘটিয়ে যাবে। সে জন্যই, যে-মানুষের পূর্বপুরুষ গাছ থেকে নেমে এসেছিল, সে-মানুষ আজ মঙ্গল গ্রহে ও মহাশূন্যে নিজেকে পৌঁছে দিয়েছে।

সু, তুমি হয়তো ভাবছ— এই এখনই আমি বলব— কিন্তু আদতে কি মানুষ কোথাও পৌঁছেছে। কিন্তু না সু, আমি ওই কথা এখন বলব না। আমি তখন পুরনো সভ্যতার কথা ভাবছিলাম। মায়া, ইনকা, মিসরীয় সভ্যতার কথা না, আমার বরং বাড়ির আশপাশের কথা মনে হচ্ছিল। এই যেমন হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো। আমি অবশ্য তাদের উন্নত ব্যবস্থার কথা ভেবে অবাক হচ্ছিলাম না। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। আচ্ছা, ওই সভ্যতায় যারা বাস করত, তাদের মধ্যে আমার মতো কেউ কি ছিল? আমাদের মতোই মানুষ তারা, সুতরাং আমাদের মতোই তাদের আচরণ হবে। শুধু আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের ওপর যে-প্রভাব ফেলেছে, আমাদের মন-মানসিকতা যেভাবে গঠন করে দিয়েছে, তাদের মধ্যে সেটা থাকবে না। আর সবকিছু থাকবে— প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, কর্ম ও উপার্জন, গল্প ও ঘুম। আচ্ছা, ওদের মধ্যে কি অশান্তি ছিল কিংবা প্রতিযোগিতা?

BanglaBook.org

এতদিন পর সেটা আর তেমন করে বোঝা সম্ভব না। তবে খাদ্য থাকলে প্রতিযোগিতা থাকবেই। চাহিদা না থাকলে সভ্যতা তৈরি হয় না, আর সভ্যতা তৈরি হলে ওই অনুষঙ্গগুলোও তৈরি হয়ে যায়। আমি আসলে এরকমও ভাবছিলাম না। আমি ভাবছিলাম— ওদের মধ্য থেকে কেউ কি বেরিয়ে এসেছিল? সেই কত হাজার বছর আগের কথা, তখন কি আমার কোনো ভাই খুঁজতে-খুঁজতে চলে গিয়েছিল বহুদূর? সে কি পেয়েছিল? নাকি তখন সেই বোধেরই সঞ্চার হয়নি মানুষের মধ্যে? আমার এটা মনে হয়নি। কারণ মানুষ যখন গুছিয়ে বসেছে, তখনই সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। নিজেকে নিয়ে বিস্মিত হওয়ার সূচনা মানুষের থিতু হওয়ার পর। থিতু হয়ে বসার আগেও নিজের অস্তিত্ব হয়তো তাকে বিস্মিত করেছে, বহু জিজ্ঞাসা এসেছে তার মনে, কিন্তু থিতু হয়ে বসার পর যা-হলো, তা-হলো— একটা আড়মোড়া ভেঙে সে ভাবল, হ্যাঁ, এবার একটু গুছিয়ে ব্যাপারগুলো ভাবা যাবে।

সু, তার পর থেকে কিছু কিছু মানুষ কি এই ব্যাপারটা ভেবেই আসছে?

ডাকবাংলোর বারান্দায় রাত গভীর হয়ে গেল। বন এলাকা, চাঁদের আলো ছিলই না, অন্ধকারে চোখ যায় না। আমি আকাশের দিকে তাকালাম— 'সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।' না, এটা আমার কথা না, এ কথা আছে ঋগ্বেদসংহিতায়। ঋগ্বেদসংহিতায় অজ্ঞেয়বাদী চিন্তার প্রকাশ যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি মহাবিশ্বের উৎপত্তির কল্পনাও আছে। একটি সূত্রে দেখা যায়, বলা হচ্ছে— কেই-বা প্রকৃত জানে? কে-বা বর্ণনা করবে? কোথা থেকে জন্মাল? কোথা থেকে এসব সৃষ্টি হলো? আবার, প্রশ্নকর্তা নিজেই উত্তর দিচ্ছেন— এই বিবিধ সৃষ্টি যে কোথা থেকে এলো, কার থেকে হলো, তা তিনিই জানেন, যিনি এসবের প্রভুস্বরূপ পরমধামে বিরাজ করছেন। অথবা হয়তো তিনি জানেন না।

সু, এ কথাই কি ঠিক? যেমন আমরা জানি না, তেমন তিনি নিজেই জানেন না। বাইবেলের 'বুক অব জেনেসিস' কী বলেছ লক্ষ্য করি। এখানে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্ব বলছে, প্রথমে পৃথিবী ছিল নিরাকার, জলময় ও অন্ধকার। তারপর ঈশ্বর 'আলো হোক' এই বলে আলো সৃষ্টি করলেন।

সু, আলো কি সত্যিই হলো?

স্টিফেন ডব্লিউ হকিং-এর A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Hole বইটির কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো। এ বইটির ভূমিকা লিখেছেন কার্ল সাগান। ভূমিকার প্রথম বাক্য হচ্ছে— বিশ্ব সম্পর্কে প্রায় কিছু মাত্রই না-বুঝে আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপন করি।

সু, যদি ওই প্রথম বাক্যটির প্রথম তিনটি শব্দ বাদ দিয়ে দিই, কেমন হয়, যদি বলি— কিছু মাত্রই না-বুঝে আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপন করি।

আর, বিশ্ব সম্পর্কে বোঝা? হ্যাঁ, এটিও আমার প্রিয় বিষয় বই কী। সে অবশ্যই তুমি আমার প্রথম চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছ। সু, আমরা আসলে খুবই

BanglaBook.org

অসহায়। কত অসহায়, সেটা আবার টের পেলাম ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে ওই অন্ধকার রাতে, যখন আকাশের দিকে চোখ চলে গেল আমার। কত বড় আকাশ। এখানে আমরা কারা? আমাদের কী অবস্থান এখানে? এ তো জানা কথাই, যেমন জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ধর্মের ভবিষ্য' গ্রন্থেও বলছেন, এই মহাবিশ্ব মানুষকে কেন্দ্র করে অথবা মানুষের ভোগের জন্য আবির্ভূত হয়নি। মহাবিশ্ব মানুষের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর নয়, কিন্তু মানুষ এবং তার পৃথিবী মহাবিশ্বের কাছে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। মহাবিশ্ব না থাকলে মানুষও থাকবে না। কিন্তু মানুষ এবং তার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও মহাবিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তা একটা লক্ষণীয় বিষয় বলেই গণ্য হবে না।

সু, আমরা আমাদের এই জীবনে কতভাবে কত ব্যস্তই-না থাকি!

তুমি জানো, সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় চিঠিতে আমি তোমাকে লিখেছিও- আমাদের পৃথিবী এবং সৌরমণ্ডল একটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। এই নক্ষত্রপুঞ্জে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র (তুমি একবার ভাবো— দশ হাজার কোটি, সংখ্যাটি ভাবো এবং ছোট-বড় মিলিয়ে তাদের আকার ভাবো) এবং তাদের গ্রহ-উপগ্রহ আছে। সেকেন্ডে আলোর গতি এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল, এ হিসাবে আমাদের এই গ্যালাক্সির ব্যাস এক লাখ অলোক বৎসর। আমাদের প্রবল সূর্য এর একটি নগণ্য ও ক্ষুদ্র তারা মাত্র। হ্যাঁ, ওই দশ হাজার কোটির মধ্যে নগণ্য একটি। এবার নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যাটাও আমরা একবার বিবেচনা করি। বিজ্ঞানীরা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছেন। তারা এ পর্যন্ত আমাদের গ্যালাক্সির মতো দশ হাজার কোটি গ্যালাক্সি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। হ্যাঁ, সংখ্যাটা আবারও দশ হাজার কোটি, এবং এটা এখন পর্যন্ত। সবচেয়ে দূরের যে গ্যালাক্সি, সেটা পৃথিবী থেকে সাত কোটি আলোকবর্ষ দূরে। অর্থাৎ সেকেণ্ড এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে আলোর ওখানে পৌঁছাতে সময় লাগবে সাত কোটি বছর। আর মানুষ যদি হেঁটে-হেঁটে ওখানে যেতে চায়, তবে কতদিন লাগবে?

সু, আমি যা খুঁজছি, তা কি অতই দূর?

তুমি জানো, আমাদের এই মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই সম্প্রসারণের মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা আছে। প্রথমত, ক্রমবর্ধমান হারে অনন্তকাল ধরে এই সম্প্রসারণ চলতেই থাকবে। দ্বিতীয়, ক্রমবর্ধমান হারে কিছুকাল সম্প্রসারিত হওয়ার পর একটি স্থির গতিতে সম্প্রসারিত হবে। তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার পর আবার বিপরীত গতি সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করবে। এভাবে এক সময় আদি মহাবিস্ফোরণের শূন্য অবস্থায় ফিরে আসবে। বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন, এর কোনটি শেষ পর্যন্ত হবে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন সম্প্রসারণ চলতেই থাকবে। এদিকে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করলেও পৃথিবীর বা মানুষের ভয়ের কোনো কারণ

BanglaBook.org

নেই। এই মুহূর্তে সংকোচন আরম্ভ হলেও সম্পূর্ণ সংকোচিত হতে এক হাজার কোটি বছর সময় লাগবেই, কারণ মহাবিশ্ব ওই পরিমাণ সময় ধরে সম্প্রসারিত হয়ে আসছে। যত সময় লাগবে পুরো সংকুচিত হতে, তার অনেক আগেই আমাদের সূর্য পুরো শীতল হয়ে যাবে। সূর্য শীতল হলে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে প্রাণের সকল অস্তিত্ব। এটা মানুষের জন্য শঙ্কার কারণ হতে পারে, মহাবিশ্বের জন্য নয়। কারণ গণিতের হিসাব অনুযায়ী এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে, মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আমাদের চেয়ে অনুন্নত ও উন্নত প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বের বিশাল পরিসরে একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণার চেয়েও নগণ্য। আর, গণিতের হিসাবেই, 'মানুষ সৃষ্টির প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত নগণ্য এক অতিক্ষুদ্র জীব'।

তা হলে কী মূল্য, কী অর্থ এই জীবনের! তবে সু, এটা হচ্ছে এক ধরনের হতাশার কথা। আর, অবাক করা কথা হচ্ছে— এই মানুষ নিজেকে খুঁজছে।

BanglaBook.org

প্রিয় সু,

কয়েকটা দিন আমার খুব চমৎকার গেল। অদ্ভুত এক দলের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। ওই দলের লোকসংখ্যা আটজন, একজন বয়সী, ষাটের মতন, বাকি সবাই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। দলটা পুরোই ভবঘুরে। তারা নিজেদের বলে সংসারত্যাগী। আমি বয়স্কজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চাচা, ক্যান বাইরাইছেন?

বয়স্কজন বলেছেন, সংসার আমাদের বাইন্ধা রাখতে পারে নাই বাবা।

কোত্থাইক্যা আইছেন?

কোত্থ্যাইক্যা আইছি, জানি বাবা; কই যামু এইটা জানি না।

আমি বয়স্কজনকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোত্থেকে তারা এসেছে, কিন্তু সেবারও ঘুরিয়া উত্তর দিয়েছেন। দলের অন্যান্য সদস্যের মধ্যেই আমি একই ব্যাপার লক্ষ করেছি। কোত্থেকে তারা এসেছে এটা তারা জানাতে চান না। বেশ, আমারই-বা জানার কী দরকার। এই দলটার সঙ্গে আমি ভিড়ে গেলাম। সেটা অবশ্য সহজ ছিল না! নতুন কাউকে সঙ্গে নিতে তাদের নীরব আপত্তি। বয়স্কজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আপনি কী করেন?

আমি কিছু করি না। আমি পথে-পথে ঘুরি।

বেশিদিন হয় নাই। আপনার মইদ্যে ঘর-ঘর চেহারা রইয়া গেছে।

সু, ওই কথা শুনে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। এতদিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে, এতদিন ধরে দূরে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমার মধ্যে ঘর-ঘর চেহারা রয়ে গেল! আমি বললাম— আমি ওইটা রাখতে চাই না।

আপনার চাওন না-চাওনের ওপর এইটা নির্ভর করে না বাবা।

তাইলে কিসের ওপর নির্ভর করে?

কিছু না-বলে বয়স্কজন চুপ করে থাকলেন।

আমি বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে যাইতে চাই।

বয়স্কজন সামান্য হাসলেন— কিন্তু আমরা যে আপনেরে নিতে চাই না।

BanglaBook.org

কেন?

সব যাত্রাই পৃথক যাত্রা। আপনার যাত্রা পৃথক, আমাদের যাত্রা পৃথক। বাবা, আপনি পৃথক আসেন।

আপনারা দলে আছেন আটজন। আটজনে, আপনারা পৃথক হন কেমনে!

হই। আপনে বুঝবেন না।

বুঝতে দেন। আমারে আপনাদের সঙ্গে নেন।

আপনেরে বাবা আমরা চিনি না।

আপনারা আমারে একজনরে চেনেন না, আমি আপনাদের আটজনের চিনি না।

বয়স্কজন রাজি হলেন। দলটার সঙ্গে আমার থাকার সুযোগ হলো। আমি এদের সঙ্গে মিশে দেখলাম, কিছুটা হলেও আমাদের মিল আছে। এক বিশাল রাতে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল— আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায়। সু, শুধু প্রকৃতি কেন, সমাজ বা সংসারজীবন যাপন করতে গিয়েও মানুষের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে। প্রবলভাবেই আসতে পারে। সংসারই সেই জায়গা, যেখানে কোনো ঘটনা তোমাকে বিমূঢ় করে দেবে। তুমি ভাবতে আরম্ভ করবে— তুমি কে! হ্যাঁ, সংসারই তোমাকে ঠেলে দেবে এই নির্মম প্রশ্নের দিকে। তুমি, বিস্মিত বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি, এক সময় নিজের কাছে জানতে চাইবে—তুমি কেন? তোমার আরও জানার ইচ্ছা হবে—তুমি কোথায়!

সু, ওই দলটা 'কেন'র খোঁজে বেরিয়েছে। কেন, এই সবকিছু— কেন! আমি বয়স্কজনকে জিজ্ঞেস করলাম— চাচা, আপনি কি এখন বুঝতে পারেন— কেন? বয়স্কজন মাথা নাড়লেন— বুঝলে তো ফিইরাই যাই। বোঝন অত সহজ নয়।

এই দলটার এক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তারা মাঝে-মাঝে ফিরেও যায়। ফিরে যায় সমাজে ও সংসারে, রোজকার জীবন যাপন করে। রোজকার জীবন যাপন করতে-করতে আবার একদিন উতলা হয়ে ওঠে তারা। কেন— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেরিয়ে আসে। কোনো-কোনোবার নাকি দলের লোকসংখ্যা কমে যায়। কারণ তাদের কেউ কেউ হয়তো তখনও বেরিয়ে আসার মতো যথেষ্ট উতলা হয়ে ওঠেনি। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার বেরিয়েছে তারা, একেকবার একেকদিকে। কতটুকু লাভ হয়েছে তাদের? সু, এটা অবশ্য লাভ-ক্ষতির কোনো ব্যাপার নয়। বয়স্কজন আমাকে বললেন, বাবা, 'কেন'— এইটা আসলে বোঝন যায় না?

আমি বললাম, মন থেইক্যা বলতাছেন?

মন থেইকাই বলতেছি।

তাইলে বাইর হন ক্যান?

বয়স্কজন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, নিজেরে প্রবোধ দেই বাবা।

আমি তার কষ্টটা বুঝলাম। তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলাম।

BanglaBook.org

বয়স্কজন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই দুনিয়ায় কত রহস্য বাবা, তার কিছুই ধরতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কুনোদিন কুনো রহস্যরে নাগালের মইদ্যে পাইছিলেন?

বয়স্কজন একটু যেন ভাবলেন, তারপর মাথা নাড়লেন— না বাবা, পাই নাই।

ঠিকমতো খুঁজছেন?

বয়স্কজন উদাস চোখে একদিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এই যে মাঝে-মইদ্যে বাড়িত ফিরা যান, যতখানি আউগাইয়া ছিলেন ততখানি আবার পিছয়া যান। যান না?

আপনের কথা আপনের মতো কইরা ঠিক।

আমি বুঝতে না-পেরে বয়স্কজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

তিনি বললেন, বাবা, মাঝে-মইদ্যে সংসারে ফিরা যাই, কারণ সংসারেও তো থাকতে পারে।

কী?

যা খুঁজি।

তাই যদি মনে করেন, তাইলে সংসার থেকইকা বাইর হন কেন?

বয়স্কজন সামান্য হাসলেন—বাবা, যা খুঁজি, তা সংসারে আছে, না সংসারের বাইরে, তা তো আমরা কইতে পারি না।

এরকম কথা আমার উপলব্ধিতে ছিল না। আমি সত্যিই খুব চমৎকৃত হলাম।

বয়স্কজন বললেন, কিংবা বাবা, যা খুঁজি তা আছে— ঘর আর বাইর— এই দুয়ের মাঝামাঝি।

এই উপলব্ধি আমাকে স্তম্ভিত করে দিল। এভাবে আমি তো কোনোদিন ভাবিনি। ওই কথাটা কী অদ্ভুত সুন্দর! তাই না? কিন্তু ঘরে এবং বাইরে— এ দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থান কোনটি?

বয়স্কজন মাথা নাড়লেন। না, তিনি জানেন না।

তা হলে?

বাবা, জানি না বইলাই একবার বাইরা আসি একবার ঘরে ফিরি।

এমুন করতে-করতে একদিন দুইয়ের মাঝখানের জায়গাটা পাইয়া যাইবেন?

পাইতেও তো পারি।

তাইলে যা-খোঁজেন, তা-ও পাইবেন।

বাবা, এই ভাইবাই আশায়-আশায় আছি।

সু, তোমার কি মনে হচ্ছে বয়স্ক ওই লোকের কথা শুনে আমি হতাশ হয়েছিলাম?

এক অর্থে, হতাশ হওয়ারই কথা। কারণ তার কথার মধ্যে না-পাওয়ার বেদনাই ভারী। 'ঘর ও বাইর' করতে-করতে তিনি জীবনের অধিকাংশ দিন পার

BanglaBook.org

করে দিয়েছেন, পাননি, তবে আশায় আছেন। আশায় থাকা ছাড়া অবশ্য আর কোনো উপায়ও নেই। আমারই-বা কী আছে উপায়, আশা ছাড়া? কিছু নেই। সুতরাং এমনও হতে পারত, বয়স্কজনের কথা শুনে আমি হতাশ হলাম, পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলাম, তারপর ফিরে গেলাম।

না সু, এ রকম কিছু ঘটবে না। কারণ ওই বয়স্ক লোকটার মুখ থেকেই আমি আগে শুনেছি— সব যাত্রাই পৃথক যাত্রা। তাদের যাত্রা একরকম, আমার যাত্রা আরেকরকম। পৃথক যাত্রার ফলও পৃথক হবে। তারা এক যাত্রায় কোথাও পৌঁছাতে পারেনি বলে আমি যাত্রায় কোথাও পৌঁছাতে পারব না, এ রকম মেনে নিতে আমি রাজি নই।

ওই দলের সঙ্গে আমার কিছু চমৎকার সময় কেটেছে। আমরা ছিলাম সুন্দরবনের দিকে। এক রাতে নদীর পারে আমরা বসে গেলাম। এই যে বসলাম আমরা, সেটা গোল হয়ে নয়, কোনো নিয়মকানুন মেনেও বসা নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি টের পেলাম আমাদের বসার মধ্যে অদ্ভুত একটা জ্যামিতি আছে। জ্যামিতি, বুঝতে পারছ সু, অর্থাৎ একটা নিয়ম। কেউ পরিকল্পনা করে বসেনি, বরং সবাই ইচ্ছামতো এদিক-ওদিক বসেছে, ওর মধ্যে একটা জ্যামিতি তৈরি হয়ে গেছে। তারপর সারারাত আমরা কী করলাম জানো?

সু, আমরা কিছুই করলাম না। সারারাত আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না, পেছনে বনভূমি সামনে নদী ওপরে খোলা আকাশ— আমরা বসে থাকলাম, বসে থাকলাম। প্রথমে অস্থির লাগছিল আমার, তারপর একসময় দেখলাম কিছুই আমাকে আর বিচলিত করছে না, আমি স্থির ও একাগ্র হয়েছি। কিন্তু কেন ওই বসে থাকা? সু, তোমার মনে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন এসেছে। প্রথম অবস্থায় আমার মনেও এই প্রশ্ন এসেছিল, আমি ভাবছিলাম— পরে বয়স্কজনকে জিজ্ঞেস করব। তার অবশ্য প্রয়োজন পড়েনি। বসে থাকতে-থাকতে আমি নিজেই এক সময় টের পেয়েছি এ নিছকই বসে থাকা নয়। আমাদের সামনে নদী বা বনভূমি, আমাদের পেছনে বনভূমি বা নদী, আমাদের ওপরে আকাশ আর আকাশ, আর, আমরা বসে আছি মাটির ওপর— এভাবে বসে থাকা মানে ওসবের অংশবিশেষ হয়ে যাওয়া। ওভাবে বসে থাকতে-থাকতে এক পর্যায়ে আমি টের পেলাম, আমরা আর নয়জন নই, আমরা একজন হয়ে গেছি। প্রকৃতির সঙ্গে এবং একই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে এই এক হয়ে যাওয়া আমাকে সঙ্গে নিতে চায়নি। এই যে এক হয়ে যাওয়া, এটা আমাকে অবাকও করেছিল। সু, আমার বোঝানোর ক্ষমতা সবসময়ই কম, আমি সম্ভবত তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি শুধু একটা ব্যাপার ভেবে দেখবে। ওই যে আটজনের দল, ওদের সঙ্গে নানাদিক দিয়ে আমার অনেক পার্থক্য। শিক্ষায় পার্থক্য, সামাজিক অবস্থানে পার্থক্য, জীবনবোধে পার্থক্য— এদের আটজনের ভেতরেও নিশ্চয়ই নানা পার্থক্য, কিন্তু আমরা সবাই এক হয়ে গেলাম। সু, তোমাদের ওই পরিবেশে বসে তুমি কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারবে না অভিন্ন সত্তা হয়ে-ওঠার মধ্যে কী গভীর আনন্দ আছে।

BanglaBook.org

এই দলটার সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকা হলো, তারপর বিচ্ছেদ। তুমি হয়তো অবাক হচ্ছ এই ভেবে যে দলটার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোর কী দরকার ছিল, ভালোই তো সময় কাটছিল। তা বটে, বেশ ভালোই সময় কাটছিল আমার, চমৎকার একটা পরিবেশ, বয়স্কজনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপও করতে পারি। তা হলে? ওই যে কথা— সব যাত্রাই পৃথক, সবার যাত্রাও পৃথক। তারা যাবে তাদের মতো, আমি যাব আমার মতো। এ তো নির্ধারিত একক রাস্তা নয়। সুতরাং পৌঁছানোর চেষ্টা সবাই তাদের নিজ-নিজ রাস্তা ধরেই করবে। আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে বয়স্কজনের সঙ্গে আমার অনেক কথা হলো। আমি বললাম, কাল রওনা দিতে চাই। বয়স্কজন বললেন, দিবেন। আপনার ইচ্ছা।

আর বোধহয় কুনোদিন দেখ্যা হইব না।

হইতে পারে, না-ও হইতে পারে। ...কিছুই আসে যায় না।

হ, কিছুই আসে যায় না।

বয়স্কজন বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুললেন— বাবা, আপনেরে একখান কথা কই?

বলেন।

আপনার বয়স কম।

আমি হাসলাম— কম আর কই!

আমার লগে তুলনায় কম।

জি, সেইটা আপনে কইতে পারেন।

সেই সুযোগে আমি আপনেরে একখানা কথা কইতে চাই, যদি আপনে কিছু মনে না-করেন।

আমি কিছু মনে করমু না। আপনে কন।

মানুষ থাকে না, কথা থাকে। আমি থাকব না, আপনে থাকবেন না। কিন্তু আমাদের কথা থাকব, যদি তেমন কথা আমরা কইতে পারি... আমি কি কথাটা কমু?

আমি বয়স্কজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

বয়স্কজনও আমার দিকে তাকালেন— হাতি চিনেন?

আমি অবাক হলাম— হাতি!

হ্যাঁ, বাবা, হাতি?

জি চিনি।

হাতি দেখতে কেমুন?

আমি বুঝতে পারছিলাম বয়স্কজন রহস্য করছেন। তবে 'হাতি দেখতে কেমুন'— এই প্রশ্নের কী কোনো উত্তর আছে! আমি বয়স্কজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিলাম।

তিনি বললেন, বলেন বাবা, হাতি দেখতে কিমুন?

BanglaBook.org

আমি বললাম, হাতি হইতেছে হাতির মতন। বিশাল।

সেইটা হইতেছে আমার আর আপনের কাছে। ধরেন, যে হইতেছে জন্মআন্ধা, তার কাছে হাতি কিমুন?

তার কাছে হাতি কুনওরকমই না।

দেখেন তাইলে— আমাগো কাছে অতবড় একখান ব্যাপার, জন্মআন্ধা মাইনষের কাছে হইতেছে কিছুই না।

সু, আমি এইভাবে কখনও ভাবিনি। আমি আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় বয়স্কজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

বয়স্কজন বললেন, দেখাটা হইতেছে ব্যাপার, আবার না-দেখাটাও ব্যাপার।

আমি তাকিয়েই থাকলাম।

বয়স্কজন বললেন, দেখলে আছে, না-দেখলেও বুঝি— আছে। আমরা আভাস পাই। এটাই হইতেছে সমস্যা।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

বয়স্কজন সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন— কথা আরও আছে। একবার একখান হাতি দেখতে গেছিল জন্মআন্ধা কয়কজন মাইনষে, বাবা, আপনি এই গল্পটা জানেন?

হাতি আর জন্মঅন্ধ কয়েকজনের হাতি-দর্শন নিয়ে একটা গল্প আমি জানি। কিন্তু বয়স্কজন কোন গল্পটার কথা বলনে, কে জানে। আমি বললাম, আপনিই বলেন। জন্মআন্ধা কয়জন মাইনষে গেছিল হাতি দেখতে। দেখতে মানে—দেখব আর কেমনে, তারা করল কী— চউক্ষে না-দেইখা হাতিরে তারা ধইরা দেখল। হাতির এত বড় শরীর আন্ধা মাইনষে ঠাহর করতে পারল না। তাগো কেউ হাতির ল্যাঞ্জা ধরল, কেউ হাতির কান ধরল, কেউ ধরল হাতির দাঁত, কেউ শুড়।

বয়স্কজন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। আমি বললাম, তারপর?

হাতি দেইখা তারা তো ফিরল। তারা ফিরলে তাগো একজন জিগাইল— হাতি দেখতে কেমন, কও। তখন কী হইল। তখন যে ধরছিল হাতির পাও সে পাওয়ের বিবরণ দিল, যে ধরছে হাতির কান সে কানের বিবরণ দিয়া কইল— হাতি হইতেছে এইরকম। আমি কী কইতেছি, আপনে বুঝতাছেন বাবা?

বুঝতাছি।

বুঝছেন— অত বড় শরীরের কথা কিন্তু কেউ কইতে পারল না। যে যেমন বুঝছে সে তেমনই কইল শুধু।

জি।

আন্ধা কেউ যদি হাতির শুড়ের বর্ণনা দিয়া কয়— হাতি হইতেছে এইরকম— আমরা বিশ্বাস যামু?

জি না।

কিন্তু যে কইতেছে সে তো ঠিকই কইতেছে।

BanglaBook.org

জি।

কারণ হাতির সেইটুকুই সে ধরতে পারছে।

জি।

বাবা, সত্যও হইতেছে এইরসম। যে যেইটুকুন ধরতে পারে।

সু, বয়স্ক লোকটার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বয়স্কজন বললেন, যারা দেখছে, কেউ দেখছে কিনা জানি না, কেউ দেইখা থাকলে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু যারা দেখে নাই, তাগো কাছে সত্য একেকরকম।

আমি সামান্য মাথা ঝাঁকালাম শুধু। আসলে আমার বিস্ময় কাটাছিল না। না, আমি এভাবে কখনও ভাবিনি।

সত্য তাগো এককজনের কাছে একেকরকম। কিন্তু তাগো সবার কথাই কিন্তু ঠিক। জন্ম-আন্ধার কাছে হাতি হিসাবে হাতির পাও যেমন ঠিক, হাতির কান যেমুন ঠিক...।

আমি টের পাচ্ছিলাম আমার সারা মুখ অদ্ভুত এক হাসিতে ভরে যাচ্ছে।

বয়স্কজনের মুখেও সামান্য হাসি দেখা গেল, তিনি বলরেন, আমরা সবাই জন্মআন্ধা বাবা। পুরা সত্যরে আমর কেমুন কইরা ধরি।

সু, সে-রাতে আমার ঘুম হল না। বারবার শুধু নিজেকে এই কথা আমি জিজ্ঞেস করলাম— বলো, বলো তুমি, তুমি তা হলে জন্মআন্ধা!

আমি বললাম, তাই তো দেখছি।

একদিন এটা জানা ছিল না তোমার?

জানা হয়তো ছিল, কিন্তু টের পেতাম না। বয়স্কজনের কথা শুনে এখন টের পাচ্ছি।

অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে?

জন্মআন্ধা যদি সীমাবদ্ধতা টের পায়, তবে অসহায় তো বোধ করবেই।

অদ্ভুত লাগছে না?

তা-ও লাগছে। কী জীবন এটা দেখো । আমরা শুধু খণ্ডিত সত্য স্পর্শ করতে পারি।

এবং সত্যের খণ্ডিত অংশ স্পর্শ করেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি। ভাবি— হ্যাঁ, এই তো, এটাই সত্য।

জন্মআন্ধা বুঝতেই পারে না, সত্য আসলে যে কত অন্যরকম।

এখন কী করবে তুমি?

হাঁটব।

বন্ধ চোখে?

হাঁটতে-হাঁটতে আমি এমন কোথাও পৌঁছাতে চাই যেখানে আমার চোখ খুলে যাবে।

BanglaBook.org

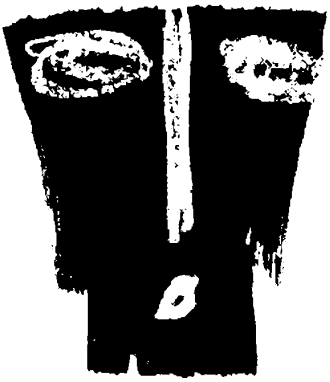

প্রিয় সু,

আমাদের নৌকা ছিল নদীর এমন এক জায়গায় যেখান থেকে কোনোদিকেই কূল দেখা যায় না। তখন রাত হয়েছে ঢের। চাঁদের তেমন আলো নেই। যেদিকে তাকাই ভৌতিক অন্ধকার। আমাদের মাথার ওপর অনেক বড় একটা আকাশ। আকাশ আর নদী গিয়ে মিশেছে দিগন্তে। চারপাশে নদীর কিছু নিজস্ব শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সব মিলিয়ে কেমন একটা গা-ছমছমে পরিবেশ। আবার এই গা-ছমছম পরিবেশও যে কত সুন্দর হতে পারে, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তুমি যদি থাকতে তখন, বুঝতে, বুঝতে মাঝ নদীতে ওরকম একটা রাত সারাজীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকতে পারে।

আমাদের মধ্যে একজন গান ধরল— 'আমি কোথায় পামু তারে! তারে আমি এদিক খুঁজি ওদিক খুঁজি, তারে আমি কোথাও না পাই।'

কর্কশ হেড়ে গলায় গান। কিন্তু তখন অন্য কোনো গলার গান মানাত না। ওই পরিবেশে গান গাইতে হলে ওরকম গলাই প্রয়োজন। তুমি দৃশ্যটা একবার ভেবে দেখা। চাঁদের আলোহীন অন্ধকার একটা রাত, বিশাল নদীর মাঝখানে নৌকা, আকাশে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে একটি দুটি তারা— ওখানে আমরা ক'জন। সে যে কী অপার্থিব সৌন্দর্য, সু, আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমরা ওই সমগ্র পরিবেশে বিলীন হয়ে গিয়েছিলাম।

সু, আমার একবার মনে হলো— এই, এটাই হচ্ছে সত্য। তুমি হয়তো আমার কথা শুনে হাসছ। ভাবছ— যে সত্যের জন্য আমার এমন আকুতি, সে-সত্য এতই সহজ, সে-সুন্দর এত সহজেই ধরা যায়! আমিও বলি, না এত সহজে ধরা যায় না। এতই যদি সহজ হয় সত্য, তবে সেটার জন্য অত আকুতি মানায় না। তাই বলে মানুষের মনে হওয়াটা বন্ধ করা যায় না। এরকম আমার এর মধ্যে আরও কয়েকবার মনে হয়েছে। তার মধ্যে এক রাতের বর্ণনা আমি তোমাকে দিয়েছি। ওই যে সুন্দরবনে— সামনে নদী পেছনে বনভূমি, সারারাত আমরা নিঃশব্দ বসে থেকে অভিন্ন সত্তা হয়ে উঠেছিলাম। সে-রাতেও আমার এ রকম মনে

BanglaBook.org

হয়েছিল— মনে হয়েছিল— এই যে অভিন্ন সত্তা হয়ে ওঠা— এটাই কি সত্য? সু, তোমার কী মনে হয়— অভিন্ন সত্তাই কি সত্য?

সু, আমি যা বলছি তা হয়তো সত্য। তবে তা হচ্ছে অন্ধের হাতি দর্শনের মতো সত্য। কোনোটাই পুরো সত্য নয়, বড়জোর সত্যের অংশবিশেষ। তা-ও যদি হয়, আমি খুশি। অংশবিশেষই-বা ক'জন পায়। এভাবে, অংশবিশেষ পেতে পেতেই আমি একদিন পুরোটা পেয়ে যাব। তবে তার আগে দরকার উন্মোচিত চোখ। আমরা জন্ম-অন্ধ সু। আমরা কিছুই দেখি না, দেখার ক্ষমতাই নেই আমাদের। আমাদের চারপাশে কত কী ঘটে যায়, তার কিছুটা মাত্র আমরা আন্দাজ করতে পারি। এই 'কিছুটা মাত্র আন্দাজ' করে আমি আমার জীবন শেষ করে ফেলতে চাই না। আমি এখন মনেপ্রাণে চাই— আমার চোখ খুলুক, চোখ খুলুক আমার— আমি দেখি, আমি দেখি। ...দেখার সৌভাগ্য যে আমার কবে হবে!

পাদটীকা

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম শুনেছ? ওনার একটা বই আছে 'বাংলার কীট-পতঙ্গ' নামে। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃতি পর্যবেক্ষক। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কীট-পতঙ্গ, মাকড়সা ও জৈব আলো। তাঁর একটি বইয়ের নাম 'বাংলার কীট-পতঙ্গ'। এই বইয়ের একটি রচনা হচ্ছে 'শোঁয়াপোকার মৃত্যু অভিযান'। এ রচনা থেকে আমি তোমাকে জানাচ্ছি। গ্রীষ্মের প্রথমদিকে আমাদের জবা বা কাঁঠালী চাপা প্রভৃতি গাছের পাতার নিচের দিকে হালকা সবুজ ও সাদায় মেশানো এক ধরনের শোঁয়াপোকা দেখতে পাওয়া যায়। এরা মথ-জাতীয় এক প্রকার কালো-রঙের প্রজাপতির বাচ্চা। পাতার গায়ে প্রজাপতি ডিম পাড়ে। ১০/১২ দিন পর ডিম ফোটে, ছোট-ছোট শোঁয়াপোকা বেরিয়ে এসে একই সঙ্গে অবস্থান করে। এক-একটা গাছে এরকম বেশ কয়েকটা দল দেখতে পাওয়া যায়। এরা দলবদ্ধ থাকে এবং দলবদ্ধভাবেই গাছের পাতা খেয়ে নিঃশেষ করে, কখনো দল ছাড়া হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে না। খুব ছোট অবস্থায় যখন এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন মাকড়সার মতো মুখ থেকে সূক্ষ্ম সুতো বের করে ঝুলে পড়ে যাতায়াত করে, সবাই একসঙ্গে সুতা ছেড়ে কতটা জালের মতো যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করে বলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় না বরং সহজেই অন্য জায়গায় দিয়েও একত্র থাকতে পারে।

একটা পাথরের বেদির ওপর একটা গাছসহ একটা টব রাখা হয়েছিল। এর আশপাশে কোনো গাছ ছিল না। এক সকালে গোপাল ভট্টাচার্য দেখলেন- সিমেন্টের মেঝের ওপর দিয়ে দূর থেকে ১০/১২টা শোঁয়াপোকা অগ্রসর হচ্ছে। আশপাশে কোনো গাছ না-থাকায়, এদের উপস্থিতি গোপাল ভট্টাচার্যকে একটু অবাক করল। শোঁয়াপোকাগুলো টবটার পাশে এসে থামল। কিছুক্ষণ থমকে

BanglaBook.org

দাঁড়ানোর পর লাইনটা যেন কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল, কেউ এদিক-ওদিক ঘোরে, কেউ মাথা একটু উঠিয়ে কিছু একটা অনুভব করার চেষ্টা করল। বোধহয় ওরা টবের গাছটার গন্ধই পেয়েছে। তাই একটু পরেই দেখা গেল ওরা আগের মতো লাইন করে টবের গা-বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। টবের কানায় প্রায় দেড়-ইঞ্চি নিচে মাটির মধ্যে গাছটা জন্মেছিল। শোঁয়াপোকাগুলো একে-একে উপরে উঠে গোলাকার কানাটার ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। কিন্তু গোলাকার রাস্তা আর শেষ হয় না। পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে বলে পাতার গন্ধে বুঝতে পেরেছে খাদ্য খুব কাছেই। কিন্তু সেই খাদ্যের কাছে কীভাবে পৌঁছাবে তারা! তাদের রাস্তাও যে ফুরোচ্ছে না। গোলক ধাঁধায় পড়ে একই রাস্তায় যে বারবার ঘুরে মরছে, এটা বোঝার বুদ্ধিও তাদের নেই। টবের প্রায় পুরো কানা জুড়েই এরা চলছিল। মাঝে একটুও ফাঁক নেই যে অগ্রগামী পোকা একটু এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে অবস্থা তদারক করতে পারে। কেবল একে-অন্যকে অনুসরণ করে চলেছে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, তাতে আবার আনাহার। ঘুরছে তো ঘুরছেই, খাদ্যকে মাঝখানে রেখে খাদ্য কোথায় বুঝতে না–পেরে গোল হয়ে ঘুরছে। এভাবে একদিন, দুদিন করে পাঁচ-পাঁচ দিন কেটে গেল। পঞ্চম দিনের শেষে অনাহারে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে একটা শোঁয়াপোকা টবের কানা থেকে নিচে পড়ে গেল। গোপাল ভট্টাচার্য ভাবলেন, লাইনের মধ্যে এবার একটু ফাঁকা জায়গা হবে এবং কোনো একটা পোকা এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে গাছটাকে শনাক্ত করে টবের মাটির ওপর দিয়ে ওখানে যেতে পারবে। কিন্তু লাইনে কোনো ফাঁক হলো না। এরা আগে নিজেদের শরীর কিছুটা সুঙ্কচিত করে চলছিল। ষষ্ঠ দিনে আরও তিনটা পোকা মারা গেল, তবু লাইনের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই, তখন এরা শরীরটাকে অসম্ভব লম্বা করে একের পিছনে অন্যে হেঁটে চলেছে। সপ্তম দিনে আরও কয়েকটা মারা গেল, এদের গতিবেগও অনেক কমে গেল। গোপাল ভট্টাচার্য অনুসন্ধান করে দেখলেন, প্রায় দেড়শ' হাত দূরে ছোট্ট একটা চাপা গাছ থেকে শুকনো ঘাসপাতা, ভাঙা ইট-পাথর অতিক্রম করে কল্পিত সুখের আশায় বারবার সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় দৈবক্রমে এরা টবের এই গাছটার কাছে এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু আশপাশে না তাকিয়ে এদের অগ্রগতির এই দৃঢ় সংস্কারই এদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল ভট্টাচার্য আবার কয়েকটা শোঁয়াপোকা নিয়ে এই পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। পোকাগুলোর একই পরিণতি ঘটেছিল। যেন মৃত্যু এসে এতক্ষণ না-থামাবে ততক্ষণ এই চক্রাকার পরিভ্রমণ চলতেই থাকবে। বুঝবে না— একই পথে গোলাকার ঘুরছে তারা। বুঝবে না— নির্দিষ্ট পথের একটু বাইরেই খাদ্য।

সু, তুমি যেন আবার আমাকে শোঁয়াপোকা ভেবে বসে থেকো না।

BanglaBook.org

প্রিয় সু,

নিঃস্ব হয়েছি বহু আগেই। তুমি তোমাদের অবস্থান থেকে আমার অবস্থাটা একটু চিন্তা করে দেখো! এরকম একটা অবস্থার কথা তোমরা নিশ্চয় চিন্তাও করতে পারো না। আমিই কী কদিন আগে পারতাম! সত্যিই আমার পকেটে একটা পয়সাও নেই। পয়সা কেন, এখন পকেটই নেই আমার। কবে ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু পকেটহীন, পয়সাহীন আমার কোনো অসুবিধাও হয় না। দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি। যেন প্রথম থেকে এভাবেই আমি দিন পার করে এসেছি। যেন আমি এ জীবনেই অভ্যস্ত।

তোমাকে বেশ আগে একটা চিঠিতে লিখেছিলাম- কোথাও গিয়ে হয়তো কাজ চাইব আমি, তারা যখন জানতে চাইবে— কী কাজ আমি চাই— তখন হয়তো কিছুই বলতে পারব না।, সু, ব্যাপারটা কিন্তু এমন কঠিন নয়। বরং সোজা, বেশ সোজাই বলতে পার তুমি। একটা উদাহরণ দিলে তোমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, কোনো একটা গঞ্জে আমি পৌঁছেছি। ওখানে হোটেল আছে বেশ কয়েকটা। দেখেশুনে একটা হোটেল গিয়ে আমি বললাম— ভাই, আপনাদের কাম কইরা দেই, আমারে কিছু খাইতে দিবেন।

এই প্রস্তাবটা তোমাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। খুব সহজ একটা প্রস্তাব। কাজের বিনিময়ে খাদ্য। কাজের বিনিময়ে খাদ্য যে সবসময়ই পাওয়া যায়, তা নয়। কারণ অনেক সময় কাজই থাকে না কোনো। তবে কাজ আবার থাকেও, তৈরি হয়। গ্রাম কিংবা গ্রামঘেঁষা মফস্বল, গঞ্জের লোকজনের মধ্যে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। এদের মধ্যে এক ধরনের দার্শনিকসুলভ উদাসীনতা আছে। তারা কেউ-কেউ খুব অল্পতেই অবাক হয় বটে, আবার কেউ-কেউ দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত থাকে। যেন, কেউ এসে যে কাজ চাইবে— এরকম একটা ঘটনা ঘটবে, এটা তো তারা জানেই।

BanglaBook.org

সুতরাং কাজ জুটেই যায়। আমি ধোয়াধুয়ি, টেবিল পরিষ্কার করি, কখনো-কখনো 'গ্রাহক' বা 'কাস্টোমার'দের খাবার দেই। সু, তুমি কী খুব অবাক হচ্ছ? অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এগুলো খুব সহজ কাজ। বলাও যায়। হোটেল মালিক বা ম্যানেজারকে বলার সময় আমার গলা কিন্তু একটুও কাঁপে না, কোনো দ্বিধাই আমার হয় না। আর কাজের বিনিময়ে যে খাবার ওরা দেয়, তোমরা কেউ অবশ্য ওই খাবার খাবে না, আমি খাই, আমার খেতে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

ছোটখাটো মজাও হয় এসবের ফাঁকে-ফাঁকে। দিন চুক্তিতে এক হোটেলে কাজ করছি। হোটেলের মালিকের পাশে বসে একজন (সম্ভবত মালিকের বন্ধু) আমার কথা জানতে চাইল মালিকের কাছে। আমার সামনেই মালিক তার হাত উঠিয়ে মাথার দিকে নিয়ে এমন ইঙ্গিত করল যাতে বোঝা যায় আমার মাথায় গোলমাল আছে। অর্থাৎ আমি পাগল। আমি রাগ করি না, আমার বরং মজাই লাগে। তোমরাও তো এখন আমাকে পাগলই ভাবছ, তাই না?

একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ— পাগলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে— আমরা কিন্তু কাউকে পাগল ধরে নেই। কিছু নির্দিষ্ট আচরণের বাইরে আমরা যাই না। নির্দিষ্ট আচরণের বাইরে কেউ যদি যায়, কিংবা কেউ যদি আমাদের ভেতর প্রচলিত যে মাত্রা, তার বাইরে ঘটনা ঘটায় তবে আমরা ধরে নিই সে পাগল। কী করি আমরা? আমরা ধরে নিই বা ভেবে নিই সে পাগল। সু, আমরা কি এটা কখনো ভেবেছি- আমরা যাকে পাগল ভাবছি, সে আমাদের কী ভাবছে?

ঘুরতে-ঘুরতে অনেক ধরনের উপকার হয়েছে আমার। যেমন না-খেয়ে থাকতে পারি আমি। একদিন, দুদিন না খেয়ে থাকা এখন কোনো ব্যাপারই না আমার কাছে। সত্যি কথা বলতে কী— সবসময় খাবারের প্রয়োজনও বোধ করি না। এতে কী হয়েছে জানো— খাবারের প্রয়োজন কমে যাওয়ায়? আমার নাদুসনুদুস চেহারাটা আর নেই, কিন্তু এখন আমি অনেক কর্মঠ আর কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি। এখন না-ঘুমিয়েও থাকতে পারি, আবার যখন ইচ্ছা ঘুমোতেও পারি। অর্থাৎ এখন শরীর অনেকটাই আমার নিয়ন্ত্রণে। আমার ইচ্ছা অনুযায়ীই সে পরিচালিত হয়।

ক'দিন আগে সমুদ্রের কাছে এসেছি। সমুদ্র বললে আমাদের মনে হয় কক্সবাজারের কথা। আমরা সমুদ্র দেখে কক্সবাজারের সৈকতে দাঁড়িয়ে, হাজার লোকের মধ্য থেকে। কিন্তু তুমি যখন বিচ্ছিন্ন কোনো জেলেপাড়ার একজন হয়ে সমুদ্র দেখো, তখন সমুদ্র অন্যরকম। অন্যরকম কী রকম- সেটা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি দেখোনি এই সমুদ্র কোনোদিন দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে কি না তাও জানি না, তুমি এর অপরূপ সৌন্দর্য আমার বর্ণনার মাধ্যমে ধরতে পারবে না।

আমি এ এলাকায় এসেছি দিন দশেক হলো। এদের এখানে থাকার অনুমতি নিতে কষ্ট হয়েছে। এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এমনিতেই এক কঠিন জীবন

BanglaBook.org

এরা যাপন করে। এক উটকো ঝামেলা তারা কেন নিতে যাবে। উটকো ঝামেলা বলছি দুকারণে। অনেক সময় কেউ-কেউ অপরাধ করে এসব এলাকায় পালিয়ে আসে। এদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ছড়িয়ে দিতে চায়। আবার কখনো অপরাধীর খোঁজে পুলিশ আসে। পুলিশী ঝামেলা কী হতে পারে, সে সম্পর্কে কিছু ধারণা নিশ্চয় তোমার আছে। দ্বিতীয়ত, এসব জেলেপাড়ায় অভাব লেগেই আছে। এর মধ্যে একজন বাড়তি লোকের উৎপাত তারা কেন সহ্য করবে?

আমি নাছোড়বান্দা। শেষে ওরা আমাকে মেনে নিল। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলাম। থাকা মানে ওদের জীবন যাপন করা। এটা খুব কঠিন সু। সমুদ্র খুব কঠিন জায়গা। আর সেটাকে অবলম্বন করে যে-জীবন, সেটাও খুব কঠিন। আবার এতসব কঠিনের মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্যও আছে। হ্যাঁ, ওই কঠিন সমুদ্রই সুন্দর। ভোরবেলা যখন সূর্য ওঠে, দিগন্তের এক অংশ ক্রমশ লালচে হয়ে ওঠে, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখার যে-আনন্দ, তার তুলনা হয় না। এখান থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া দেখা যায় না, তবে চারপাশের আলো ক্রমশ নিভে আসে। তখন সমুদ্রের আরেক সৌন্দর্য। তারপর রাত ক্রমশ বাড়ে, গভীর হয়, আমার চোখের সামনে সমুদ্রের রহস্যও বাড়ে। সু, সমুদ্র সত্যিই এক অপার রহস্য। আমি যত দেখি ততই মুগ্ধ হই, যত দেখি তত বিস্মিত হই। আমি যতই দেখি ততই প্রশান্তিতে আমার মন ভরে যায়।

ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়ার কপাল হলো আমার। এদের কয়েক ধরনের মাছ ধরা আছে। স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি নানা ধরনের। কোনটায় আবার একরাতের পরই ফিরে আসা হয়। আমি সঙ্গী হলাম সেটায়। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো মাছ ধরে, তার সঙ্গে আমার খাতির হয়েছে, আমিই করেছি। খুব রুক্ষ মেজাজি, তবে ভেতরে তার একটা নরম জায়গা আছে। অনেকটা খেজুর গাছের মতো, বাইরে কাঁটা-কাঁটা, কর্কশ, ভেতরে রসের ধারা।

আমাকে লোকটা জিজ্ঞেস করল, কী দেখতে আইছেন?

ঠিক এই ভাষায় সে কথা বলেনি। যে-ভাষায় সে কথা বলেছে, সে ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি তাই অনেকটা আমাদের মতো করে বলছি। লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী দেখতে আইছেন?

আমি বললাম, এই তো আপনাগো মাছ ধরা।

লোকটা হাসল, আমি বুঝলাম আমার কথা তার বিশ্বাস হয়নি।

আমি বললাম, মাছ ধরা খুব কঠিন।

লোকটা আবারও হাসল— কী ধরা সহজ?

লোকটা হয়তো এমনিই আমাকে ওই কথা বলেছে। কিন্তু আমার মনে হলো সে আমাকে কোনো ইঙ্গিত দিল। আমি বললাম, বলতে পারব না।... ধরা কি এতই সহজ!

BanglaBook.org

তাইলে আপনে দেখেন আমরা ক্যামনে ধরি।

আমার কিছু করার নেই, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের মাছ ধরা দেখলাম। আমি যত সহজে বলছি, ব্যাপারটা মোটেও তত সহজ নয়। তবে ব্যাপারটা দেখতে চমৎকার। জাল ভর্তি মাছ যখন উঠে আসে তখন কী যে মনোরম লাগে! মাছের চমকে শরীর থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়। জালে কখনো-কখনো দুএকটা সাপও উঠে আসে। সমুদ্রের সাপই খুব বিষধর। অথচ জেলেরা খুবই হেলাফেলায় ওই সাপ জাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পানিতে ফেলে দিচ্ছে। বোঝা গেল জেলেরা এই কাজে খুবই অভ্যস্ত। ব্যাপারটা সবসময় ঘটে। জেলেরা সাপটাকে আলাদা করে নিয়ে পানিতে ছুড়ে দেয়। রূপালী মাছের ঝাঁকের সঙ্গে দুএকটা সাপ উঠে আসবে, এটা আমাদের মেনে নিতে হবে।

মাছ ধরা দেখতে-দেখতে আমার নেশা ধরে গেল। ওরা কাজও করছে নিমগ্ন ও একাগ্র হয়ে। আর কোনো দিকেই তাদের কোনো খেয়াল নেই। নিমগ্ন হতে না পারলে কিছুই ধরা যায় না। কিছুই নিজে থেকে ধরা দেয় না, আর সবকিছু ধরারই নিজস্ব কৌশল আছে। এটা বুঝলাম মাছ ধরতে গিয়ে। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো মাছ ধরে, সে আমাকে বলল, আপনে ধরবেন? আমি হাসিমুখে রাজি হয়ে গেলাম। আমি তো আসলে এরকম একটা প্রস্তাবের অপেক্ষায়ই ছিলাম।

জাল ফেলাটা আনাড়ি লোকের পক্ষে একদমই সম্ভব নয়। জাল যখন গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে, তখন ওই লোকটা আমাকে কাছে ডাকল। দড়ির এক অংশ আমার হাতে দিয়ে কিছু কায়দাকানুন বলে দিল। আমি সাহস করে ধরলাম বটে, পারলাম না। কীভাবে কী ঘটে গেল আমি কিছুই টের পেলাম না, আমি দেখলাম যেন অদৃশ্য কোনো টানে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছি নৌকার ওপর। উঠে দাঁড়িয়ে কায়দামতো আবার দাঁড়াতে গেলাম, আবার এলোমেলো হয়ে পড়ে গেলাম। এদিকে আমার কারণে অন্যদের অসুবিধা হচ্ছে। মাছ ধরার ওস্তাদ লোকটা আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে বলল, পারবেন না।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, পারব না?

না। কঠিন।

যদি ধরা শিখতে চাই?

লোকটা হাসল— সময় দেন, মন দেন। সময় আর মন না-দিলে কিছুই শিখবেন না।

সু, ধরা যদি শিখতেই তাই, আমাকে সময় দিতে হবে, মন দিতে হবে। আমার এতে আপত্তি নেই। আমি দুটোই দিয়ে বসে আছি। আমার আছে পর্যাপ্ত সময়, আর আমার মনও তৈরি।

ওই জেলেপাড়া ছাড়লাম দিন দশেক পর। এত তাড়াতাড়ি আমি চলে যাব, এটা সম্ভবত ওরাও ভাবেনি। কিন্তু আমি তো যাবই, তাই না? আমি তো যাওয়ার

BanglaBook.org

জন্যই বেরিয়েছি। এই জেলেপাড়া আমার গন্তব্য নয়। সুতরাং আবার যাত্রা। তারা আগে মাছ শিকারে ওস্তাদ লোকটা বলল, ভাবছিলাম, আপনেরে শিখায় দিমু।

আমি একটু হাসলাম— নিজে নিজে শিখন যায় না?

যায়। নিজে নিজে শিখনটাই সবচাইতে ভালো।

এবার আমি হাসলাম— দেখি, আউগাইতে-আউগাইতে শিখতে পারি কি না।

লোকটা হাসি ফিরিয়ে দিল— দেখেন।

সু, কীভাবে ধরতে হয় তা কী আমি শিখতে পারব? পারব নিশ্চয়, এক সময়-না-একসময় আমার চোখ তো খুলবেই।

BanglaBook.org

সু,

চিঠির প্রথমেই একটা ব্যাপারে কি তুমি খেয়াল করলে? আমি কিন্তু তোমার নামের আগে 'প্রিয়' শব্দটি ব্যবহার করিনি। তুমি কী অবাক হচ্ছ? ভাবছ— কেন? না, এর পেছনে তেমন কোনো কারণ নেই। এখন কিছু-কিছু ব্যাপার আমি আগে থেকেই বুঝতে পারি। ক'দিন আগে তার একটা দারুণ প্রমাণ পেলাম। সেটা অবশ্য এখানে বলার কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছেতোমাকে এটাই আমার শেষ চিঠি। তুমি কি আমার কথায় চমকে উঠলে?

সু, আমার মনে হচ্ছে আমি খুব শিগগিরই তেমন দূরত্ব পৌঁছে যাব, যে দূরত্বে পৌঁছালে তোমাদের কাউকে চিঠি লেখার কোনোও প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করব না। এতে খারাপ লাগারই কথা। তোমাদের সঙ্গে আমার সেই কবেকার চেনাজানা! আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। কারণ আমি তো প্রথম থেকেই বলে আসছি— অমন একটা দূরত্বেই আমি পৌঁছাতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ থাকবে না, এটা জেনে তোমাদের কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু আমার, আগেই বলেছি, খারাপ লাগবে না। আমি আসলে ইতোমধ্যে অনেকটা ওরকমই হয়ে গেছি। হ্যাঁ, এরইমধ্যে নিজেকে আমি অনেকখানি বিযুক্ত করে ফলতে পেরেছি।

এই যে আমি তোমাকে আর লিখব না, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকবে না, এ বিষয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি— সু-কে আর লিখবে না, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?

আমি নিজেকে উত্তর দিয়েছি— আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।

কেন?

লেখার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না তাই।

কেন লেখার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না?

আমার মনে হচ্ছে আমি যেখানে পৌঁছাতে চাই, পৌঁছে যাব।

BanglaBook.org

তুমি নিশ্চিত?

নিশ্চিত হয়ে এ কথা বলা যায় না। আমার এরকম মনে হচ্ছে। মনে হওয়াকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

বুঝলাম, ঠিক আছে— পারে না। তারপর কী হবে?

তুমি জানো—একবার পৌঁছে গেলে ওসব সম্পর্ক হবে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে হবে।

পৌঁছে গেলে তুমি কী করবে?

আমি দেখব। দেখব।

দেখবে?

হ্যাঁ, দেখব। 'জন্ম-আন্ধা' আমি, তখন আমার চোখ খুলে যাবে।

যা দেখবে, তা সহ্য হবে তো তোমার?

কেন হবে না?

এ তো আর অন্ধের হাতি দেখা না, এ পুরোটাই দেখা।

এ একটা কথা বটে। আমি সত্যিই জানি না, যদি পৌঁছাই তবে যা-দেখব, তার তীব্রতা কতটুকু।

সু, এ তো ঠিক কথাই যে, তা আমি জানি না। এ নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি আছে বটে। তবে প্রায় পৌঁছে যাওয়ার আনন্দও কম নয়। তুমি হয়তো ভাবছ— কী এমন হলো যে আমি এমন উতলা হয়ে পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী— কিছুই হয়নি। কিন্তু আমি এমন উতলা হয়ে উঠেছি, আমার ভেতরে এমন অস্থিরতা— এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আমি সম্ভবত খুব কাছে চলে এসেছি। কী দেখব আমি— তা আমি তোমাদের জানাব না। তোমরা ভালো থেকো তোমাদের জগতে, আমি ভালো থাকবও এখানে।

BanglaBook.org

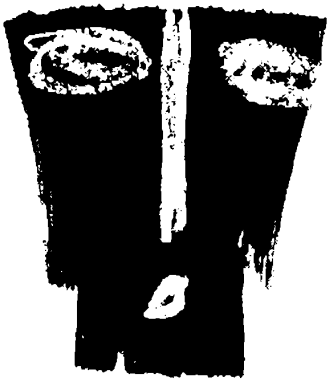

প্রিয় সু,

তোমাকে লেখার কথা নয় আমার। আমিই বলেছিলাম তোমাকে লিখব না। লিখতে হলো। এক নির্মম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। এক নির্মম রসিকতার কথা আমি তোমাকে জানাতে চাই।

ওই যে আমি তোমাদের কিছু না জানিয়ে বের হয়ে এসেছিলাম বাইরে, তুমি জানো সু, আমার এই বের হওয়ার পেছনে কোনো খাদ ছিল না। আমাদের ওই শহুরে জীবনে আমরা অনেক কাজই করি যা মন থেকে করি না, যা আমরা করি কখনো নিছক নিজের তৃপ্তির জন্য, কখনো অপরের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। আমার বেরিয়ে আসা ওরকম কোনো ঘটনা ছিল না। পরে আমার এ রকমও মনে হয়েছে, বের না হয়ে আমার কোনো উপায় ছিল না।

নানা ব্যাপার আমার ভেতর কাজ করত। এরিক মারিয়া রেমার্কের শেষজীবন তার মধ্যে একটা। সোনালি শেকলহীন ওই জীবন আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু সেটাই পর্যাপ্ত নয়। তারপর আমরা যে পরিবেশে বাস করতাম, সেই পরিবেশের মানুষগুলোর কথা ভেবে দেখো। কী ভণ্ড আর প্রতারক জীবনই-না আমরা যাপন করি। আমরা সবাই জানি আমাদের জীবন মিথ্যাচার আর প্রতারণায় পূর্ণ, অথচ সে জীবন নিয়ে আমাদের কারো কোনো আক্ষেপ নেই। কী হাসিমুখে এবং গভীর তৃপ্তির সঙ্গেই-না আমরা সেই জীবন পার করে দেই। সু, ওইভাবে একটা জীবন আমি পার করে দিতে চাইনি। আমি কী চেয়েছিলাম, তা কিছুটা তুমি জানোই।

আমি সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলাম। আমি সেই সত্যের স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলাম।

তা, আমি যদি ওই পরিবেশে সীমিত জীবনই যাপন করি, সত্যকে আমার কোনোদিন দেখা হবে না। ওই জীবনে আমি প্রেমের নামে প্রতারণা দেখব, বন্ধুত্বের নামে শঠতা দেখব, আন্তরিকতার নামে ষড়যন্ত্র দেখব, আদর্শের নামে

BanglaBook.org

লোভ দেখব, ওখানে সত্য-মিথ্যা অবলীলায় পরস্পর জড়িয়ে থাকে, ওখানে বিভ্রান্তি নীচুতা, ওখানে তৃপ্তি, ওখানে হীনতা— এমন এক পরিবেশে বসে সত্যকে শনাক্ত করা খুবই কঠিন। ওখানে আমার বিভ্রান্তিই বাড়বে শুধু। এর পাশাপাশি - আমার এই যে জীবন এর কী কারণ— এই প্রশ্নও আমার ভেতর তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হয়েছিল, জীবনে অর্থহীনতাই শুধু, অর্থময়তা কোথায়?

আমার বেরিয়ে পড়াটাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করা যায়। হ্যাঁ, এইভাবেও তোমরা বলতে পারো— আমি জীবনের অর্থ খুঁজতে বেরিয়েছি। সু, এটা নিশ্চয় কোনো ভুল কাজ না। যে জীবনকে নিয়ে এত আয়োজন, এত তোড়জোড়, তার অর্থ জানতে হবে না আমাদের? অর্থ কোথাও পাওয়া যাবে, তা কেউ জানে না। সুতরাং নির্দিষ্ট পথ তৈরি করে নিয়ে কেউ বের হতে পারে না। আমিও পারিনি। আমার এই বেরিয়ে পড়াকে আমি গৃহত্যাগ বলতে চাইনি। আমার বক্তব্য ছিল— গৃহ শব্দটাই বিভ্রান্তিকর। পরে আমি যখন নিজে-নিজে আরো অনেক ভেবেছি, আমার মনে হয়েছে— ইচ্ছা করলে কেউ আমার বেরিয়ে আসাটাকে গৃহত্যাগ বলতে পারে। আমি সেটা মেনে নেব। আমি তখন বলব— বড় একটা গৃহের খোঁজে আমি ওই ছোট গৃহ ছেড়েছি। বড় গৃহ সু, বিভ্রান্তিহীন বড় একটা গৃহ আমি সত্যিই খুঁজেছিলাম। যে-গৃহে পৌঁছাতে পারলে আমি জানতে পারব— আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায়।

ওই তিনটা প্রশ্ন আমাকে খুবই বিরক্ত করত। ওই যে এক রাতে, গভীর রাতে, আমার বাড়ির ছাদে ওই তিনটা প্রশ্ন যে আমাকে তীব্র নাড়া দিয়ে গিয়েছিল, সে প্রসঙ্গ না-হয় বাদই দাও। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের কথা ভেবে দেখো। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি, আমরা কর্মক্ষেত্রে যাই এবং ফিরে আসি, আমরা স্বামী-স্ত্রী খুনসুটি করি ও বেড়াতে যাই, আমরা তৃপ্তির সঙ্গে গভীর নিন্দ্রায় মগ্ন হই, আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি, আমরা অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন হই, সন্তানের সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠি—কী এক পরিতৃপ্ত জীবন আমাদের। অথচ আমাদের কারই জানা নেই— আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায়! না-জেনেই, না-বুঝেই আমরা কী আনন্দে একটা জীবন পার করে দেই। আবার এ জীবনেই আমরা অম্লান বদনে মিথ্যাচার করি, বিভ্রান্তি বাড়াই, অন্যের প্রাপ্তিতে হিংস্র হয়ে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ব্যস্ত হই, নিপাট ভালোমানুষের চেহারা নিয়ে ফাঁকি দেই স্বজনকে, অন্যকে টেনে নামানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, নিজের স্বার্থের জন্য প্রতিপক্ষের যেকোনো প্রস্তাব গ্রহণ করি, বিভিন্ন মুখোশ রাখি সংগ্রহে—সু, এ জীবনেও কিন্তু আমরা কেউ জানি না আমি কে, কেন, কোথায়; আমরা শুধু জীবনযাপন করে যাই, জীবনযাপন করে যাই।

এতসব কথা অবশ্য তোমাকে আবার নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এসবই তোমাকে বলেছি। তোমরা আমাকে পাগল ভাবো কিংবা অন্যকিছু, আমি জানি ভেতরে শুধুই এই চেষ্টাটাই কাজ করেছে— কোথাও পৌঁছানোর।

BanglaBook.org

আমি কোথায় পৌঁছালাম জানো! সেটা অবিশ্বাস্য সুন্দর এক জায়গা সু।

শেষরাতের দিকে নৌকা থেকে নামলাম। আমার এখানে নামার কথা ছিল না। কিন্তু জায়গাটা আমার পছন্দ হয়ে গেল। তখন শেষরাত, অন্ধকারে ওই জায়গার সৌন্দর্যের কিছুই দেখতে পাওয়ার কথা নয়, পছন্দ হওয়ারও কথা নয়। আমার হঠাৎ মনে হলো—এখানেই আমার নামতে হবে। নেমে পড়লাম।

একটু একটু করে সকাল হলো। আমার মনে হলো— এখানে না-নামলে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করতাম।

সু, এই সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। আমি আমার সারা জীবনে এত সুন্দর কেছু দেখিনি। জায়গাটা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। আমি যেখানে নেমেছি সেটা পাহাড়ি এলাকা। অর্থাৎ সমুদ্র ও পাহাড়ের মাঝে আমি। সমুদ্র প্রবল বিক্রমে ছুটে আসছে, এদিকে কী কারণে তার পরাক্রম বেশি, জানি না; এদিকে পাহাড়ও প্রবল আত্মবিশ্বাসে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যেন দুজন-দুজনকে দেখে নেবে। যেন তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব যেমন প্রগাঢ়, শত্রুতাও তেমন প্রচণ্ড।

এখানে মানুষের বসতি কম। যারা আছে তারা মূলত জেলে। অন্যান্য পেশারও কিছু লোক আছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত শান্ত এক পরিবেশ। আমি থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম এক মুদি দোকানদারের সঙ্গে। সে স্থানীয় নয়, অন্য এক জায়গা থেকে এসে ব্যবসা খুলে বসেছে। খুবই সাদামাটা ধরনের মানুষ। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য— বেশি সংখ্যক খরিদ্দার জোগাড় করা। সে আমাকে বলল, থাকার জায়গা সে আমাকে দেবে বটে, খাওয়ার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। আমি তাতেই রাজি। আমি থাকতে চাই এখানে। এখানে আসার পর থেকে আমি নিজের ভেতরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন আমি নিজেও বলতে পারব না। তবে একটা সন্তুষ্টি বা তৃপ্তির ভাব এসেছিল।

সু, আসলে আমার মনে হচ্ছিল— এরকম একটা জায়গাই আমি পৌঁছাতে চেয়েছি। এরকম নিরালা, রোদছায়া মেশানো স্বপ্নের মতো কোনো জায়গায়।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমি ওই মুদি দোকানির সঙ্গে থাকলাম। তার অনেক কাজ করে দিলাম, তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বললাম অনেক, সে আমাকে দুপুরে ভাত খেতে দিল। খাওয়া-দাওয়ার পর তার সঙ্গ গল্পে বসলাম আমি। এই এলাকা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সে সম্ভবত তার দোকান ও থাকার জায়গার বিশ হাতের বাইরে কখনো যায়নি। ওসব ব্যাপারে তার আগ্রহ কম। সে তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের গল্প জুড়ে বসলে এক ফাঁকে আমি উঠে পড়লাম, বললাম, একটু ঘুরে আসি।

আমি ঘুরতে বের হলাম সু। প্রথমেই বলেছি এখানে বসতি কম। এখানে বসতি সত্যিই কম। আর যেটুকু বসতি তা মোটামুটি একই জায়গায়। ফলে আমি আরেকটু ভেতরদিকে গেলে মানুষজন আমার আর চোখেই পড়ল না।

BanglaBook.org

তা হলে কী আমার চোখে পড়ল সু! সে এক অন্য দৃশ্য। মানুষের জীবনে মাঝে-মাঝে পর্দা উঠে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। আমার মনে হলো সে রকমই এক ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে। আমি যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে পৌঁছে গেছি। সু, বেরিয়ে আসার পর সৌন্দর্য আমি কম দেখিনি। তবে এই সৌন্দর্য তুলনাহীন। বিশেষ করে আমার সামনে হঠাৎ এক পাহাড় যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ— পাহাড় কি হঠাৎ মাথা উঁচু করে সামনে দাঁড়ায়, পাহাড় তো বহু দূর থেকেই দেখা যায়! দূর থেকে এই পাহাড়টা আমি দেখিনি। কেন? আমি নিজেও জানি না। সম্ভবত এখানকার ভূ-গঠনই এ রকম। আমি একটা বাঁক ঘুরলাম আর আমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল পাহাড়। মুহূর্ত আগেও আমি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে কী ব্যাপক এক পরিবর্তন। মুহূর্ত আগেও ছিল না, মুহূর্ত পরেই সে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি, বিশাল। সু, আমার মনে হলো— এই পাহাড়টাই হচ্ছে শেষ, ওর পরে আর কিছুই নেই।

আমার সামনে এগোনোর পথ বন্ধ। পাশ কাটিয়ে যে যাব, সে উপায়ও নেই, দুপাশে খাদের মতো নেমে গেছে সমতলের দিকে (আমি হাঁটতে-হাঁটতে বেশ কিছুটা উঁচুতেই উঠে এসেছিলাম) আমার তখন একমাত্র উপায় পেছনে ফিরে যাওয়া। আমি পেছনে একবার তাকালাম। তারপর আমার মনে হলো— এই যে, আমার সামনে পাহাড়, ওখানে আমার উঠতে হবে। হ্যাঁ, ওখানে আমার উঠতে হবে কারণ ওখানে ওঠার জন্যই আমি বের হয়েছি। কিন্তু তখন বিকাল, এখন যদি আমি উঠতে আরম্ভ করি উঠতে-উঠতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তারপর আর নামতে পারব না। আমি না-হয় ওখানেই থেকে যাব। আমার অবশ্য সাহস হলো না। আমি শুধু অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকলাম। কত উঁচু কত উঁচু ওই মৌন পাহাড়, যেন আকাশ ছুঁয়েছে। সু, আমি পাহাড়টার নাম দিলাম—স্বর্গছোঁয়া।

ফিরে এসে আমি মুদি দোকানিকে ওই পাহাড়টার কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে কিছুক্ষণ ভেবে মাথা ঝাঁকাল—আছে একখান। আমি বুঝলাম তার কোনো আগ্রহ নেই, তার কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না। তবে ওই দোকানিই আমাকে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ওই লোকটা বলল, জ্যোৎস্না রাতে নাকি ওই পাহাড়ের ওপর পরী নামে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনে দেখেছেন?

লোকটা হাসল— কেউ দেখে নাই, সবাই শুনছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পূর্ণিমার রাতে সত্য-সত্যই পরী নামে কি না, এইটা আপনার দেখতে ইচ্ছা করে না?

লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, দেখনের কী দরকার। নামলে নামে। পরী আছে পরীর মতন, আমি আছি আমার মতন।

BanglaBook.org

দার্শনিক? হবে হয়তো। লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই পাহাড়ে কেউ কি ওঠে?

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ওঠনের কী দরকার?

কী প্রশ্নের উত্তর উত্তর! আমি আবার বললাম, ওঠে কি না, এইটা কন।

লোকটা আবার বলল, ওঠনের দরকারটা কী?

সু, আমার মনে হলো লোকটাকে যদি আমি হাজারবার ওই প্রশ্নটা করি, তবে সে হাজারবারই এই উত্তরটাই দেবে। তার কাছে তো ওটাই বড় ব্যাপার— ওঠার কী দরকার। কিন্তু আমার কাছে? কাল খুব ভোরবেলা আমি ওখানে উঠব।

সারারাত আমার ঘুম হলো না। যতবারই আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, ততবারই যেন আমি বাঁক নেই আর মুহূর্তের মধ্যে বিশাল মৌন পাহাড় আমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

শেষরাতের দিকে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দোকানিকে উঠালাম না। তাকে কিছু জানানোর প্রয়োজন বোধ করলাম না। সবাই সব কিছু জানার যোগ্য না। আমি রওনা দিলাম।

বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। চারদিকে খুব খোলামেলা বলেই এ রকম। নইলে রাত ফুরোবার এখনো কিছু বাকি আছে। আমার ইচ্ছা ভোর হওয়ার, অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগেই ওই পাহাড়ের ওপর উঠে পড়ার। অর্থাৎ আমি উঠব, তারপর সূর্য উঠবে। আমি পাহাড়ের উঁচু থেকে সূর্য ওঠা দেখব।

আমার আধঘণ্টার মতো সময় লাগল ওই পাহাড়ের কাছে পৌঁছাতে। সু, অন্ধকার পাহাড়টা ভয়ঙ্কর। আমার অবশ্য এতটুকু ভয় লাগল না। বরং, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কত উদগ্রীব আমি ওটার চূড়ায় ওঠার জন্য হয়েছিলাম। মিনিট পাঁচেক পাহাড়ের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর উঠতে আরম্ভ করলাম।

পাহাড়ে ওঠা কোনো সহজ কাজ না। বিশেষ করে এই অন্ধকারে। সামনে কোথায় কী আছে, কিছুই জানি না। কিন্তু কোনো বাধাই আমার সামনে তখন বাধা না। মাঝে-মাঝেই আমি পিছলে যাচ্ছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ছি, গাছের কাঁটায় আমার শরীরের নানা জায়গা ছড়ে গেছে। একবার পায়ের ওপর দিয়ে সম্ভবত একটা সাপই চলে গেল। সু, আমি কিন্তু দমে গেলাম না। সম্ভবত আমি এক ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। আমি কোনো কষ্টই অনুভব করছিলাম না, আমার বারবার মনে হচ্ছিল—আর একটু, আর একটু পরই আমি পৌঁছে যাব, আমি তখন দেখতে পাব, দেখতে পাব। জন্মঅন্ধ আমি, একটু পর আমার চোখ খুলে যাবে।

আমার মনের তখনকার অবস্থা আমি বোঝাতে পারব না। তুমি নিজে থেকে কি কিছু বুঝতে পারছ? সু, আরো কিছুটা ওঠার পর আমার কানে এল সমুদ্রের গর্জন। সম্ভবত পাহাড়ের ওই পাশে নিচে সমুদ্র। স্বর্গছোঁয়ার মাথায় উঠে তা হলে সমুদ্রকে কেমন দেখাবে? আমি তখন শুধু এসবই ভাবছিলাম। আর কোনো চিন্তাই

BanglaBook.org

আমার মাথায় আসছিল না। ভাবছিলাম—চূড়োয় উঠলে কী গভীর প্রশান্তিতেই-না আমার মন ভরে যাবে! আচ্ছা, স্বর্গছোঁয়ার মাথায় উঠে দেখব, কী দেখব আমি?

একবার আমার মনে হলো—আচ্ছা, আমি যগি স্বর্গছোঁয়ার মাথায় থেকেই যাই, কেমন হয়? আর নামলাম না নিচে, ওখানেই মাথাগোঁজার একটা ব্যবস্থা করে নিলাম, খাওয়ারও একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে। সু, এসব হচ্ছে আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তা। আমি উঠছিলাম আর এসব নানা কিছু ভাবছিলাম।

আরো কিছুটা উঠে আমি দূরে সমুদ্র দেখতে পেলাম। এখন এদিক-ওদিক কিছু আলো ফুটেছে, ওই আলোয় এত উঁচু থেকে সমুদ্র দেখা—সে যে কী ভয়াবহ সুন্দর দৃশ্য! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম কতক্ষণ। আমার মনে হলো এখান থেকে এভাবে কারো সমুদ্র দেখার সুযোগ হয়নি। আমিই প্রথম। আমার আগে কেউ এ পথে এলে, তার প্রমাণ থাকত।

আমি সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলাম। সূর্য ওঠার আর দেরি নেই, ইতিমধ্যে চারদিক ফর্সা হয়ে এসেছে, আমাকে সূর্য ওঠার আগে সূর্যছোঁয়ার মাথায় উঠতে হবে।

হ্যাঁ, সু, আমি মাথায় উঠলাম। আরও কিছুক্ষণ প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে আমি মাথায় উঠলাম। তখন আমার শরীরে একফোঁটা শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু মন আমার প্রশান্তিতে ভরপুর। চূড়োয় উঠে আনন্দে আমি দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম। আমি বোধহয় কাঁদছিলামও। আমার বারবার মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, আমি এখানেই পৌঁছাতে চেয়েছি, এখানেই। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমি বিজয়ীর ভঙ্গিতে দুহাত তুলে দিলাম উপরে। যেন আমিও আকাশ ছোঁব।

সু, নির্মম রসিকতার এখানে শুরু। আমি যখন আকাশের দিকে তুলে দেয়া দুহাত নামিয়ে দুচোখ মুছে নিচ্ছি, আমার কানে এল ব্যা ব্যা শব্দ। কিসের শব্দ ওটা? কোনো কিছু কি ডাকছে? হ্যাঁ, ছাগল। আমি তাকালাম ওই ডাক লক্ষ্য করে এবং একটা ছাগল দেখলাম। আমি দেখলাম একটা ছাগল ব্যা ব্যা করতে-করতে একদিকে ছুটে যাচ্ছে। আর সেটাকে ধরার চেষ্টা করছে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা একটা লোক। ছাগলটাকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে লোকটা আমাকে দেখে ফেলল। আমাকে দেখে লোকটা বোকা বনে গেল। একটু কি লজ্জাও পেল? এ পুরো ঘটনাটা অবশ্য কয়েক মুহূর্তের। তারপর বিরক্ত ও বিব্রত মুখে লোকটা তার প্রায় খুলে যাওয়া লুঙ্গি ও উত্থিত লিঙ্গ সামলাতে-সামলাতে অন্য পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেল। আমি একটু এগিয়ে দেখলাম ওদিকে যে ব্যবস্থা, তাতে এখানে, এই চূড়োয় ওঠা ও নামা খুব সহজ।

সু, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার বোধ হয় ফিরে যাওয়া উচিত।

BanglaBook.org